উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৬,৭৫৯.৮১ (+২২৬.৮৫)

নিফটি : ২৩,২৪৯.৫০ (+৮৬.৪০)

বাড়ি সোজা করতে অনুমতি

এখন থেকে হেলে পড়া বাড়ি সোজা করতে গেলে সংশ্লিষ্ট পুরসভার অনুমতি নিতে হবে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর এক নির্দেশিকায় এমনটাই জানিয়েছে। » ৫

চপার-বিমান সংঘর্ষে মৃত ৬৭

মাঝ আকাশে ওয়াশিংটন ডিসির বিমানবন্দরের কাছে যাত্রীবাহী বিমান ও মার্কিন সেনার কপ্টারের সংঘর্ষে ৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১২°	২৬°	১১°	২৬°	১২°	২৬°	১২°

রনজি অভিষেকে সফল বালুরঘাটের সুমিত » ১২

১৭ মাঘ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 31 January 2025 Friday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 252

উত্তরের খোঁজে

যন্ত্রণার এই শতবর্ষে নিস্পৃহ শিলিগুড়ি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

একশো বছর হয়ে গেল হে শিলিগুড়ি। এবার ঘুম থেকে ওঠো, জাগো। মনে করতে থাকো, ঠিক শতবর্ষ আগের বিষণ্ণ দিনলিপি। জুনের মাঝামাঝি মেঘে মেঘে কালো হয়েছিল সেদিনের আকাশ।

টাউন স্টেশনের পরিত্যক্ত দুটি প্ল্যাটফর্মে হাঁটাহাঁটিতে অবধারিত কিছু না কিছু ছবির বিষয় পাওয়া যায়। শূন্য স্টেশনে এদিকে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকা কোনও ভবঘুরে কিংবা শুয়োরের দল। বা ওইখানেই পুজোর সময় বসে থাকত ঢাকির দল।

শহরের প্রথম রেলস্টেশনের চরম দুর্দশা নিয়ে অন্তত কয়েক হাজার লেখা প্রকাশিত ইতিমধ্যে। অন্তত একশোবার নানা রঙিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সব পার্টির নেতারা। কত কী হবে স্টেশনকে বাংলার অন্যতম সেরা আকর্ষণ করে তুলতে! বর্তমান ও প্রাক্তন মেয়ররা এখানে প্রতিশ্রুতির খেলায় মেসি-রোনাল্ডোর মতো সবার আগে।

তা হলে আবার কী জন্য স্টেশন নিয়ে লিখতে বসা? সব প্রস্তাবই তো ডাস্টবিনে।

লিখতে বসা একটা কারণেই। এই বহুবিধ ইতিহাসমাখা স্টেশন চত্বরে সবচেয়ে সজল হাহাকারের দিনের এবারই শতবর্ষ। এখানেই দার্জিলিং থেকে টয়ট্রেনে আনা হয় প্রয়াত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃতদেহ। যিনি আচম্বিতে প্রয়াত হন ১৯২৫ সালের ১৬ জুন। শিলিগুড়ির প্রতিবন্ধী, কুঁড়ের বাদশা পুরসভার কর্তাদের কাছে কি ওই উপলক্ষ্যে স্মারক গড়ার অর্থও নেই?

মাত্র চুয়ান্নয় অকালপ্রয়াত চিত্তরঞ্জন অনুপ্রেরণার নাম ছিলেন কাদের কাছে? সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং সোহরাওয়ার্দি। টাউন স্টেশন থেকে দেহবাহী ট্রেন শিয়ালদায় গেলে এত ভিড় হয়েছিল, বাংলা তা আগে দেখেনি। দশ ব্রিটিশ ক্যামেরাম্যান মিলে ছবি তোলেন তিন মাইল দীর্ঘ শোকযাত্রার। তার কয়েক সেকেন্ডের ফুটেজ মেলে ইউটিউবে। তা দেখলেই বোঝা যায় বাঙালির যন্ত্রণা।

চিত্তরঞ্জনের মেয়ে অপর্ণা দেবীর 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' বই থেকে জানা যায়, সেদিন শিয়ালদায় দার্জিলিং মেল আসে দেরিতে। প্রত্যেক স্টেশনে থামতে হয়েছিল জনতার দাবিতে। 'পিতৃদেবের দেহ একটি মাল-গাড়ীতে পুষ্পে সজ্জিত ছিল। ব্যারাকপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে সে গাড়ী অনেকটা উঁচু থাকাতে ছাত্রেরা সিঁড়ির মতো শুয়ে পড়ে তাদের উপর দিয়ে আমাকে উঠে যেতে বলল। মানুষের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। পরে জানি না, আমি কীভাবে উঠেছিলাম।'

এরপর দশের পাতায়

মহাকুম্ভে এবার আগুন

উত্তরবঙ্গের ছয় নিখোঁজ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৩০ জানুয়ারি : প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে পুণ্য অর্জনের আশায় গিয়ে বিপদে পড়লেন উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তের একাধিক মানুষ। কেউ পদপিষ্ট হলেন, কারও আবার মৃত্যু হয়েছে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায়। কারও ভেঙেছে হাত-পা। কয়েকজন এখনও নিখোঁজ। উৎকণ্ঠায় দিন গুনছেন পরিবারের লোকেরা। যাঁরা বেঁচে ফিরেছেন, তাঁরা মঙ্গলবার গভীর রাতের বিপর্যয়ের কথা ভেবে শিউরে উঠছেন। শিলিগুড়ি, মাথাভাঙ্গা, গঙ্গারামপুর, মালদা, হরিশ্চন্দ্রপুর, আলিপুরদুয়ার থেকে এরকম বহু পুণ্যার্থীর হদিস মিলেছে। প্রশাসনের তরফে তাঁদের সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মহাকুম্ভে গিয়ে উত্তরবঙ্গের ৬ জন নিখোঁজ।

মৌনী অমাবস্যায় সংগমে স্নানের উদ্দেশ্যে মহাকুম্ভে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ি লাগোয়া বাড়িভাসার মাদানিবাজারের বাসিন্দা অমল পোদ্দার। পরিবার সূত্রে খবর, ১০ জানুয়ারি সস্ত্রীক প্রয়াগরাজে গিয়েছিলেন ষাটোর্ধ্ব অমল। কিন্তু সেখান থেকে তাঁর আর ঘরে ফেরা হল না। বুধবার বিকেলে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। শিলিগুড়ি থেকে ছেলে অসিত গাড়ি নিয়ে প্রয়াগরাজের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে দেহ শহরে পৌঁছানোর কথা। এদিকে, মহাকুম্ভে গিয়ে বুধবার থেকে নিখোঁজ শিলিগুড়ির দুই মহিলা। এঁদের একজন পাঞ্জাবিপাড়ার দর্শনাদেবী বনসল। আরেকজন সমরনগরের বাসিন্দা পুতুল রায়। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাঁর খোঁজ মেলেনি।

অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গার পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর পচাগড়ের বৃদ্ধ মহেন্দ্র বর্মন (৬৪) মহাকুম্ভে গিয়ে নিখোঁজ। বাড়িতে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন পরিবারের লোকেরা। ত্রিবেণি সংগমে বিপর্যয়ের পর তাঁরা মহেন্দ্রর সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করতে পারেননি। গ্রামের আরেক মহিলা মালতী বর্মন (৪৫)-এর সঙ্গেও বুধবারের পর থেকে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

পদপিষ্ট হয়ে হাত, পা ভেঙেছে গঙ্গারামপুরের অরবিন্দ মজুমদারের। তাঁরা সাত বন্ধু মিলে সংগমে গিয়েছিলেন। হুড়োহুড়ির সেই মুহূর্তের কথা ভাবলে শিউরে উঠছেন তিনি।

এদিকে, আলিপুরদুয়ারের নিউ হাসিমারার সুভাষপল্লির বাসিন্দা শুক্লা দেবনাথ মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি নিউ জলপাইগুড়িগামী একটি বিশেষ ট্রেনে চেপেছেন। সেখানকার পুলিশ বা প্রশাসনের তরফে কোনও সাহায্য পাননি বলে অভিযোগ শুক্লার।

পুণ্য অর্জনে সংগমে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন মালদার উত্তর কৃষ্ণপল্লির বাগানপাড়ার বাসিন্দা অনীতা ঘোষ (৬০)। পরিবার সূত্রে খবর, চাঁচলের কয়েকজন আত্মীয়র সঙ্গে প্রয়াগরাজে গিয়েছিলেন অনীতা। এরপর দশের পাতায়

বাড়ছে উৎকণ্ঠা

- মহাকুম্ভে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় মৃত শিলিগুড়ি লাগোয়া বাড়িভাসার বাসিন্দা অমল পোদ্দার
- পদপিষ্ট হয়ে হাত, পা ভেঙেছে গঙ্গারামপুরের অরবিন্দ মজুমদারের
- সংগমে গিয়ে নিখোঁজ শিলিগুড়ির দুই মহিলা
- খোঁজ মিলছে না মালদার বাগানপাড়ার বাসিন্দা অনীতা ঘোষের
- প্রয়াগরাজে হারিয়ে যাওয়া হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দা অপর্ণা সাহার হদিস মিলল

বিপর্যয়ের প্রয়াগ।।

তাঁবুতে আগুন (বাঁদিকে)। পদপিষ্ট হয়ে মৃত স্বজনের পাশে।

চাপের মুখে লাগাম ভিভিআইপি সংস্কৃতিতে

প্রয়াগরাজ, ৩০ জানুয়ারি : মহাকুম্ভে যেন রাহুর গ্রাস। অসহনীয় ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের মৃত্যুর পরদিন আবার বিপর্যয় প্রয়াগরাজের ত্রিবেণি সংগমে। বৃহস্পতিবার আগুন লাগে মেলা চত্বরে। বুধবারের মতো হতাহত না হলেও ব্যবস্থাপনার ফাঁকফোকর বেআব্রু হয়ে গেল। স্থানীয় দমকল আধিকারিক প্রমোদ শর্মা মানলেন, 'কিছু বেআইনি তাঁবু তৈরি করা হয়েছিল।'

কুম্ভমেলা চত্বরের সেক্টর ২২-এ এরকমই তাঁবুতে আগুন লেগেছিল বৃহস্পতিবার। যাতে মোট ১৫টি শিবির ছাই হয়ে গিয়েছে। ওই দমকল আধিকারিক জানিয়েছেন, ছটনাগ ঘাট থানা এলাকায় ওই অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকলবাহিনী দ্রুত গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগে গত ১৯ জানুয়ারিও আগুন লেগেছিল মেলায়। তখন ১৮০টির বেশি তাঁবু পুড়ে গিয়েছিল। তখনও সেই আগুনের বলি কেউ হয়নি।

কিন্তু পরপর বিপর্যয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের দ্রুত মোকাবিলার ছবি দেখা গিয়েছে ঠিকই। তবে মেলার আয়োজন, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে। ফলে নড়েচড়ে বসতে হয়েছে উত্তরপ্রদেশের খোদ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। মহাকুম্ভকে যিনি মেগা ইভেন্টে পরিণত করতে মরিয়া ছিলেন।

পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষপর্যন্ত তিনি ভিভিআইপি সংস্কৃতিতে রাশ টানতে বাধ্য হলেন। বুধবার রাতে তিনি ৮ জেলার প্রশাসনের শীর্ষ পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করে ভিভিআইপি পাশ বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন। পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের মৃত্যুর পর ভিভিআইপিদের পেছনে মেলা কমিটি ও প্রশাসনের অধিক ব্যস্ততায় সাধারণ মানুষের সুরক্ষা কম গুরুত্ব পেয়েছে বলে অভিযোগ তোলে কংগ্রেস সহ বিভিন্ন বিরোধী দল।

মহাকুম্ভ মেলার আয়োজনকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে বুধবার রাতে এরপর দশের পাতায়

পরপর বিপদ

- মঙ্গলবার রাতের পর বৃহস্পতিবার আগুন তাঁবুতে সেক্টর ২২-এ
- বুধবার ভোরে আরও একটি হুড়োহুড়ির প্রমাণ মিলেছে
- পদপিষ্ট হয়ে মৃত ৩০, ভোরে আবার একই পরিস্থিতি
- প্রথম ঘটনাটি সংগম নোজে, দ্বিতীয়টি ঝুসি এলাকায়

উত্তরের সম্পদ সুরক্ষায় জরুরি দ্বিতীয় রাজধানী

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : শুধু বাগান মালিকরাই নন, বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশও বলছেন, সঠিক নীতি ও পরিকল্পনার অভাবে উত্তরের চা শিল্পের শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। চা সম্পর্কে অজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের হাতে পড়ে সর্বনাশ হচ্ছে চা বাগানগুলির। দু'হাতে লুট হচ্ছে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদ। উত্তরবঙ্গের পর্যটন থেকে মুনাফা লুটছেন বাইরের ব্যবসায়ীরাই। সরকারি অবহেলা ও উদ্যোগের অভাবে বিশ্ববাজারে চাহিদা থাকলেও মালদার আম বা রায়গঞ্জের তুলাইপাঞ্জি অথবা কোচবিহারের তামাক বা বিধাননগরের আনারস-আজও সঠিক দিশা দেখেনি কোনওটিই। বিভিন্ন মহলের বক্তব্য, শিলিগুড়িতে দ্বিতীয় রাজধানী হলে সমৃদ্ধ হবে উত্তরবঙ্গ। উত্তরের সম্পদ রক্ষা ও পরিচালনায় সঠিক নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণে চাপ বাড়বে সরকারের উপর। তাতে সার্বিকভাবে লাভবান হবেন উত্তরবঙ্গবাসী।

শিলিগুড়ি রাজধানী হলে উত্তরের প্রকৃতি ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারে বলেই আশাবাদী পরিবেশকর্মী অনিমেষ বসু। তাঁর কথায়, 'যেভাবে উত্তরবঙ্গের বন ও বন্যপ্রাণ ধ্বংস হচ্ছে এবং দখলদারিতে নদীগুলি হারিয়ে যেতে বসেছে তা উদ্বেগের। রাজধানী হলে নিশ্চিতভাবেই প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়বে। তাতে পরিবেশে নজরদারি বৃদ্ধি পাবে। বনজ সম্পদ পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার করে উত্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে। তাই যে সংগত দাবি উঠেছে তা দ্রুত বাস্তবায়িত হওয়া দরকার।'

সেই প্রসঙ্গ তুলেই শিলিগুড়িকে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী করার দাবিতে সব মহলের মানুষকে এক হওয়ার কথা বলেছেন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, 'দ্বিতীয় রাজধানী হয়ে গেলে উত্তরের অনেক সমস্যার সমাধান এমনিতেই হয়ে যাবে। এরপর দশের পাতায়

- সঠিক নীতি ও পরিকল্পনার অভাবে সর্বনাশ হচ্ছে উত্তরের চা শিল্পে, দু'হাতে লুট হচ্ছে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদ
- দিশা দেখবে মালদার আম বা রায়গঞ্জের তুলাইপাঞ্জি অথবা কোচবিহারের তামাক বা বিধাননগরের আনারস
- দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলে শিলিগুড়ি হয়ে উঠতে পারে পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ ইনফরমেশন ও টেকনলজি হাব

অনাবিল আনন্দ।।

বক্সার জঙ্গলে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

কিছু নেতাকে কাঁকড়ার সঙ্গে তুলনা জগদীশের

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ৩০ জানুয়ারি : গোষ্ঠীকোন্দলে জেলার কিছু নেতা কাঁকড়ার ভূমিকা নিয়েছেন। বারবার টেনে নীচে নামানোর চেষ্টা করছেন। এভাবে চললে ২০২৬-এ জেলার নয় বিধানসভা আসনে জেতা প্রায় অসম্ভব। বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জের বোর্ডিং ময়দানে বিধানসভাভিত্তিক কর্মীসভায় এভাবেই দলের সমালোচনায় ফেটে পড়লেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া।

মূলত আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্যে রেখে এখন থেকে ঘর গোছাতে শুরু করেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই দল বিধানসভাভিত্তিক কর্মীসভা শুরু করে দিয়েছে। সেই সভায় এদিন বিস্ফোরক হয়ে ওঠেন সাংসদ। জগদীশবাবু বলেন, 'আমাদের দলে কিছু কাঁকড়া আছে। কেউ যদি উঠতে চান, যাঁরা মনে করেন কেউ বিধায়ক হয়েছেন, কেউ সাংসদ হয়েছেন আমরা হতে পারিনি। তাঁরা যাতে আর হতে না পারেন সেই ব্যবস্থা করি।'

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দিতে তিনি বলেন, 'দল শক্তিশালী হলেই বিধায়ক হবেন। দল শক্তিশালী হয়েছে বলেই আমি সাংসদ হয়েছি। কোচবিহার জেলার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে শক্তিশালী করেছে বলেই আজকে বুক ফুলিয়ে আমরা বলছি বিজেপি মাঠে নেই।'

এরপরেই কর্মী-নেতাদের স্মরণ করিয়ে সাংসদের বক্তব্য, '২০১৯ সালে কঠিন লড়াই ছিল। সেই সময় আমাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়, উদয়ন গুহর ওপর আক্রমণ হয়। গাড়ি ভাঙচুর হয়, লুটতরাজ হয়। আর আমাদের অনেক নেতা বাড়িতে বসে হাসেন। এরকম হলে হবে না।' এরপর দশের পাতায়

মদনমোহন মন্দিরের কুয়ো নষ্ট

কলের জলে হচ্ছে ভোগ রান্না, পুজোর কাজ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩০ জানুয়ারি : কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে মদনমোহনের ভোগ রান্না থেকে শুরু করে পুজোর কাজকর্ম, সমস্ত কিছু করার জন্য ঠাকুরবাড়িতে রয়েছে রাজ আমলের কুয়ো। মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে সেই কুয়োর জলেই মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির সমস্ত ভোগ রান্না ও পুজোর কাজকর্ম হয়ে আসছিল। মন্দিরের সমস্ত পুরোহিত ও দেউরিরাও ওই কুয়োর জল পান করতেন। এই কুয়োর জলকে পবিত্র মনে করে কোচবিহারের বিভিন্ন বাসিন্দাও যে কোনও শুভকাজের জন্য মন্দিরে এসে কুয়ো থেকে জল নিয়ে যেতেন। কিন্তু দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের চরম উদাসীনতায় বছর দুয়েক ধরে কুয়োটি নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। এতে রাজ আমলের প্রথা ভেঙে বাধ্য হয়ে এখন মদনমোহনের ভোগ রান্না থেকে শুরু করে পুজোর সমস্ত কাজকর্ম কলের জল দিয়ে করতে হচ্ছে। কুয়ো আদৌ কবে ঠিক হবে সে বিষয়েও এখন পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারছে না দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ। যদিও বিষয়টি মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না পুজোর দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন পুরোহিত, দেউরিরা। তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। বিষয়টি নিয়ে রাজপুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজ আমল থেকে মন্দিরের পবিত্র এই কুয়োর জলেই মদনমোহনের ভোগ রান্না ও পুজোর কাজকর্ম সবকিছু করা হত। কিন্তু কুয়োটি নষ্ট হয়ে থাকায় এখন সবকিছু কলের জলে করতে হচ্ছে।'

মদনমোহন মন্দিরে তালাবন্দি রাজ আমলের কুয়ো। ছবি : জয়দেব দাস

কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে ১৮৯০ সালে শহরের বৈরাগীদিঘির ধারে তৈরি হয় কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন মন্দিরটি। মদনমোহনের পুজোর কথা মাথায় রেখে তৈরির সময়েই মন্দিরের ডান দিকে জয়তারার ঘরের পাশে ভোগঘর লাগোয়া এলাকায় তৈরি করা হয় কুয়োটি। প্রায় ১৩০ বছর ধরে এই কুয়োর জলেই মন্দিরে মদনমোহনের ভোগ রান্না থেকে শুরু করে পুজোর সমস্ত কাজকর্ম হয়ে আসছে। এই অবস্থায় ২০১৯ সাল নাগাদ কুয়োটির জলে গন্ধ দেখা দেয়। এরপর দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের তরফে বারদুয়েক সেটিকে মোটামুটি ঠিক করা হয়েছিল। পাশাপাশি কুয়োটিকে সুন্দর করে টাইলস দিয়ে ঝাঁ চকচকে করে তোলা হয়। কিন্তু যেটা দরকারি ছিল অর্থাৎ কুয়োটিকে বিশেষজ্ঞ কর্মী দিয়ে সঠিকভাবে সংস্কার করা, সেটাই হয়নি। এরপর দশের পাতায়

অহলে পর্যটন উৎসব

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

উৎসবের ব্যানার প্রকাশ করলেন আয়োজকরা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে।

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : গ্রামীণ ট্যুরিজমের সাফল্য উদযাপনে সিটংয়ের অহলে আয়োজিত হতে চলেছে দার্জিলিং ইকো ট্যুরিজম অ্যান্ড কালচারাল ফেস্টিভাল। আগামী ৭ থেকে শুরু হয়ে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ফেস্টিভাল চলবে। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক রাজ বসু, সিটংয়ের ট্যুরিজম হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য শিশির প্রধান, সুভাষ সুব্বা এবং পদম গুরুংরা।

ফেস্টিভাল নিয়ে অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক বললেন, 'এবার উৎসবের দ্বিতীয় বর্ষ। অরুণাচলপ্রদেশ, অসম, নেপাল, ভুটানের গ্রামীণ স্টেকহোল্ডারদের আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি, তাঁরা এখানে এসে দেখে শিখে যাচ্ছে সমস্ত কিছু। এই সাফল্যগুলো উদযাপন করার জন্য এই ফেস্টিভালের আয়োজন।'

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ফেস্টিভালের এই কয়েকটা দিন সিটংয়ের হোমস্টেগুলিতে থাকবে বিশেষ ছাড়। সেই সঙ্গে প্রকৃতির মাঝে উৎসবের মূলকেন্দ্রে সকলের জন্য থাকবে আহারের ব্যবস্থা। উদ্যোক্তারা আশা করছেন, উৎসবের ক'টা দিন পর্যটকরা আবার সিটংমুখী হবেন।

গ্রামীণ পর্যটনের কেন্দ্র হল দার্জিলিং জেলার লাটপাঞ্চার এবং সিটং। সেখানেই তিনদিনের উৎসবে মেতে উঠবেন পর্যটক, স্থানীয় নানা জনজাতি, পর্যটন ব্যবসায়ী এবং পর্যটনপ্রেমীরা। উদ্যোক্তারা জানালেন, পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে রক ক্লাইম্বিং, র‍্যাপলিং, বার্ড ওয়াচিং, ক্যাম্পিং, ট্রেকিং, ওয়াটার স্পোর্টস সহ আরও অনেক ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও পাহাড়ের খাবার কীভাবে তৈরি করা হয় সেসব শিখতে পারবেন পর্যটকরা। বিভিন্ন জনজাতির মানুষদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন। পাশাপাশি স্থানীয়দের তৈরি হস্তশিল্পের স্টল সহ আরও অনেক কিছু থাকছে এই তিনদিনের উৎসবে।

দার্জিলিং ইকো ট্যুরিজম অ্যান্ড কালচারাল ফেস্টিভাল হর্নবিল ফেস্টিভালের মতোই কাঞ্চনজঙ্ঘা রিজিওনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে পরিণত হবে বলে আশা করছেন পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

> অসম, নেপাল, ভুটানের গ্রামীণ স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তাঁরা এখান থেকে শিখছেন। এই সাফল্যগুলো উদযাপন করার জন্য এই ফেস্টিভালের আয়োজন।
>
> **রাজ বসু,** উদ্যোক্তা

আপন মনে। মালবাজারে ছবিটি তুলেছেন অ্যানি মিত্র।

প্রান্তিক মানুষের স্বার্থে প্রয়াস

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : আর্থসামাজিক এবং নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতির দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা ভেবে কয়েকজন অধ্যাপক ও শিক্ষকের অভিনব প্রয়াসে কামাখ্যাগুড়িতে গড়ে উঠেছে 'সেন্টার ফর স্টাডি অফ মার্জিনাল সোসাইটি অ্যান্ড কালচার'। এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তথা কেন্দ্র সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। বিষয়টি নিয়ে সর্বপ্রথম প্রয়াসী হন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ জয়লাল দাস। তাঁর উদ্যোগেই কামাখ্যাগুড়িতে গড়ে ওঠে কেন্দ্রটি।

কেন্দ্রের সভাপতি হলেন বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অসিতকান্তি সরকার, সম্পাদক শিক্ষক ডঃ সঞ্জিত সরকার। সংগঠনের অন্যান্য সদস্য হলেন শিক্ষক হরিশংকর দেবনাথ, বিকাশ সাহা, ডঃ ভরত দাস, হারাধন পাল, পিংকি রায়, রুবি রায়, সুভাষ রায়, ডঃ রেবতী বিশ্বাস। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবদমিত এবং উপেক্ষিত জীবনকে সমাজে তুলে ধরার জন্য এই সংগঠন গড়ে তোলা। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বই, পড়াশোনায় উৎসাহ দেয় এই কেন্দ্র। অবহেলিত লোককবিদের সমাজের মূল ধারার কবিদের পাশে তুলে ধরার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছে তারা। একইভাবে বাউলশিল্পীদের নিয়েও কাজ করছে তারা।

উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য, প্রান্তিক সাহিত্যকে আলোকিত করা, অধ্যয়ন ও গবেষণা করা। এবং প্রাপ্ত তথ্যের জার্নাল ও বই প্রকাশের মাধ্যমে প্রসারণ ঘটানো। এছাড়া পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের যথাসম্ভব সহযোগিতা করে চলেছে এই কেন্দ্রটি। গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা স্থাপন করে দুর্লভ বই ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করা, তরুণ গবেষকদের উৎসাহিত করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় স্টাডি মেটিরিয়াল দিয়ে সাহায্য করা। সাহিত্যসভা, সেমিনার, অনুসন্ধানমূলক ভ্রমণের আয়োজন করার ক্ষেত্রেও অবিরাম কাজ চলছে তাদের।

কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ জয়লাল দাস বলেন, 'বিশ্বায়নের সঙ্গে শহরাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত হলেও প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রাম, সংস্কৃতি উপেক্ষিত হচ্ছে। আগামীদিনে সমাজের এই প্রান্তিক মানুষ যাতে প্রাপ্য সম্মান খুঁজে পায়, সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই প্রয়াস।' সংগঠনের সভাপতি ডঃ অসিতকান্তি সরকার বলেন, 'প্রান্তিক সংস্কৃতিচর্চার অনেক কেন্দ্র থাকলেও সেগুলোর কাজ অনেকাংশেই সীমাবদ্ধ। এই সংস্থা, অনালোচিত এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রান্তিক জনজীবন ও সংস্কৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যে কাজ করতে চায়।'

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে অটোমেটিক টেলার মেশিন (এটিএম)-এর চুক্তিস্বত্ব প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। নিলাম ক্যাটালগ নং. ঃ এটিএম-২০২৫-০২। নিলাম শুরুর তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৫। মালদা ডিভিসনে অটোমেটিক টেলার মেশিন (এটিএম)-এর জন্য ই-নিলাম। এসইকিউ. নং.; লট নং /বিভাগ; স্টেশন নিম্নোক্ত মতো হবে ঃ এএ/১; এটিএম-এমএলডিটি-বিইউপি-জেন-৩৫-২৫-২; বারিয়ারপুর। এএ/২; এটিএম-এমএলডিটি-এসবিও-জেন-৪০-২৫-২; সবৌর। এএ/৩; এটিএম-এমএলডিটি- আরজেএল- জেন-৩১-২৫-২; রাজমহল। এএ/৪; এটিএম- এমএলডিটি- এমজেডসি-জেন-৩৯ -২৫-২; মির্জাচৌকি। এএ/৫; এটিএম- এমএলডিটি- জিজিএ-জেন-২৮-২৫-২; ঘোঘা। এএ/৬; এটিএম-এমএলডিটি-এসবিজি -জেন-৪৪-২৫-৪; সাহেবগঞ্জ। এএ/৭; এটিএম- এমএলডিটি-এএইচএ-জেন-৩৩-২৫-২; অভয়পুর। এএ/৮; এটিএম-এমএলডিটি- টিপিএইচ-জেন-৪২-২৫-২; তিনপাহাড়। এএ/৯; এটিএম-এমএলডিটি- জেআরএলই - জেন-৩৮-২৫-২; জঙ্গীপুর রোড। এএ/১০; এটিএম-এমএলডিটি- পিপিটি-জেন-৪৩-২৫-২; পীরপৈন্তি। এএ/১১; এটিএম-এমএলডিটি- বিএকেএ- জেন-২৫-২৫-২; বাঁকা। এএ/১২; এটিএম-এমএলডিটি- এমজিআর -জেন- ২৯-২৫-২; মুঙ্গের। এএ/১৩; এটিএম-এমএলডিটি-জিওডিএ -জেন-৩৬-২৫-২; গোড্ডা। এএ/১৪; এটিএম-এমএলডিটি- এমএলডিটি-জেন-৩০-২৫-২; মালদা টাউন। এএ/১৫; এটিএম-এমএলডিটি- ডিজিএলই- জেন-২৭-২৫-২; ধুলিয়ানগঙ্গা। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-208/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জেলা নেতৃত্বের ভূমিকায় প্রকাশ্যে ক্ষোভ সিদ্দিকুল্লাহর

ওয়াকফ বিল সংশোধনী

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩০ জানুয়ারি : ওয়াকফ বিল সংশোধনীতে প্রতিবাদ না করা নিয়ে জেলার তৃণমূল নেতাদের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্য গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিণচওড়ার মাঠে তিনি বলেন, 'ওয়াকফ বিল নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে সংশোধনী আনতে চাইছে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় প্রতিবাদ করছেন। তারপরেও জেলাগুলিতে এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস কেন আন্দোলনে নামছে না সেটা বুঝতে পারছি না। এখন থেকে সকলে মিলে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে না তুললে আগামীতে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলই সম্প্রদায় সমস্যায় পড়তে পারে।'

কেন্দ্রীয় সরকার যে সংশোধনী বিল আনতে চলেছে তার প্রতিবাদেই এদিন হরিণচওড়া মাঠে জনসভা হয়। সভায় হাজির ছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। সেখানে তিনি জানিয়ে দেন, 'এই বিল নিয়ে কেন্দ্র যে সংশোধনী আনতে চাইছে সেটা কোনওভাবেই আমরা মানব না। এর বিরুদ্ধে আমরা গণতান্ত্রিকভাবেই আন্দোলন চালিয়ে যাব। এটা তো সাম্প্রদায়িক কোনও বিষয় নয়, এটা মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়। সংখ্যালঘু যাঁরা আছেন, তাঁদের সকলকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে।'

কেন্দ্রীয় সরকার যেটা করছে সেটা পুরোপুরি গাজোয়ারি বলেই মন্তব্য করলেন সিদ্দিকুল্লাহ। তাঁর প্রশ্ন, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবাদ জানিয়েছেন অথচ জেলা বা রাজ্য নেতৃত্ব মুখ বন্ধ করে আছেন কেন?' ওই সভায় সিদ্দিকুল্লাহ বললেন, '৯০ শতাংশের বেশি মুসলমান তৃণমূলকে ভোট দেয়। তাদের সমস্যা নিয়ে আমাদের আলোচনা, প্রতিবাদ করা দরকার। আমরা এই বিলের সংশোধনী নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে চাইছি। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি মালদার সুজাপুরে এই বিষয় নিয়ে সভা হবে।'

> ওয়াকফ বিল নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে সংশোধনী আনতে চাইছে সেটা কোনওভাবেই আমরা মানব না। এটা তো সাম্প্রদায়িক কোনও বিষয় নয়, এটা মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়। সংখ্যালঘু যাঁরা আছেন, তাঁদের সকলকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে।
>
> **-সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী**
> রাজ্য গ্রন্থাগারমন্ত্রী

পড়ুয়াদের সাফল্যের টিপস

নাগরাকাটা, ৩০ জানুয়ারি : নাগরাকাটার পিএম শ্রী স্কুল জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সাফল্যের টিপস দিলেন শৌভিককুমার সাহা। তিনি এবার ইউপিএসসির জিও সায়েন্টিস্ট পরীক্ষার টপার হয়েছেন। তিনি এই স্কুলেরই নদিয়া শাখার প্রাক্তনী। বৃহস্পতিবার স্কুলে কেরিয়ার কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে তিনি নিজ সাফল্যের কথা ভাগ করে নেন। নিষ্ঠা, অধ্যবসায় থাকলে যে কোনও কিছুই বাধা হতে পারে না সে কথাও জানান। স্কুলের অধ্যক্ষ জীতেন্দ্রকুমার সিং বলেন, 'শৌভিকের কৃতিত্ব অন্য পড়ুয়াদের ভালো কিছু করতে যে উদ্বুদ্ধ করবে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।'

ব্রেস্ট ক্যানসার শনাক্তকরণ প্রোজেক্টে সেরা সম্মান

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সপ্তম রিজিওনাল সায়েন্স এবং টেকনোলজি কংগ্রেস-২০২৫-এ শ্রেষ্ঠ গবেষণাপত্র সম্মান লাভ করলেন সাগরিকা সাহা। তিনি জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ব্রেস্ট ক্যানসার শনাক্তকরণের জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহারের ওপর গবেষণা করেছেন। ওই কংগ্রেসে প্রথম হয়ে কলকাতায় রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার সুযোগও পেয়েছেন তিনি।

স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত সাগরিকা। তাঁর বক্তব্য, 'এই সাফল্যে আমি খুবই খুশি। আগামীতে তথ্য ও প্রযুক্তি নিয়ে আরও কাজ করার ইচ্ছে আছে।'

প্রথমে সেই কংগ্রেসের আয়োজকদের তরফে প্রতিযোগীদের গবেষণাপত্র জমা নেওয়া হয়েছিল। তারপর জমা পড়া আবেদন থেকে ২০ জনের নাম তালিকাভুক্ত করে তাঁদের প্রেজেন্টেশনের জন্য ডাকা হয়। শিলিগুড়ি কলেজে দু'দিন ধরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে

এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড হাতে সাগরিকা সাহা।

৬টি রিজিওনের পড়ুয়ারা অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের গবেষণা হাতেকলমে পেশ করেন। যার মধ্যে জলপাইগুড়ি রিজিওন-১'এ সাগরিকা নির্বাচিত হন।

তাঁর এই হাইব্রিড মেশিন টেকনোলজি ব্যবহার করে ব্রেস্ট ক্যানসার দ্রুত শনাক্ত করা যাবে। তেমনই এই সিস্টেমে ব্রেস্ট ক্যানসার শনাক্তকরণের বিভিন্ন ডেটা স্টোর করা রয়েছে। ফলে রোগীর কোষ সহ বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য ইনপুট করলেই সিস্টেম জানিয়ে দেবে তিনি ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত কি না।

এই গবেষণায় সাগরিকাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক সুভাষ বর্মন ও ঝুমা দত্ত।

সাগরিকা বলেন, 'বিভিন্ন সময় কোনও রোগীর ব্রেস্ট ক্যানসার ধরা পড়ার পর তাঁকে দেওয়া ওষুধ, চিকিৎসা ইত্যাদির ভিত্তিতে তথ্য বদলে যায়। ফলে দেখা যায় ওই রোগী মারা গেলে কিংবা অবস্থা শোচনীয় হলে রোগীর পরিবার ভুল চিকিৎসা নিয়ে অভিযোগ করে। কিন্তু তথ্য মিলিয়ে দেখা যায়, তেমন কিছুই নেই। সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সাহায্য করবে। ডেটা একবার সিস্টেমে চলে এলে তা কোনওভাবেই পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না।'

আজ টিভিতে

অনুপমার প্রেম সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, ১০.০০ জোশ, দুপুর ১.০০ বিধাতার খেলা, সন্ধে ৭.৩০ চ্যালেঞ্জ, রাত ১০.৩০ আপন হল পর, ১.০০ বিদায় ব্যোমকেশ
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ শাপমোচন, বিকেল ৪.১৫ ফাটাফাটি, সন্ধে ৬.৫০ দেবী, রাত ১০.০৫ সন্ত্রাস
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ শপথ নিলাম, দুপুর ২.০০ আশ্রয়, রাত ৯.৩০ পূজা, ১২.০০ কিশোর কুমার জুনিয়র
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাটের গুরু
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জামাইবাবু
জি সিনেমা : দুপুর ২.৩৬ মায়োঁ, বিকেল ৫.০৮ ক্র্যাক, সন্ধে ৭.৫৫ খাকি, রাত ৯.৫৬ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি
সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.৪৫ ম্যায় ইন্তেকাম লুঙ্গা, সন্ধে ৬.৩০ মুঝসে শাদি করোগি, রাত ৯.৩০ নয়া নটওরলাল
এমএনএক্স : বিকেল ৩.৫০ গোল-দ্য ড্রিম বিগিনস, রাত ৯.০০ দ্য ট্রান্সপোর্টার রিফুয়েলড, ১১.৫৫ ওয়াইল্ড কার্ড
স্টার মুভিজ : দুপুর ২.৩০ দ্য ফাইনাল ডেস্টিনেশন, বিকেল ৩.৩৫ কোকো, ৫.৩০ গডজিলা

চ্যালেঞ্জ সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

বিবাহ দুপুর ১২.৫৫ অ্যান্ড পিকচার্স

প্রিন্স অফ পার্শিয়া-দ্য স্যান্ডস অফ টাইম সন্ধে ৭.১৫ স্টার মুভিজ

ভার্সেস কং, সন্ধে ৭.১৫ প্রিন্স অফ পার্শিয়া-দ্য স্যান্ডস অফ টাইম, রাত ৯.০ ০ মেগ-টু, ১০.৪৫ দ্য কনজিউরিং-টু

ডিয়ার ডিসেম্বর ২০২৪ বিকেল ৪.০০ জি বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে দামি উপহার পেতে পারেন। বৃষ : অফিসে কোনও কাজ নিজের ক্ষমতায় করতে পেয়ে জনপ্রিয় হবেন। পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। মিথুন : আজ কোনও অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতপার্থক্য। কর্কট : যানবাহন আজ খুব সাবধানে চালান। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। সিংহ : মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। মেয়ের পরীক্ষার ভালো ফলে খুব খুশি হবেন। কন্যা : জ্বর, সর্দিকাশিতে ভুগতে হতে পারে। কোনও অপরিচিত লোকের কথায় ভুলবেন না। তুলা : পারিবারিক অশান্তি নিয়ে মানসিক চাপে থাকতে হতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। বৃশ্চিক : কোনও সৎ মানুষের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে মানসিক আনন্দলাভ। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা। ধনু : আপনার সামান্য অলসতায় বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। প্রেমের সমস্যা মিটবে। মকর : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সমস্যায়। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কুম্ভ : সারাদিন দোলাচলে কাটবে। দাঁতের সমস্যায় ভোগান্তি। মীন : ভাইয়ের সঙ্গে জমিজমা নিয়ে মতপার্থক্য। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ১১ মাঘ, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫, ১৭ মাঘ, সংবৎ ২ মাঘ সুদি, ১ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৩, অঃ ৫।১৯। শুক্রবার, দ্বিতীয়া অপরাহ্ণ ৪।৯। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৮।৪। বরীয়ানযোগ রাত্রি ৬।৯। কৌলবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৩।১৪ গতে গরকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৮।৪ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৪।৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, অপরাহ্ণ ৪।৯ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৯।৭ গতে ১১।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৩৫ গতে ১০।১৩ মধ্যে। যাত্রা-নাই, অপরাহ্ণ ৪।৯ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৬।৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, শেষরাত্রি ৪।৪৭ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- সাধভক্ষণ নামকরণ দীক্ষা দেবগৃহারম্ভ দেবগৃহপ্রবেশ জলাশয়ারম্ভ জলাশয়প্রতিষ্ঠা দেবতাগঠন দেবতাপ্রতিষ্ঠা ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ ধান্যস্থাপন বীজসংগ্রহ ধান্যবৃদ্ধিদান ধানযনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৮।৪ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নিষ্ক্রমণ কর্ণবেধ নববস্ত্রপরিধান পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শিবপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৮।৪গতে বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ১। ৪৮ মধ্যে অন্নপ্রাশন বিদ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩৯ মধ্যে ও ৮।২৫ গতে ১০।৪২ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।৩০ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।১৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৩ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৪।২৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১২।২৫ মধ্যে ও ৪।২৭ গতে ৬।২২ মধ্যে।

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online tenders are being invited from reputed agencies for supplying (a) E-Rickshaw, Scotty & Bicycle and (b) Laboratory Instruments. For details please visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Registrar (Actg.)

DHUPGURI MUNICIPALITY
CORRIGENDUM
TIME EXTENSION

NIT. No.	Tender ID
18	2025_ MAD_803841_1

Bid submission End date-10/02/2025 at 5.00 P.M. instead of 28/01/2025 at 5.00 P.M.
Sd/-
Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

MAYNAGURI MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
The Chairman, Maynaguri Municipality invites e-tenders as per given NITs within Maynaguri Municipal area. The tender details as given below : WBMAD/e-Tender/78(2nd Call)/ of EO/MNM/JAL/2024-25 with Corrigendum **(Tender Id:** 2025_ MAD_808274_1) Bid Submission End Date :- 25.02.2025 05:00 p.m. Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Maynaguri Municipality

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯২৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯২৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আরআরএ লোকেশনের সাপ্লাই, ইরেকশন ও মোডিফিকেশন
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: টিআরডি/এলএমজি/১৭ অব ২০২৪-২৫, তারিখ: ২৮-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-৩এই ১ই -এমওডি-২১. কাজের নাম: লামডিং ডিভিশনের অধীনে আরডিএসও-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী আরআরএ লোকেশনের সাপ্লাই, ইরেকশন ও মোডিফিকেশন। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ২৩,৪৮,৯৫৭.৫০ টাকা; বায়নার অর্থ: ৪৭,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড ডিএস/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ABRIDGE e-N. I.T. NOTICE
e-N.I.T. Memo No. 155/ KCK-IIIPS SI No-01 to 5, Dated-30.01.2025, invited by the E.O Kaliachak-III P.S from Bonafide bidder. Last date of application on 06.02.2025 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/-
Executive Officer
Kaliachak-III P.S
Baishnabnagar, Malda.

তাৎক্ষণিক জলযোগান ব্যবস্থা পদ্ধতির স্থাপন
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২২-কিউডব্লিউএস-জেবিএন-২৪ তারিখ: ২৭-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: যোগবানীতে-তাৎক্ষণিক জলযোগান ব্যবস্থা পদ্ধতির স্থাপন (হাইড্রান্ট লাইনের মোট সংখ্যা-৩)। টেন্ডার রাশি: ২,১০,৯০,৬০১.৭৯/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৫৫,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ২৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা উত্তর দিনাজপুর পোস্টাল ডিভিশন কর্তৃক জানান হচ্ছে যে কালিয়াগঞ্জ উপ-ডাক ঘরের অধীনস্ত তরঙ্গপুর শাখা ডাক ঘরের পোষ্টমাস্টার (বর্তমানে নিলম্বিত), শ্রী গোপাল মহাত্মা-র বিরুদ্ধে সরকারি অর্থের অপব্যবহারের যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে একটি তদন্তকারী কমিটি গঠন করা হয়েছিল; উক্ত কমিটির শুনানিতে উপস্থিত থাকার জন্য একাধিকবার শ্রী মহাত্মা-র অফিস তথা বাড়ির ঠিকানায় চিঠি পাঠানো স্বত্বেও তার পক্ষ থেকে কোনোরূপ সারা না পাওয়ায় তদন্তকারী কমিটি একতরফা (Ex Parte) শুনানি পরিচালনা করতে বাধ্য হয়। উক্ত তদন্ত কমিটির তাদের দ্বারা উপস্থাপিত অন্তিম বিবরণীতে শ্রী গোপাল মহাত্মা-র বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত করে। এমতাবস্থায়, এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শ্রী গোপাল মহাত্মা-কে জানানো যাচ্ছে যে, উনি যদি আগামী ১০ দিনের মধ্যে এই বিজ্ঞপ্তির কোনরূপ লিখিত জবাব না দেন, তাহলে এটা ধরে নেওয়া হবে যে, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ব্যাপারে তার কোন কিছু বলার নেই এবং তদন্ত কমিটির শেষ বিবরণী-ই ডাক বিভাগ দ্বারা চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।
স্বাঃ
ডাক অধিকক্ষক
উত্তর দিনাজপুর পোস্টাল ডিভিশন
রায়গঞ্জ- ৭৩৩১৩৪

কর্মখালি
ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য কিছু গার্ড লাগবে, বেতন ১২,০০০+(pf,esi) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। M : 9775539686. (C/114802)

অ্যাফিডেভিট
আমি কমল চন্দ্র রায়, পিতা নরবত রায়, দক্ষিণ মৌয়ামারী, পোস্ট অফিস- দক্ষিণ মৌয়ামারী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা কমল রায় নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং 22622 তাং 3.12.24 কমল রায় ও কমল চন্দ্র রায় একই ব্যক্তি। (S/C)
•
আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং WB63 1999 0932422 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 10-01-25 সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা Pranaytosh Roy এবং Pranatosh Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - পুলক রায়, টাকাগছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/113181)

আজ রায়গঞ্জ
হোটেল- সূর্যলক্ষ্মী
সময়
দুপুর ২টো- রাত ৮টা
গ্রহের দোষ কাটিন
শ্রীদেবাচার্য্য
বুকিং: 9434317391/9163667741

CINEMA
সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DEVA
Action Thriler (H)
*ing : Shahid Kapoor, Pooja Hegde
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.

Now Showing at
BISWADEEP
DEVA
*ing : Shahid Kapoor, Pooja Hegde
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

(A.C) SILIGURI
DEVA
SHOW TIME 10.45 AM, 1.30 PM, 7.00 PM
সন্তান
SHOW TIME 4.15 PM

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের নাথনগর, ধুলিয়ান গঙ্গা, সবৌর, নিমতিতা, সুজনিপাড়া এবং একচারী রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্কিং-২০২৫-০২। নিলাম শুরু ঃ ১৩.০২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। ক্র. নং.; লট নং. এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপ। (১) পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২ এবং নাথনগর। (২) পার্কিং-এমএলডিটি-ডিজিএলই- এমএক্স-৬৪-২৪-১ এবং ধুলিয়ান গঙ্গা। (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিও- এমএক্স-৩৫-২৩-১ এবং সবৌর। (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই- এমএক্স-৫৪-২৩-১ এবং নিমতিতা। (৫) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১ এবং সুজনিপাড়া। (৬) পার্কিং-এমএলডিটি-ইকেসি-এমএক্স-৩৪-২৩-১ এবং একচারী। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-205/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন
জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পেট্রোল, ডিজেলের ড্রাম ফেটে বিপত্তি

আগুনে ভস্মীভূত বাড়ি

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৩০ জানুয়ারি : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরটারি গ্রামে। বিমল অধিকারী নামে এক ব্যক্তি নিজের বাড়িতে বেআইনিভাবে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনের মতো দাহ্য পদার্থ মজুত রেখে ব্যবসা করছিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁর গুদামে আগুন লাগে। পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনের ড্রাম ফেটে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এর জেরে তার গোটা বাড়ি ছাই হয়ে গিয়েছে। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আগুন নেভাতে দমকলকর্মীদের বেগ পেতে হয়। মাথাভাঙ্গা দমকলকেন্দ্রের ওসি নরেন রায়ের কথায়, 'পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনের আগুন নেভাতে ফোমের প্রয়োজন হয়। দমকলের ছোট গাড়িতে ফোম না থাকায় আগুন নেভাতে সমস্যা হয়েছে।' মাথাভাঙ্গার পাশাপাশি শীতলকুচি এবং নিশিগঞ্জ থেকে দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

বিমলের বাড়িতে অবৈধভাবে ড্রামে ড্রামে পেট্রোল, ডিজেল এবং কেরোসিন মজুত ছিল বলে অভিযোগ। প্রথমে তাঁর বাড়িতে আগুন লাগে এবং এরপর তাঁর ভাই শ্যামল অধিকারীর বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে শ্যামলের দোকান, শোয়ার ঘর এবং নগদ টাকা, সোনার গয়না, কাগজপত্র পুড়ে গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরটারি গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড।

অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা এবং বাড়িটিতে মজুত দাহ্য পদার্থের ড্রাম ফেটে আগুন ছড়িয়ে পড়া দেখে লতা বর্মন, চন্দন কার্জি, তপন কার্জির মতো স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত। আগুন তাঁদের বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় বাড়ির আসবাবপত্র সহ সমস্ত জিনিস মাঠে সরিয়ে নিয়ে সেখানে তাঁরা ঠায় বসে ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা নিখিল বর্মন এবং পাশের গ্রামের কানু দে জানান, ওই ব্যক্তি যে তেলের ব্যবসা করছিল এটা জানতাম। তবে প্রচুর পরিমাণ দাহ্য পদার্থ মজুত রেখে ওই ব্যবসায়ী এলাকাকে জতুগৃহ বানিয়ে ফেলেছিল তা আমাদের জানা ছিল না। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিভিন্ন জায়গা থেকে কম দামে তেল কিনে এনে বিমল তা বিক্রি করতেন। এদিকে, আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশও হাজির হয়। মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিমলের বাড়ির পেছনের মাঠে, ডোবায় এবং আরেকটি গুদাম থেকে প্রচুর পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনের ড্রাম বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসে। জনবহুল এলাকায় একটি বাড়িতে কীভাবে এত ডিজেল, পেট্রোল ও কেরোসিন অবৈধভাবে রাখা হয়েছিল কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দমকলের মাথাভাঙ্গার ওসি নরেন রায়ের কথায়, 'বিমলের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হবে।'

বেআইনি মজুত

- বিমল অধিকারী নামে এক ব্যক্তি নিজের বাড়িতে দাহ্য পদার্থ রেখে ব্যবসা করছিলেন
- বৃহস্পতিবার মাঝেরটারি গ্রামে তার গুদামে আগুন লাগে
- পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনের ড্রাম ফেটে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে
- তার গোটা বাড়ি ছাই হয়ে গিয়েছে

বাঁশঝাড়ে রক্তাক্ত দেহ

হলদিবাড়ি, ৩০ জানুয়ারি : বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জিরো পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকার বাঁশঝাড় থেকে মিলল এক বধূর রক্তাক্ত ঝুলন্ত দেহ। বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই বৃহস্পতিবার এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হলদিবাড়ি ব্লকের হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত এলাকায়। খবর পেয়ে প্রচুর মানুষ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার পাশে ভিড় জমান।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম জ্যোৎস্না রায় (৫০)। তিনি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী সর্দারপাড়া এলাকায় থাকতেন। স্থানীয়রা বলছেন, এদিন ওই প্রৌঢ়া কাজ করার জন্য কাঁটাতারের ওপারে থাকা জমিতে যান। বিকেলের দিকে জমিতে কাজ করতে যাওয়া অন্য কৃষকরা ঝুলন্ত অবস্থায় ওই প্রৌঢ়ার দেহ লক্ষ করেন। ৭৮৮ মেইন পিলারের ৭ নম্বর সাব-পিলার সংলগ্ন বাঁশঝাড় থেকে তাঁর দেহ ঝুলছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানের নজরে আনা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ১৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের সাগরমাতা বিওপির ইনস্পেকটর বিজয়কুমার ভাখর। তড়িঘড়ি হলদিবাড়ি থানার পুলিশও এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে।

দেহটি উদ্ধার করার পর সেখানে উপস্থিত বিএসএফের চিকিৎসক ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর দেহটি ১৭/এ নম্বর গেট দিয়ে এই প্রান্তে নিয়ে এসে অ্যাম্বুল্যান্সে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। শুক্রবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে পাঠানো হবে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নবিউল ইসলামের দাবি, ওই গৃহবধূ মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। সে কারণেই হয়তো তিনি এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন।

জমিতে কাজ করতে যাওয়া কৃষকরা জানান, সীমান্তের জিরো পয়েন্ট লাগোয়া বাঁশঝাড়ে গলায় নাইলনের দড়ি প্যাঁচানো অবস্থায় দেহটি ঝুলছিল। কিন্তু অদ্ভুতভাবে অত ওপরেও দেহটি রক্তাক্ত অবস্থায় ছিল। প্রৌঢ়ার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত ছিল। এতেই রহস্য দানা বাঁধছে। মারধর করে তাঁকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অনুমান কৃষকদের।

যদিও কৃষকদের দাবি নস্যাৎ করে পুলিশের দাবি, ফাঁস লাগার পর মানবদেহ ছটফট করে। সে সময় বাঁশঝাড়ের বিভিন্ন অংশে আঘাত লেগে এমন ক্ষত তৈরি হতেই পারে বলে তাদের প্রাথমিক অনুমান। ময়নাতদন্তের পর বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ভাঙচুর করা হয়েছে বাইক। নাককাটিগাছ এলাকায়।

প্রতিবাদী নেতার বাড়িতে হামলা অন্য গোষ্ঠীর

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৩০ জানুয়ারি : তৃণমূলের এক বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তোলায় বুধবার রাতে নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কিষান খেতমজদুর অঞ্চল সভাপতির বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূল নেতার অভিযোগ, আবাস প্রাপকদের কাছ থেকে কাটমানি তোলার প্রতিবাদ করায় দলের একাংশই তাঁর বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। হামলার ঘটনায় বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তৃণমূল নেতা মোস্তফা হোসেন।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ জমা পড়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলার ঘটনায় দলের একাংশকেই কাঠগড়ায় তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন তৃণমূলের কর্মীরা।

তৃণমূল নেতার অভিযোগ, রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আচমকা কয়েকজন দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢিল ছুড়তে শুরু করে। এরপর বাড়ির দরজা-জানলায় ভাঙচুর চালানো হয়। এমনকি কাচের বোতল ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। ভাঙচুরের শব্দ শুনে ওই নেতার বাড়ির সামনে আশপাশের লোকজন জড়ো হতেই পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। গোটা ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

তৃণমূলে কোন্দল

- এক বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তোলেন তৃণমূল কিষান খেতমজদুর অঞ্চল সভাপতি
- কিষান খেতমজদুর অঞ্চল সভাপতির বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ দলের একাংশের বিরুদ্ধে
- থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মোস্তফা

মোস্তফা বলেন, 'এক বুথ সভাপতি আবাসের ঘর প্রাপকদের কাছ থেকে কাটমানি তুলছেন। এই অন্যায়ের সুবিচার চেয়ে সেকথা ফেসবুকে পোস্ট করেছিলাম। সেই কারণেই এই হামলা।' মোস্তফা হোসেন বলেন, দুষ্কৃতীরা কারা তা চিনতে পারেননি। এই ঘটনার দলের একাংশকেই কাঠগড়ায় তুলে বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন নাককাটিগাছ অঞ্চলের তৃণমূলের যুব সহ সভাপতি হাফিজুল সিদ্দিক। তিনি লেখেন, 'এই রকম নোংরা রাজনীতিকে ধিক্কার জানাই। শুধু সময়ের অপেক্ষা, পদ আজ আছে কাল নাও থাকতে পারে, কিন্তু পদে থাকার সময় কর্মকাণ্ডগুলো কিন্তু সবার মনে থাকবে। তাই পদে থেকে ভুল কাজ করতে নেই।'

দলীয় নেতার বাড়িতে হামলার ঘটনা কাম্য নয় বলে দাবি করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের তুফানগঞ্জ-১ (খ) ব্লক সভাপতি প্রদীপ বসাক। তিনি বলেন, 'দলের কিছু লোক আছে যারা দলটাকে ভুল পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে। দলে কারও সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি থাকতেই পারে, তা আলোচনার মধ্যেই মেটানো সম্ভব। তাই বলে দলীয় নেতার বাড়িতে এভাবে হামলা চালানো, এটা কখনোই কাম্য নয়।'

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত বাইকচালক

বক্সিরহাট, ৩০ জানুয়ারি : ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের কাশিয়াবাড়ি বাজার এলাকায় বৃহস্পতিবার ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাইকের। দুর্ঘটনায় বাইকচালক মারা গিয়েছেন। মৃতের নাম মহেশ সরকার (৪০)। তিনি বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিঙ্গাপুর্ণী এলাকার বাসিন্দা।

মহেশ তুফানগঞ্জ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথেই কোচবিহারগামী একটি ট্রাকের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ হয়। রাস্তায় ছিটকে গিয়ে পড়েন মহেশ। দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাইকটি। স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অপরদিকে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটি জাতীয় সড়কে দাঁড় করিয়ে চম্পট দেন চালক। বক্সিরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাক ও দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি বাজেয়াপ্ত করে। ট্রাকচালকের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পরিষেবা থেকে বঞ্চিত সাবেক ছিটমহল

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৩০ জানুয়ারি : বানানো ঘর পড়ে রয়েছে, এদিকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু হয়নি প্রায় ৯ বছরেও। শীতলকুচি ব্লকের খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের নলগ্রাম ও ফলনাপুর সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা তাই অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা থেকে বঞ্চিতই রয়ে গিয়েছেন।

কাগজেকলমে সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা ভারতীয় নাগরিক হলেও এখনও সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত তাঁরা। এমনটাই অভিযোগ। স্থানীয়রা বলছেন, স্বাধীনতার পর এত বছর পেরিয়ে গেলেও স্রেফ কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগ নিয়ে জটিলতার জন্য শীতলকুচির ওই এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা চালু হয়নি। ফলে পুষ্টিকর খাবার সহ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এলাকার শিশু ও গর্ভবতী মহিলারা। এব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দা আলম মিয়াঁ অভিযোগ করে বলেন, 'ছিটমহল বিনিময়ের পর এলাকায় সরকারের তরফে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু এখনও অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবাই চালু হয়নি। আর পাশের এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গেলে এই এলাকার কারও

নাম নথিভুক্ত করা হয় না।'

ছিটমহল বিনিময়ের পরে খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে প্রশাসনের তরফে ৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য ঘর তৈরি করা হয়। ফলনাপুরে তিনটি, নলগ্রাম ছিটে তিনটি এবং মহিষমুড়িতে একটি ঘর তৈরি হলেও এখনও একটিও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করা যায়নি।

নলগ্রাম সাবেক ছিটে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরির জন্য জমি দান করেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'ছিটমহল বিনিময়ের পর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের জন্য আমার জমি দান করেছিলাম। কিন্তু তারপর দপ্তরের তরফে কোনও খোঁজ নেওয়া হয়নি।' তাঁর আরও সংযোজন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেন্দ্রগুলি চালু করতে হবে। এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে কর্মী এবং জমিদাতাদের পরিবার থেকে সহায়িকা নিয়োগ করতে হবে।'

এবিষয়ে শীতলকুচি প্রোজেক্টের সিডিপিও প্রীতম বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সাবেক ছিটমহলের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সমস্যা তাঁর নজরে রয়েছে। বাসিন্দাদের দাবিদাওয়া সহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে এখনও সেগুলি চালু করা সম্ভব হয়নি। তবে বাসিন্দাদের দাবি ওপরমহলে জানানো হয়েছে।

কুস্তিতে 'পাশ'

শামুকতলা, ৩০ জানুয়ারি : ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিংয়ের আন্তর্জাতিক স্তরের রেফারিংয়ের পরীক্ষায় পাশ করলেন উত্তর মজিদখানা গ্রামের নন্দন দেবনাথ। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এই পরীক্ষায় অনেকেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভারত থেকেও গিয়েছিলেন ৫ জন। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র নন্দন সফল হয়েছেন।

ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনের ট্রায়াল রান

দিনহাটা, ৩০ জানুয়ারি : এতদিন নিউ কোচবিহার থেকে বামনহাট স্টেশন পর্যন্ত ডিজেলচালিত ইঞ্জিন দিয়ে যাত্রী পরিষেবা দিত রেল। তবে রেলের গতি আনতে ও যাত্রী পরিষেবা উন্নত করতে ওই লাইনে ইলেক্ট্রিকের কাজ শুরু করে রেল দপ্তর। অর্থাৎ ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনের মাধ্যমে রেল চালানোর চিন্তাভাবনা শুরু করে। সেই মোতাবেক গত বছর মে মাস নাগাদ কাজ শুরু হয়।

এ বিষয়ে রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, 'ইলেক্ট্রিকের কাজ শেষ হয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে ওই লাইনে ৩১ মার্চ থেকে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন চালু করা যাবে। এজন্য জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে।'

রেল সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে সেই কাজ ১০০ শতাংশ শেষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার ওই লাইনে ইলেক্ট্রিক সংযোগ দেওয়া হয়। তাই এদিন একটি ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনের মাধ্যমে প্রথম ট্রায়াল রান শুরু করল রেল। এই ট্রায়াল চলবে ফ্রেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত।

রাহুল সাহা নামে এক নিত্যযাত্রী বলেন, 'ইলেক্ট্রিকে ইঞ্জিন চালু হলে রেলের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরপাল্লার ট্রেন চালানোর সম্ভাবনাও বাড়ল।'

বামনহাট রেল উন্নয়ন সমিতির সদস্য শুভঙ্কর ভাদুড়ি বলেন, 'এদিন নিউ কোচবিহার থেকে বামনহাট স্টেশন পর্যন্ত ইলেক্ট্রিক সংযোগ দেওয়া হয়। আশা করছি তাড়াতাড়ি ইলেক্ট্রিক রেল ইঞ্জিন পরিষেবা চালু হবে। এতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সময় কম লাগবে। এছাড়াও রেল পরিষেবা আরও উন্নত হবে।'

এতদিন বামনহাট স্টেশনে রেলের ডিজেলচালিত ইঞ্জিন ঘোরাতে গিয়ে মূল রাস্তায় বারবার রেলগেট পড়ত। এতে যানবাহন সহ সাধারণ মানুষের অসুবিধা হত। ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন চালু হলে সেদিক দিয়ে নিস্তার পাওয়া যাবে।

দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামীর কথায়, 'এতদিন কলকাতা যাওয়ার সময় নিউ কোচবিহারে গিয়ে ডিজেল ইঞ্জিন বদল করে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন লাগানো হত। এতে অনেক সময় ব্যয় হত। তবে এখন বামনহাট থেকে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন চালানো হলে সময় অনেকটাই বাঁচবে। পাশাপাশি রেলেরও সাশ্রয় হবে।'

থানায় 'মিল'

শামুকতলা, ৩০ জানুয়ারি : এ যেন থানা নয়, ম্যারেজ কাউন্সিলারের অফিস! দরজা দিয়ে ঢুকতেই ফিরল দম্পতির সুমতি। সংসারে রান্না করতে দেরি হলেই রাগারাগি করেন স্বামী। তাই তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করতে শামুকতলা থানার ওসিকে ফোন করেছিলেন এক বধূ। তিনি আর সংসার করবেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মতো দুজনকেই থানায় ডেকে নিয়ে আসা হয়। বৌয়ের হাত ধরে হাপুস নয়নে কেঁদে ভাসালেন স্বামী। চাইলেন ক্ষমাও। শেষমেশ বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ না জানিয়ে তাঁর হাত ধরেই বাড়ি ফিরলেন মহিলা।

শামুকতলা থানার নুরপুর গ্রামে থাকেন নকুল নমদাস এবং ফেলানি নমদাস নামের ওই দম্পতি।

গত কয়েকদিন ধরে রান্না করতে একটু দেরি হলেই স্ত্রীর ওপর খুব রাগারাগি করছিলেন স্বামী। তা সহ্য করতে না পেরেই থানার ওসি জগদীশ রায়কে ফোন করে বসেন বধূ। এরপর পুলিশ তাঁদের বাড়িতে গিয়ে মহিলাকে লিখিত অভিযোগ জানাতে বলে। ফেলানি নিজেই থানায় আসতে চান। সেইমতো ওসি ডাকতেই হুঁশ ফেরে নকুলের।

উন্নয়নে পর্যাপ্ত ফান্ড নেই

অভাব-অভিযোগ অনেক। কালভার্ট, রাস্তাঘাট, পরিস্রুত পানীয় জল না পেয়ে সমস্যায় বাসিন্দারা। সেসব সমস্যার সমাধান হবে কবে? উত্তরের খোঁজে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে কথা বললেন আমাদের প্রতিনিধি শ্রীবাস মণ্ডল

জনতার চার্জশিট

ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

নিপেন বিশ্বাস
প্রধান, ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : বহুদিন ধরে নেতাজিপাড়া ও কোনাপাড়ার মাঝে কুমলাই নদীর কালভার্ট ভেঙে রয়েছে। যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন দুই এলাকার মানুষ। কেন এতদিনেও সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করা হল না?

প্রধান : আমি ২০২৩ সালে প্রধান হয়েছি। সমস্যার কথা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আমাকে জানিয়েছেন। সমস্যার সমাধানের জন্য আলোচনা চলছে। বিষয়টি মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকেও জানানো হয়েছে। তড়িঘড়ি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

জনতা : বিভিন্ন এলাকায় রাস্তাঘাটের বেহাল দশা। বর্ষায় মানুষের ভোগান্তির সীমা থাকে না। এলাকার ভাঙা রাস্তা কবে সারাই হবে?

প্রধান : আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে অল্প কিছু ফান্ড আছে। এই ফান্ড দিয়ে সম্পূর্ণ রাস্তা ঠিক করা কোনওভাবে সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করায় রাস্তা সংস্কার করা যাচ্ছে না। তবুও কিছু গ্রাভেল রাস্তা ও সিসি রোড তৈরি করা হয়েছে। পথশ্রী প্রকল্পে পাঁচটি রাস্তার নাম দেওয়া আছে। আশা করছি তাড়াতাড়ি সেগুলোর কাজ শুরু হবে।

জনতা : পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায়। সমস্যা সমাধানে আপনি কী করেছেন?

প্রধান : পিএইচই বিভিন্ন এলাকায় জলের ট্যাংক বানাচ্ছে। অনেক এলাকায় মাটির নীচে পাইপ বসানো হয়েছে। কাজ শেষ হলেই পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে যাবে। এছাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বেশ কিছু এলাকায় পানীয় জলের রিজার্ভার তৈরি করা হয়েছে।

জনতা : কৃষিপ্রধান এলাকা। অথচ বিভিন্ন এলাকায় কৃষকরা এখনও সেচের জলের সমস্যায় ভুগছেন। কেন?

প্রধান : আগে সরকারের তরফে গভীর নলকূপ বা শ্যালো দেওয়া হত। সেগুলো এখন বন্ধ আছে। বিভিন্ন এলাকায় মাঠে সোলার পাম্প বসানো হয়েছে। নতুন করে বিভিন্ন এলাকায় সোলার পাম্প বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

জনতা : ক্ষেতি মুজাফফর সোশ্যাল ফরেস্টে তৈরি করা কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন প্রকল্প বন্ধ হয়ে আছে। বাড়ি বাড়ি থেকে সংগ্রহ হচ্ছে না বর্জ্য পদার্থ। প্রকল্প কি পুনরায় চালু হবে?

প্রধান : প্রকল্পটি চালুর পর বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। বিভিন্ন সমস্যার কারণে আপাতত তা বন্ধ রয়েছে। খুব শীঘ্রই আবার নতুন করে সেই কাজ শুরু হবে।

জনতা : ক্ষেতি ফুলবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক সময় ১০টি বেড সহ অন্তর্বিভাগ চালু ছিল। পরিষেবা মিলত ২৪ ঘণ্টা। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ সেই পরিষেবা। কেন?

প্রধান : স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্বিভাগ চালুর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ব্লক ও জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানানো হয়েছে।

একনজরে

ব্লক : মাথাভাঙ্গা -২
জনসংখ্যা : ২৬,৬০৩
(২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)
পঞ্চায়েত সদস্য : ২৪
মোট আয়তন : ১৪.৪২ বর্গকিমি

মাথাভাঙ্গার শসা ভিনরাজ্যে

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ৩০ জানুয়ারি : এ যেন শসার পাহাড়। বৃহস্পতিবার ঘোকসাডাঙ্গার সবজি হাটে গিয়ে দেখা গেল ঠিক এমনই ছবি। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত শসা কলকাতা, বিহার সহ ভিনরাজ্যে দেদার পাঠানো হচ্ছে। ঘোকসাডাঙ্গা ছাড়াও মাথাভাঙ্গার উনিশবিশা, রুইডাঙ্গা, লতাপাতা সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষকরা বিভিন্ন শীতকালীন ফসলের পাশাপাশি শসা চাষ করেছেন।

ঘোকসাডাঙ্গায় বৃহস্পতিবার ও রবিবার সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। এদিন ঘোকসাডাঙ্গার হাটে গিয়ে দেখা গেল, শসা প্যাকেটে মুড়ে ট্রাকে চাপিয়ে বিহার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেশ কয়েকজন শ্রমিক ওই বিপুল পরিমাণ শসা প্যাকেটবন্দি করছেন। হাটে আসা সুকুমার রায়, মলিন বর্মনদের মতো পাইকাররা নিশিগঞ্জ সহ বিভিন্ন হাট থেকে শসা, কাঁচা লংকা সহ নানা সবজি কিনে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করেন। এদিন তাঁরা ঘোকসাডাঙ্গা হাট থেকে প্রায় ১৫ টন শসা বিহার পাঠানোর উদ্দেশ্যে ১৮ থেকে ২০ টাকা কেজি দরে পাইকারি দামে কিনেছেন। সুকুমার বলেন, 'এই মরশুমে ঘোকসাডাঙ্গা হাট থেকে প্রায় ছ'বার শসা কিনলাম। সবে মরশুম শুরু হল।' ধীরে ধীরে ঘোকসাডাঙ্গার বাজারে শসা বিক্রির পরিমাণ ৪০ থেকে ৫০ টন হবে বলে আশাবাদী ব্যবসায়ী ও কৃষকরা।

উচ্ছ্বসিত কৃষক মহল

বহুদিন ধরেই এখানকার শাকসবজি, ধান, পাট বাইরের পাইকাররা কিনে নিয়ে যান। ভুটান থেকেও অনেকেই আসতেন। তবে এখন বাইরের পাইকাররা কম আসছেন।

-মানিকচন্দ্র দে *প্রাক্তন সম্পাদক, ঘোকসাডাঙ্গা ব্যবসায়ী সমিতি*

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা মলয়কুমার মণ্ডলের কথায়, 'উনিশবিশা, ঘোকসাডাঙ্গা, নিশিগঞ্জ সহ ব্লকের বেশ কিছু স্থানে শসা চাষ হচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে এবছর শসা চাষ হয়েছে।' হাটে শসা বিক্রি করতে আসা উনিশবিশার উপেন বর্মন জানালেন, এদিন তাঁরা ১৮ থেকে ১৯ টাকা কেজি দরে শসা বিক্রি করেছেন। একই কথা ঘোকসাডাঙ্গা এলাকার নিতাই সরকাররাও। ঘোকসাডাঙ্গা ব্যবসায়ী সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক মানিকচন্দ্র দে বলেন, 'বহুদিন ধরেই এখানকার শাকসবজি, ধান, পাট বাইরের পাইকাররা কিনে নিয়ে যান। ভুটান থেকেও অনেকেই আসতেন। তবে এখন বাইরের পাইকাররা কম আসছেন।' এছাড়া এলাকায় উৎপাদিত শসা ফালাকাটার কৃষক বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হয়। সেখান থেকেও আবার তা ভিনরাজ্যে যায়।

এভাবেই আবর্জনা জমে রয়েছে দমদমা ঝিলের চারপাশে। -সংবাদচিত্র

পরিযায়ী পাখিরা ভুলেছে দমদমার পথ

রাজেশ দাশ

গোপালপুর, ৩০ জানুয়ারি : পরিযায়ী পাখিদের দেখা না মেলায় নিজের আকর্ষণ হারিয়েছে দমদমা ঝিল। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গলাকাটা এলাকায় বাম আমলে গড়ে ওঠে এই ঝিল। ঝিলকে কেন্দ্র করে একসময় উৎসাহ ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। শীত পড়তেই পরিযায়ী পাখিদের দেখা মিলত এখানে। বহু পর্যটক দূরদূরান্ত থেকে এখানে আসতেন। এই ঝিলকে কেন্দ্র করে একসময় পিকনিক স্পট তৈরির ভাবনাও ছিল প্রশাসনের। যদিও পরবর্তীতে কোনও অজ্ঞাত কারণে সেই পরিকল্পনা আর বাস্তবায়িত হয়নি। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রায় ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয় ঝিলের উন্নয়নে। সেই টাকা দিয়ে সীমানা প্রাচীর তৈরি এবং আরও সামান্য কিছু কাজ করা হলেও বর্তমানে সমস্তটাই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা জানান, অতীতে ঝিলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র ও জলের গুণগতমান ঠিক ছিল। পরিযায়ী পাখিদের দেখা মিলত। তবে বর্তমানে বাণিজ্যিক হারে মাছ চাষের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তার জেরে পরিবেশ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। আর একারণেই পরিযায়ী পাখিরা আর এই জলাশয় আসছে না বলে তাঁদের অনুমান। গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট কনজারভেটিভ

দমদমা ঝিল।

অর্গানাইজেশন (জিকো)-এর সাধারণ সম্পাদক তাপস বর্মনের কথায়, 'এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। প্রশাসনের উচিত ছিল পরিবেশকে গুরুত্ব দেওয়া। তবে যেখানে পরিবেশের প্রশ্ন এবং অপরদিকে অবৈধ রোজগারের জায়গা তৈরি হয় সেখানে বরাবরই পরিবেশ অবহেলিত হয়।' তাঁরা বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতিকে লিখিত আকারে জানাবেন এবং বন দপ্তরের সঙ্গেও এ বিষয়ে কথা বলবেন বলে জানান।

স্থানীয় বাসিন্দা রহিদুল মিয়াঁর আক্ষেপ, 'পরিযায়ী পাখি দেখতে আগে প্রচুর মানুষ এখানে ভিড় জমাত। বোটিংয়ের ব্যবস্থাও ছিল। তবে দেখভালের অভাবে আজ সবই অতীত। এখন কেউ আসে না।' আরেক গ্রামবাসী রাকিব হোসেন জানান, তাঁরা সকলেই চান প্রশাসন এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখুক। পুনরায় দমদমা ঝিল সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। তাহলে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এখানে ঘুরতে আসবেন। অর্থনৈতিক দিক থেকেও লাভবান হবেন এলাকার মানুষ।

এই বিষয়ে মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মহেন্দ্র বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'জমিজটের কারণে পিকনিক স্পট তৈরি করা সম্ভব হয়নি। জেলা মৎস্য দপ্তরের অধীনে এখানে মাছ চাষ করা হয়।' অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণীসম্পদ ও মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ কেশব বর্মন জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনবেন।

টুকরো খবর

প্রশিক্ষণ শুরু

দিনহাটা, ৩০ জানুয়ারি : দিনহাটা-২ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তার দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ও টিআরএফএ স্কিমের আওতায় দু'দিনের কৃষি প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা হল বৃহস্পতিবার। এদিন সংশ্লিষ্ট ব্লকের বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাতাসুরকুঠিতে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ডিডিএ (প্রশাসন) অসিতবরণ মণ্ডল, এডিএ (বিষয়বস্তু) ডঃ উৎপল মণ্ডল, দিনহাটা-২ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা শুভাশিস চক্রবর্তী সহ স্থানীয় শতাধিক চাষি উপস্থিত ছিলেন। এদিনের শিবিরে মাশরুম চাষ ও বাজারজাতকরণ, হাইব্রিড সর্ষে চাষ ও পরিকল্পনা নিয়ে বিশদ আলোচনার পাশাপাশি দপ্তরের বিভিন্ন কল্যাণকর পদক্ষেপগুলি নিয়েও বিশদ আলোচনা করেন বিশেষজ্ঞরা। প্রশিক্ষণ চলবে শুক্রবার পর্যন্ত।

কাজের সূচনা

শীতলকুচি, ৩০ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার গোঁসাইরহাট জুনিয়ার বেসিক স্কুলের মাঠে পানীয় জলের ট্যাংকের কাজের সূচনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ। উপস্থিত ছিলেন শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন, জেলা পরিষদের সদস্যা শেফালি বর্মন প্রমুখ। কোচবিহার জেলা পরিষদের আর্থিক তহবিল থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পানীয় জলের ট্যাংকটি নির্মাণ হবে।

উরস মুবারক

ভোটবাড়ি, ৩০ জানুয়ারি : ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালারবাড়ি-পানবেচাটারি এলাকার নতুন মসজিদ অঞ্চলে দু'দিনের উরস মুবারক অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবার শুরু হল। দিনভর গজল, কোরান পাঠ সহ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় বিভিন্ন জায়গার উলেমারা বক্তব্য রাখেন বলে জানান আয়োজক কমিটির সম্পাদক কাশেম আলি।

উদযাপন

পুণ্ড্রিবাড়ি, ৩০ জানুয়ারি : জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কোচবিহার-২ ব্লকের চকচকা এলাকায় অবস্থিত কুষ্ঠ হাসপাতালে জাতীয় কুষ্ঠ নিবারণ দিবস উদযাপন করা হল। সেখানে কুষ্ঠরোগীদের দিনটির তাৎপর্য বোঝানোর পাশাপাশি এদিন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির প্রয়াণ দিবস থাকায় সেই সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়।

অগ্নিকাণ্ড

দিনহাটা, ৩০ জানুয়ারি : বুধবার রাত ১০টা নাগাদ দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের খোঁচাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা দোলোয়ার হোসেনের বাড়ির খড়ের গাদায় আগুন লাগে। স্থানীয়রা এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি। খবর পেয়ে দিনহাটা দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে।

অভিযান

নিশিগঞ্জ, ৩০ জানুয়ারি : নিশিগঞ্জ সংলগ্ন মানসাই নদী বিচ্ছিন্ন পূর্ব ভোগডাবরি গ্রামে অবৈধ ১১ বিঘার গাঁজাখেত পুড়িয়ে নষ্ট করে দিল পুলিশ। এদিন শীতলকুচি থানার পুলিশ সকাল থেকে ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের নদী বিচ্ছিন্ন পূর্ব ভোগডাবরি গ্রামে গাঁজাখেতে অভিযান চালায়। ১১ বিঘা জমির গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

গাবুয়া গ্রামে গিরিধারী নদীর উপর নড়বড়ে সেতু। - সংবাদচিত্র

গিরিধারী নদীর উপর দুর্ঘটনার আশঙ্কা

পিলারে মরচে ধরেছে বিজয়বৈদ্য সেতুতে

মনোজ বর্মন

সিতাই, ৩০ জানুয়ারি : দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়েই সেতু পারাপার বাসিন্দাদের। সিতাই ব্লকের গাবুয়া গ্রামে গিরিধারী নদীর উপর লোহার সেতুটির বেহাল দশা। সেই সেতুকে অনেকেই বিজয়বৈদ্য সেতু নামে চেনেন। লোহার পিলার পুরোনো হওয়ায় মরচে ধরে ক্ষয়ে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে সেতুটি। যে কোনও যানবাহন উঠলেই কেঁপে ওঠে। তাই সেতুটি সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সিতাইয়ের বিধায়ক সংগীতা রায় বসুনিয়া জানিয়েছেন, বিষয়টি তাঁর নজরে রয়েছে। তিনি নিজে গিয়ে বিষয়টি প্রাথমিকভাবে খতিয়ে দেখবেন। সেইসঙ্গে সেতুর উপর ভারী যানবাহন ওঠা বন্ধ করতে সতর্কতামূলক বোর্ড লাগানোর নির্দেশও দেবেন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে।

প্রায় ২২ বছর আগে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে যানবাহন উঠলেই দুলে ওঠে গোটা সেতু। ভারী যানবাহন সেতুতে উঠলে যে কোনও মুহূর্তে সেটি ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তা সত্ত্বেও দিব্যি সেই সেতু দিয়ে একের পর এক গাড়ি চলাচল করে।

স্কুল পড়ুয়া রেখা বর্মনের কথায়, 'সেতুটি পার হওয়ার সময় অন্য কোনও যানবাহন সেতুতে উঠলে সেতুটি দুলে ওঠে। সেইজন্য সবসময়ই ওই সেতুর ওপর দিয়ে ভয়ে ভয়ে যাতায়াত করতে হয়।'

শুধু সেতুই নয়। সেতুতে ওঠার অ্যাপ্রোচ রোডটিরও বেহাল দশা। এদিকে, এলাকায় সেতুটির গুরুত্ব কম নয়। কালীরহাট, গাবুয়া, তামাগুড়ির মতো এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা সিতাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন এই সেতুর মাধ্যমে। খেতে উৎপন্ন ফসল চাষিরা সিতাই বাজারে নিয়ে যান এই সেতুর ওপর দিয়েই। স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারাও এই সেতুর ওপর নির্ভরশীল। সেতুটি ভেঙে পড়লে বাসিন্দাদের প্রায় দশ কিলোমিটার ঘুরপথে সিতাই বাজারে যেতে হবে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবে সিতাই ব্লক হাসপাতাল, বিডিও অফিস এমনকি থানার সঙ্গেও। অনেকবার দুর্বল সেতুর সমস্যার কথা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের নজরে আনা হলেও লাভ হয়নি।

মরচে ধরে ক্ষয় হয়েছে সেতুর পিলার। - সংবাদচিত্র

অভিযোগ বাসিন্দাদের।

স্থানীয় বাসিন্দা মহেশ বর্মনের ক্ষোভ, 'ভোট এলেই শুধু সেতু সংস্কারের প্রতিশ্রুতি মেলে। আসলে কাজের কাজ কিছুই হয় না। দ্রুত সেতু সংস্কারের ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।' সাধারণের সুবিধার জন্য দ্রুত নতুন সেতুর দাবি জানিয়েছেন বিজেপির জেলা কমিটির সম্পাদক দীপককুমার রায়ও।

তদন্তে ফরেন্সিক প্রতিনিধিদল

পুণ্ড্রিবাড়ি, ৩০ জানুয়ারি : বধূর গলা কাটা দেহ উদ্ধারের ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করলেন ফরেন্সিক বিভাগের প্রতিনিধিদল। গত ২৭ জানুয়ারি ভোরবেলা পুণ্ড্রিবাড়ি থানার চকচকা এলাকায় একটি ভাড়াবাড়ি থেকে অর্পিতা সিংহ (২০) নামে এক বধূর গলা কাটা দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই অর্জুন রায় (২২) নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। সেই সঙ্গে খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত একটি ধারালো অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার পুণ্ড্রিবাড়ি থানার পুলিশের উপস্থিতিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি বিভাগের সিনিয়ার বিশেষজ্ঞ ডাঃ দীপক রায়ের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। এদিন ওই ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। এছাড়াও ওই বাড়ি থেকে মহিলার বেশ কিছু কাপড় সংগ্রহ করেন তাঁরা। যদিও এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি ফরেন্সিক প্রতিনিধিদলের কেউই।

ওই বধূর খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্ত তরুণের পরিবারও ওই একই বাড়িতে ভাড়া থাকে। অভিযুক্তের মা, বাবা এবং ভাই সহ মোট চারজন দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর ধরে ওই বাড়িতেই ভাড়া রয়েছেন। এই

চকচকায় বধূ হত্যাকাণ্ড

বিষয়ে বাড়িটির মালিক হীরামনচন্দ্র দাস জানান, আজকে ফরেন্সিক বিভাগের লোকেরা এসে বাড়ি থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র প্যাকেট করে নিয়ে গিয়েছেন। তবে এই ছেলে যে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি ওই বাড়ির মালিক। তিনি বলেন, 'ওই বধূর সঙ্গে যে অর্জুনের এই সম্পর্ক রয়েছে আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। ঘটনাটি আমরা এখনও কেউ বিশ্বাস করতে পারছি না।'

ছোট্ট তারা

হার্ষা মালাকার নিশিগঞ্জ সারদা শিশু তীর্থের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। পড়াশোনার পাশাপাশি খুদে নৃত্যশিল্পী হিসেবে নজর কেড়েছে। ছবি আঁকাতেও রয়েছে বিশেষ আগ্রহ।

মৃত এক

ঘোকসাডাঙ্গা, ৩০ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার ঘোকসাডাঙ্গা রেলস্টেশন সংলগ্ন রেললাইন পার হতে গিয়ে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম আসিদুল মিয়াঁ (৩৪)। বাড়ি ঘোকসাডাঙ্গা এলাকায়। রেল পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

উদ্যোগ

দিনহাটা, ৩০ জানুয়ারি : পথ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাটে পড়ুয়াদের নিয়ে মিছিল ও বামনহাট হাইস্কুলে সচেতনতামূলক শিবির করল সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। স্থানীয় ওসি অজিতকুমার শাহ, ট্রাফিক ওসি তরণীকান্ত সিংহ ছাড়াও পুলিশকর্মী ও বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেপ্তার এক

পারডুবি, ৩০ জানুয়ারি : বুধবার রাতে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের হিন্দুস্তান মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে মদ সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধভাবে মদ মজুত ও বিক্রির দায়ে বরুণ মণ্ডল নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে ২০ বোতল দেশি মদ উদ্ধার হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

আর একসঙ্গে মাছ ধরেন না দুই বাংলার বাসিন্দারা

আমাদের ছোট নদী

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৩০ জানুয়ারি : যৌবন হারিয়েছে রত্নাই নদী। সারাবছর ধরে খুব একটা জল আর থাকে না। যদিও বর্ষায় তার আলাদা চেহারা হয়। নদীর বুকে মাটি জমতে জমতে নাব্যতাও কমে গিয়েছে। তার মধ্যে সেখানে চাষাবাদও চলে দেদার। আর চাষে ব্যবহৃত কীটনাশকের প্রভাবে হারিয়ে গিয়েছে মাছ। যদিও স্থানীয়রা বলছেন, একসময় শোল, বোয়াল, শিঙি, মাগুর মাছ সহ নানান প্রজাতির মাছ ছিল নদীতে। বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতে ঢোকার মুহূর্তে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে এই নদীর একটি অংশে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। সেই অংশে একসঙ্গেই মাছ ধরতেন দুই বাংলার মানুষ। তবে সে দিন আর নেই। এখন মাছ বিনা রত্নাই যেন মণিহারা ফণী।

কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ব্লকের রত্নাই নদী একটি গুরত্বপূর্ণ ও অতি পরিচিত নদী। বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে শীতলকুচি ব্লকের পুটিয়া বারোমাসিয়া গ্রামে ঢুকেছে নদীটি। সেখান থেকে এঁকেবেঁকে সিতাই ব্লকে ঢুকে গিরিধারী নদীতে গিয়ে মিশেছে। নদীটি শীতলকুচি ও সিতাই ব্লককে দুই ভাগে ভাগ করেছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৮ কিলোমিটার। বর্ষায় জলে ভরপুর থাকে এই নদী। চৈত্র-বৈশাখে হাঁটুজলে পারাপার করতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের।

রত্নাই নদীর পাড়ের বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব মজরুল হকের কথায়, 'ছোটবেলায় রত্নাই নদীর ভরা যৌবন দেখেছি। দুই বাংলার বাসিন্দারা একসঙ্গে মিলেমিশে মাছ ধরতাম। সীমান্তে কড়া পাহারা হওয়ায় এখন আর একসঙ্গে মাছ ধরা হয় না।' তিনি অবশ্য নদী রক্ষায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা দায়িত্ব নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে নদী নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলুক। নদী বাঁচলে চাষের জমির জল পাওয়া যাবে নদী থেকে। আর নদীর নাব্যতা বজায় থাকলে বর্ষার জল দ্রুত নেমে যাবে। এলাকার বন্যা কম হবে।'

স্থানীয়দের কথায়, রত্নাই নদীতে সারাবছর জল থাকায় স্থানীয়রা কৃষিকাজে এই নদীর জলসেচের কাজে ব্যবহার করেন। আগে অনেকে এই নদী থেকে মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করতেন। এখন সেই মৎস্যজীবীরা সংখ্যায় কমে গিয়েছেন। নদীর বুকে মাটি জমতে জমতে নদীর দুই ধার উঁচু হয়ে গিয়েছে। সেই উঁচু জায়গায় ধান, আলু সহ বিভিন্ন সবজির চাষ করেন চাষিরা। এর ফলে নদীটির গতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। শুখা মরশুমে জল না থাকলেও, বর্ষায় এই রত্নাই ভয়াল রূপ ধারণ করে। রত্নাই যদি আগের মতো চওড়া ও গভীর থাকত, তাহলে কিন্তু বর্ষায় ভয়ংকর রূপ ধারণ করত না বলে মনে করছেন বাসিন্দারা।

বারোমাসিয়া গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা তালেপ মিয়াঁর বক্তব্য, 'আগে নদীর পাড়ের বাসিন্দাদের বাজার থেকে মাছ কিনতে হত না। এখন বর্ষা ছাড়া সেরকম মাছ থাকে না নদীতে। সরকার একটু এদিকে দেখুক।'

রত্নাই বৃত্তান্ত

দৈর্ঘ্য : প্রায় ৮ কিলোমিটার
উৎপত্তি : বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে শীতলকুচি ব্লকের পুটিয়া বারোমাসিয়া গ্রামে ঢুকেছে নদীটি
মিশেছে : সিতাই ব্লকের গিরিধারী নদীতে

রত্নাই নদীতে চাষাবাদ করছেন বাসিন্দারা। - সংবাদচিত্র

ছোটবেলায় রত্নাই নদীর ভরা যৌবন দেখেছি। দুই বাংলার বাসিন্দারা একই দিনে মিলেমিশে মাছ ধরতাম। সীমান্তে কড়া পাহারা হওয়ায় এখন আর একসঙ্গে মাছ ধরা হয় না।

-মজরুল হক স্থানীয় বাসিন্দা

হৃদরোগে আক্রান্ত পার্থ

বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। গত কয়েকদিন ধরে তিনি অসুস্থ হয়ে দক্ষিণ কলকাতার ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

শরীরচর্চার পরামর্শ

পুলিশকর্মীদের নিয়মিত শরীরচর্চা করার পরামর্শ দিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হয়ে তিনি এই কথা বলেন।

ধৃত ডেপুটি ম্যানেজার

সই জাল করে এক গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৭ লক্ষ টাকা গায়েব করার অভিযোগ উঠেছে যাদবপুরের এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অভিভাবকত্বের মামলা

বিবাহবিচ্ছেদ ও দাম্পত্য কলহের আইনি জটিলতায় সন্তানের অভিভাবকত্ব কার, তাই নিয়ে সংক্রান্ত খসড়া নির্দেশিকা বিবেচনার জন্য বিচারপতি সৌমেন সেনের কাছে মামলাটি পাঠালেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।

সীমান্তে গাছ না লাগাতে পরামর্শ

দুষ্কৃতীদের লুকিয়ে থাকা ঠেকাতে জেলা শাসকদের বার্তা সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশের ঘটনা এখনও সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়নি। অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে বিএসএফের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছে জেলা প্রশাসন। এবার সীমান্ত এলাকায় কুয়াশা ও রাতের অন্ধকারকে সঙ্গী করে ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে জেলা শাসকদের সীমান্ত এলাকায় চাষবাসের নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার প্রস্তাব দিয়ে চিঠি দিয়েছেন বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি মণীন্দর সিং পাওয়ার। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসকদের বৃহস্পতিবার তিনি এই চিঠি পাঠান। ওই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, কৃষকরা যাতে বড় সবজি বা ফলের গাছ সীমান্ত এলাকায় না লাগান, তা নিয়ে কৃষকদের সচেতন করতে উদ্যোগ নিক প্রশাসন। কারণ, সীমান্তে থাকা বড় বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকছে অনুপ্রবেশকারীরা। রাতের অন্ধকারে সীমান্তে দায়িত্বে থাকা জওয়ানদের পক্ষে ওই অনুপ্রবেশকারীদের দেখা সবসময় সম্ভব হচ্ছে না। সীমান্ত এলাকায় ছোট ছোট গাছ লাগানো হলে অনুপ্রবেশকারীরা লুকোনোর সুযোগ পাবে না বলেও মনে করছেন বিএসএফের কর্তারা।

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকেই সেই দেশে অরাজকতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। একাধিকবার সীমান্ত এলাকায় বেড়া ভাঙার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া দিতে গেলে তাদের বাধাও দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে বিজিবির সঙ্গে বৈঠকও করেছেন বিএসএফ কর্তারা। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। এখনও সীমান্ত দিয়ে নিয়মিত অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলছে।

> **কর্তাদের যুক্তি**
> - সীমান্তে থাকা বড় বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকছে অনুপ্রবেশকারীরা
> - জওয়ানদের পক্ষে ওই অনুপ্রবেশকারীদের দেখা সবসময় সম্ভব হচ্ছে না
> - সীমান্তে ছোট গাছ লাগানো হলে অনুপ্রবেশকারীরা লুকোনোর সুযোগ পাবে না

বেআইনিভাবে পাচারের ঘটনাও ঘটছে। বিএসএফ কর্তারা মনে করছেন, সীমান্ত এলাকা দিয়ে বড় ধরনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাজ্যে বড় ধরনের নাশকতার ছক রয়েছে বাংলাদেশি জঙ্গি গোষ্ঠীর। ইতিমধ্যেই আনসারুল্লা বাংলা টিম বা এবিটির কয়েকজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে অসম পুলিশের এসটিএফ। এই রাজ্য দিয়ে অনুপ্রবেশ করে গোটা দেশে তারা ছড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও নিয়েছে।

বিএসএফ সূত্রে খবর, সীমান্ত এলাকায় এখনও 'ওপস অ্যালার্ট' জারি রয়েছে। রাতের অন্ধকারে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ফ্লাড লাইট ও নাইট ভিশন ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বাহিনীও বাড়ানো হয়েছে। তবুও রাতের অন্ধকার ও শীতের সময় ঘন কুয়াশাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা এরাজ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে। তাই বিএসএফের পক্ষ থেকে সীমান্ত এলাকায় বড় সবজি বা ফল গাছ না লাগানোর জন্য কৃষকদের সচেতন করতে জেলা শাসকদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। মালদা ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এলাকায় অনেক বড় বড় আম গাছ রয়েছে। ওই গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকছে দুষ্কৃতীরা। তবে এখন যে বড় গাছগুলি রয়েছে, সেগুলি কেটে ফেলা হবে কি না তা নিয়ে অবশ্য বিএসএফ কর্তারা এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। বিএসএফের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি বুঝে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দিঘা স্টেশনের অনতিদূরে গড়ে ওঠা জগন্নাথ মন্দির।

জগন্নাথ মন্দির ঘিরে আশা দেখছে দিঘা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : সৈকতনগরী দিঘার অর্থনীতি অচিরেই বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন ব্যবসায়ী থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরীর মন্দিরের আদলে নতুন যে মন্দির তৈরি হচ্ছে এখানে, সেটি উদ্বোধনের পর পর্যটকদের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে বলে আশা সকলের। ফলে দিঘার ভিড় আরও বাড়বে। বাড়বে ব্যবসাও।

দিঘা স্টেশনের অনতিদূরে বিশাল জায়গায় গড়ে উঠছে নতুন এই জগন্নাথ মন্দির। দ্রুত মন্দিরের নির্মাণ শেষ করার কাজ চলছে এখন। ভিতরে ঢোকার উপায় নেই। মন্দিরে ঢোকার মূল গেটটিও অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। মূল মন্দিরের পাশে আরও পাঁচটি মন্দির আছে। স্থাপত্যশৈলীতে সেই মন্দিরগুলিও অসাধারণ সুন্দর। এই মন্দির ঘিরেই দিঘার বাসিন্দা থেকে ব্যবসায়ীরা এখন স্বপ্ন দেখছেন।

মন্দির উদ্বোধন হয়ে গেলে পর্যটকদের সংখ্যা যে বাড়বে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দুর্গাপুরের ৫৪ ফুট থেকে আসা হেমন্ত দাস, রাজা পানরা দিঘায় চার বন্ধু মিলে এসেছেন। বহুদিন পর দিঘায় এসে রীতিমতো চমকে গিয়েছেন। এরই মধ্যে দিঘা বদলে গিয়েছে, আরও আধুনিক, ঝকঝকে হয়েছে। মন্দির উদ্বোধন হলে ফের তাঁরা আসবেন মন্দির দর্শনে। তাঁদের সাফ কথা, পুরীর মন্দিরের টান আলাদা। তাঁদের বক্তব্য, এই মন্দির হবে একান্তই আমাদের। এজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদও দেন তাঁরা।

তবে শুধু হিন্দুরা নন, মুসলিমরাও এই মন্দির দেখতে এরই মধ্যে দিঘায় আসতে শুরু করেছেন। যেমন, বীরভূমের সাঁইথিয়া থেকে হেরুক্কা থেকে এসেছেন শরিফ শেখ ও হামিদ শেখ। রেলিংয়ের ফাঁক থেকে মন্দির দেখে এরই মধ্যে মুগ্ধ তাঁরা। এলাকা থেকে গাড়ি করে ১০০ জন এসেছেন তাঁরা। এঁদের অনেকেই প্রথমবার দিঘায় এসেছেন। সমুদ্রের পাশাপাশি এই মন্দিরও দিঘার আকর্ষণের চুম্বক হবে বলে মন্তব্য তাঁদের।

নিউ দিঘা সমুদ্রতীরে হার, চুড়ি ইত্যাদি বিক্রি করেন স্থানীয় মিরজাপুর গ্রামের শেখ কামান রাউল। ২৫ ডিসেম্বর, ২৬ জানুয়ারিতে অন্যান্য বারের তুলনায় এবছর ভিড় অনেকটাই কম রয়েছে। ফলে বিকিকিনি তেমন হয়নি। তাঁর আশা, মন্দির উদ্বোধন হয়ে গেলে পর্যটকদের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে। একই কথা বলেন স্থানীয় টোটোচালক সুধীর জানা। তাঁর মতে, দিঘার অর্থনীতি অনেকটাই বদলে যাবে। গ্রামের যে সমস্ত মানুষ এখানে গুমটি দোকান করেছেন, টোটো চালান বা হোটেলে কাজ করেন, তাঁদের সকলেরই রোজগারের আরও পথ খুলে যাবে। ইতিমধ্যেই দিঘা বেমালুম বদলে গিয়েছে। সমুদ্রতীরের সেই বালিয়াড়ি, ঝাউবন অনেকটাই নেই। পরিবর্তে রয়েছে বিশাল বিশাল হোটেল, রেস্তোরাঁ। রাস্তাঘাটও ঝকঝকে-তকতকে।

সমুদ্রতীর বরাবর রাস্তা আর আগের মতো বালিপূর্ণ নয়। এখন এই রাস্তা টাইলস দিয়ে বাঁধানো। পাশেই নিউ দিঘা থেকে ওল্ড দিঘা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বাজার। প্রায় চার হাজার ছোট-বড় দোকান ও স্টল রয়েছে সেখানে। অনেকটা পুরীর মতোই মিলছে ভাজা মাছ। পছন্দসই দামে মাছ কিনে খাওয়ার সুযোগ। আছে বিভিন্ন ঘর সাজানোর সামগ্রীর দোকানও। এই সমস্ত দোকানদারেরও আশা, মন্দির উদ্বোধন হয়ে গেলে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে।

বিধায়কদের বৈঠকে ডাক

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। ১২ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় বাজেট পেশ করবেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অধিবেশন শুরুর দিন অর্থাৎ ১০ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটি শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। এবারের বাজেট অধিবেশনে বিধায়কদের ভূমিকা কী হবে তা ওই বৈঠক থেকেই দিকনির্দেশ করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভার নৌশদ আলি কক্ষে ওই বৈঠক হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর আগে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনেও বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দল যে তাঁর নির্দেশেই চলবে তা সেদিনই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। এই বৈঠকেও দলের সমস্ত বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জওয়ানদের পুলিশ পদক

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : কর্মজীবনে নিষ্ঠা ও বীরত্বের সঙ্গে কাজ করার জন্য বৃহস্পতিবার বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ৩৩ জন জওয়ানকে পুলিশ পদক দেওয়া হল। তাঁদের মধ্যে ২০ জন কর্মরত ও ১৩ জন অবসরপ্রাপ্ত। এদিন নিউটাউনের আইআইটি খড়্গপুর রিসার্চ পার্কে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল রবি গান্ধি, দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি মণীন্দর সিং পাওয়ার প্রমুখ। রাজ্যপাল বলেন, 'এই মুহূর্তে বিএসএফের কৌশলগত দক্ষতা, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণের যে ছাপ রয়েছে, তা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। দেশ-বিরোধী হুমকিকে প্রতিহত করতে বিএসএফের ভূমিকা অনস্বীকার্য।'

থানাকে কড়া বার্তা কোর্টের

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : রাজ্যের সমস্ত থানাকে কড়া বার্তা দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। বন্দিমৃত্যু সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে থানাগুলিতে সিসিটিভির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য রাজ্য পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি। তিনি নির্দেশ দেন, নির্দিষ্ট সময় অন্তর সমস্ত থানা থেকে ডিজির কাছে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। সিসিটিভি রেকর্ডিং ও স্টোরেজ ডিভাইসগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। এর অন্যথা হলে সংশ্লিষ্ট থানার ইনচার্জের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। বারুইপুর সংশোধনাগারে বিচারাধীন চার বন্দির মৃত্যুর ঘটনায় সিআইডি তদন্তে এদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। এডিজি সিআইডিকে নির্দেশ দেন, কোনও শীর্ষ আধিকারিককে দিয়ে তদন্ত করে আট সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে।

জবাব নারায়ণের

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : প্রকাশ্য মঞ্চে অশোভনীয় আচরণ করায় অশোকনগরের তৃণমূল বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীকে শোকজ করেছিল দল। তাকে দ্রুত শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছিল। অবশেষে বৃহস্পতিবার তিনি পরিষদীয় মন্ত্রী তথা দলের বিধানসভার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির প্রধান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর জবাব পাঠিয়েছেন। তবে তাকে নিয়ে দল কী পদক্ষেপ করবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

নিহত বাসন্তী পোদ্দারের বাড়ির বাইরে উদ্বিগ্ন প্রতিবেশীরা। -এএফপি

কুম্ভে পদপিষ্টে মৃত্যু কলকাতার বাসন্তীর

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড়ের বাসিন্দা বাসন্তী পোদ্দার। ছেলে-মেয়ে ও বোনের সঙ্গে তিনি অমৃত স্নান করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে পদপিষ্ট হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার তপন দাশগুপ্ত। অভিযোগ মৃতদেহ নিতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের চরম অসহযোগিতার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁর ছেলেকে। তাঁর ছেলের অভিযোগ, ডেথ সার্টিফিকেট ও দেহ হস্তান্তরের কোনও নথি তাঁরা পাননি। যার ফলে উত্তরপ্রদেশ সরকারের ঘোষণা করা ২৫ লক্ষ টাকা আদৌ তাঁরা পাবেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও ওই পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার রয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

অরূপবাবু বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ সরকার চরম ব্যর্থ। যাঁর কেউ নেই, তাঁর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। কুম্ভ জাতীয় মেলা। কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা এই মেলায় দেয়। তাও ওরা ভক্তদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলাতেও লক্ষ লক্ষ লোক আসেন। কিন্তু আমরা নিরাপত্তা দিতে পারি।'

মৃতের ছেলে অভিযোগ করেছেন, মায়ের মৃত্যুর পর কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি গাড়ি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে পরে পাঠিয়ে দেবে। দেহ হস্তান্তরের সময় যে কাগজ দেওয়া হয়েছে, তাতেও রাজ্যের কোনও সরকারি সিল নেই। সই করেননি কোনও সরকারি আধিকারিকও। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার উত্তরপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলে অরূপবাবু জানিয়েছেন।

কাউন্সেলিং এড়াচ্ছেন বহু চাকরিপ্রার্থী

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : উচ্চপ্রাথমিকে ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের তৃতীয় দফার কাউন্সেলিং গত মঙ্গলবার থেকে শুরু করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। কিন্তু মঙ্গল ও বুধবার কাউন্সেলিংয়ে অনুপস্থিতির হার দেখে চিন্তিত কমিশনের কর্তারা। ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীরা অন্য কোথাও চাকরি পেয়ে গিয়েছেন নাকি তারা কমিশনের কাউন্সেলিংয়ে ভরসা করছেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেও শুরু করেছে।

কমিশন সূত্রে খবর, মঙ্গলবার প্রায় ১৯.৯ শতাংশ চাকরিপ্রার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। বুধবার অনুপস্থিতির হার ছিল প্রায় একই। মঙ্গল ও বুধবার মিলিয়ে মোট ৪২৫ জন প্রার্থীকে কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল। তার মধ্যে ১১১ জন প্রার্থী উপস্থিত হননি। দ্বিতীয় কাউন্সেলিংয়ে অনুপস্থিত প্রার্থীদের জন্য যে শূন্যপদ তৈরি হয়েছিল তার ভিত্তিতে তৃতীয় দফার কাউন্সেলিং হচ্ছে। তৃতীয় দফার কাউন্সেলিংয়ে যাঁরা অনুপস্থিত থাকবেন এবং যাঁরা সুপারিশপত্র পাওয়ার পরও স্কুলে যোগ দেবেন না, সেইসব মিলিয়ে শূন্যপদের ভিত্তিতে চতুর্থ দফার কাউন্সেলিং হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চতুর্থ দফার কাউন্সেলিং ফেব্রুয়ারি মাসে হতে পারে।

মঙ্গলবার ইতিহাস, ভূগোল, আরবি ও সংস্কৃত বিষয়ের ওপর কাউন্সেলিং হয়েছে। ইতিহাসে ৬১

> **এসএসসির ওয়েটিং লিস্টের তৃতীয় দফা**

জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬ জন অনুপস্থিত ছিলেন, ভূগোলে ৪৬ জনের মধ্যে ২২ জন, আরবি ও সংস্কৃত মিলিয়ে ২২০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪২ জন অনুপস্থিত ছিলেন। বুধবার পিওর সায়েন্সের চাকরিপ্রার্থীদের কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল। সেখানে ২২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৯ জন চাকরিপ্রার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। এই বিশাল সংখ্যক চাকরিপ্রার্থী অনুপস্থিত কেন হলেন, তা নিয়েই কমিশনের কর্তারা উদ্বিগ্ন। তাঁরা মনে করছেন, কাউন্সেলিংয়ের পর সুপারিশপত্র নিয়ে স্কুলে গিয়ে চাকরিতে যোগ না দেওয়া প্রার্থীর সংখ্যাও খুব কম নয়। প্রায় ৫ শতাংশ চাকরিপ্রার্থী সুপারিশপত্র হাতে পেয়েও চাকরিতে যোগ দেননি। ইতিমধ্যে ১১ হাজার ৩৪৪ জন চাকরিপ্রার্থীর কাউন্সেলিং হয়েছে। তার মধ্যে ২৪ শতাংশ চাকরিপ্রার্থী অনুপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দফায় ৮,৭৪৯ জনকে ডাকা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ২,০৬৯ জন প্রার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দফার কাউন্সেলিংয়ে ২,৯৫৫ জনকে ডাকা হয়েছিল। তার মধ্যে ৬২৪ জন অনুপস্থিত ছিলেন। ওয়েটিং লিস্টে থাকা মোট ১৪,০৫২ জন প্রার্থীর মধ্যে থেকে এখনও ১,২৯৯ জনের কাউন্সেলিং বাকি রয়েছে। চাকরির সুপারিশপত্র পেয়েও কেন এই প্রচুর সংখ্যক চাকরিপ্রার্থী চাকরিতে যোগ দিচ্ছেন না, তা নিয়েই চিন্তিত কমিশন।

সন্দীপের স্ত্রীকে বদলির নির্দেশ

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের চিকিৎসক স্ত্রী সংগীতা ঘোষকে এবার বদলি করা হল। এতদিন আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার তাঁকে হাসপাতালে ওই পদেই বদলি করা হল। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবন থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ছুটিতে ছিলেন তিনি। আরজি করের কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন সন্দীপ। পরবর্তীকালে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ২৫ অগাস্ট সকালে তাঁদের বেলেঘাটার বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই। ওইসময় সন্দীপের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তি সংক্রান্ত নথিপত্রও বাজেয়াপ্ত করেছিল সিবিআই আধিকারিকরা। একই সঙ্গে ইডি জানিয়েছিল, সরকারের অনুমোদন ছাড়াই সন্দীপ ও তাঁর স্ত্রী দুটি সম্পত্তি কিনেছিলেন। শুধু তাই নয়, স্ত্রী সংগীতার নামে আরও একটি সম্পত্তি কিনেছিলেন সন্দীপ।

বিজ্ঞপ্তি পুর দপ্তরের

বাড়ি সোজা করতে অনুমতি আবশ্যক

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : কলকাতা পুর এলাকায় একের পর এক বাড়ি হেলে পড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। এরই মধ্যে বাঘাযতীনে হেলে পড়া বাড়ি সোজা করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। সেই দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর এক নির্দেশিকা জারি করেছে। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এখন থেকে হেলে পড়া বাড়ি সোজা করতে গেলে সংশ্লিষ্ট পুরসভার অনুমতি নিতে হবে। এক্ষেত্রে বাড়ির মালিক, প্রোমোটার বা নির্মাণকারী সংস্থার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পুর কর্তৃপক্ষকেও কিছু পদক্ষেপ করতে হবে। নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার পরেও বিল্ডিংয়ের 'স্ট্রাকচারাল স্টেবিলিটি' রিপোর্ট দেখে নিতে হবে পুরসভাকে। বাড়ির মালিক বা প্রোমোটারকে এবং নির্মাণকারী সংস্থাকে যাবতীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে পুরসভায়। বাঘাযতীনে যে বাড়িটি হেলে পড়েছিল, তা নিয়ে আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না বলে কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিক জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রোমোটার ওই ফ্ল্যাটের ওপরের দুটি ফ্ল্যাট বিক্রির সমস্যার জন্যই নিজের উদ্যোগে একটি অনামী সংস্থাকে দিয়ে ওই ফ্ল্যাটটি সোজা করার চেষ্টা করছিলেন। তাতেই ঘটে বিপত্তি। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্যই পুর দপ্তর থেকে ওই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ট্যাংরার ক্রিস্টোফার রোডে হেলে পড়া একটি বহুতল ভাঙতে গিয়ে বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়েন কলকাতা পুরসভার কর্মীরা। বাড়ি ভাঙতে গেলে আপত্তি জানান ওই বহুতলের বাসিন্দারা। তাঁদের প্রশ্ন, 'বাড়ি ভাঙলে আমরা কোথায় যাব?' খবর পেয়ে আসে ট্যাংরা থানার পুলিশ। কিন্তু বাসিন্দাদের বাধার মুখে তাঁরাও পিছু হটেন। ফলে বাড়ি না ভেঙেই ফিরে আসেন পুরকর্মীরা।

সিবিআই-কে শোকজ নিম্ন আদালতের

আরজি কর দুর্নীতি মামলা

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িত প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ পাঁচজনের নাম চার্জশিটে উল্লেখ করে সিবিআই। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতির কথা হাইকোর্টে সম্প্রতি জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু নিম্ন আদালত বা আলিপুরের বিশেষ

সিবিআই আদালতে না জানানোয় সিবিআইকে শোকজ করা হল। বিচারক সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক মণীশ উপাধ্যায়কে বলেন, 'হাইকোর্ট জানতে পারল, কিন্তু ট্রায়াল কোর্ট জানল না। ট্রায়াল কোর্টকে এড়িয়ে হাইকোর্টে যাচ্ছেন? সিবিআই কী করতে চাইছে, বুঝতে পারছি না। আগামীকালের মধ্যে সমস্ত নথি জমা দিন। চার্জ গঠন করে বিচার শুরু করব।' ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিবিআইকে শোকজের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। জবাবে সন্তুষ্ট না হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছেন তিনি।

আরজি কর আবহে আর্থিক দুর্নীতির বিষয়টিও সামনে আসে। গ্রেপ্তার করা হয় সন্দীপ ঘোষ, আশিস পান্ডে সহ একাধিক ব্যক্তিকে। সিবিআইয়ের চার্জশিটেও তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অনুমোদন দরকার হয়। সম্প্রতি আফসার আলির দায়ের করা আর্থিক দুর্নীতির মামলার শুনানির সময় সিবিআই হাইকোর্টে জানায়, সোমবার তারা বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেয়েছে। বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে আর্থিক দুর্নীতির মামলার শুনানিতে সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী অভিযোগ করেন, ২৭ জানুয়ারি রাজ্যের তরফে চার্জ গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনদিন কেটে গিয়েছে। আদালতে কিছুই জানায়নি সিবিআই। প্রথম থেকেই সিবিআই অসহযোগিতা করছে। আর তারপরেই সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসারকে শোকজ করা হয়।

বড়বাজারে কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপের একটি মুহূর্ত। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

স্বাস্থ্যসাথী মামলা খারিজ হাইকোর্টে

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিলের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। বৃহস্পতিবার এই মামলা খারিজ করল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, জনসাধারণের কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার যে কোনও প্রকল্প চালু করতে পারে। এতে আদালত সরকারকে নীতি নির্ধারণের নির্দেশ দিতে পারে না। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু করা সরকারের সিদ্ধান্ত। নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তারপরই মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয়।

আবেদনকারী সংস্থার হয়ে আদালতে চিকিৎসক কুণাল সাহা সওয়াল করে বলেন, 'পরিবারপিছু স্বাস্থ্যখাতে ৫ লক্ষ টাকা বিমার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বহু মানুষ এই সুবিধা পায় না। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে তখন অসুবিধা হচ্ছে। বেসরকারি হাসপাতালেও এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণ করা হয় না। রোগীদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। নির্বাচনি স্বার্থে রাজ্য সরকার এই প্রকল্প চালু করেছে।' আবেদনকারীর উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'রাজ্য এই প্রকল্প চালুই করা হয়নি তখন কী করবেন? প্রয়োজনে সাংসদ-বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলুন।'

পুজো করতে বাধা টিএমসিপি নেতার

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : কলকাতার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ল কলেজে সরস্বতী পুজো করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাচক্রে এই কলেজেরই ছাত্রী ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরস্বতী পুজো করা হলে ধর্ষণ ও প্রাণে মারার অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ওই নেতার বিরুদ্ধে। যদিও তিনি ওই কলেজের ছাত্র নন। বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিসি (সাউথ)কে অভিযোগ জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ রায়। অভিযোগকারী এক পড়ুয়া বলেন, 'এরা বহিরাগত। সরস্বতী পুজোর নাম করে তোলাবাজি করতে চায়। বাধা দিতে গেলে আমাদের ধর্ষণ ও খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে।' অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতার বক্তব্য জানা যায়নি।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৫২ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৭ মাঘ ১৪৩১

সর্বাত্মক অবিশ্বাস

আরজি কর মেডিকেলে ধর্ষণ-খুন যেন বিশ্বাসের ভিত টলিয়ে দিয়েছে। দোষীর সাজা হওয়া সত্ত্বেও অবিশ্বাসের মেঘ কাটছে না। বরং সন্দেহের বাতাবরণ আরও বেশি ছড়িয়ে যাচ্ছে। আস্থার অভাব নানা কারণে। প্রথমত, কর্মস্থলে নিরাপত্তার অভাব। একজন চিকিৎসকের নিরাপত্তা যদি হাসপাতালে নিশ্চিত না হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন কাউকেই কি ভরসা করা যায়? দ্বিতীয়ত, নেহাত আকস্মিক দুর্ঘটনা ধরে নিলেও প্রশ্ন থাকে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ নিয়ে।

শিয়ালদা আদালতে বিচারকের রায়ের পর্যবেক্ষণ অংশে যে প্রশ্নগুলি আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কর্মস্থলে কেউ আকস্মিকভাবে খুন হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের স্বাভাবিক পদক্ষেপগুলি করা না হলে শুধু গাফিলতি নয়, চক্রান্তের সন্দেহ মাথায় বাসা বাঁধতেই পারে। তৃতীয়ত, পুলিশ ও সিবিআইয়ের কাজ, যা নিয়ে আদালত সন্দিহান। তদন্ত হয়েছে, গ্রেপ্তারও হয়েছে। কিন্তু তদন্তে বিভিন্ন ফাঁকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিচারকের পর্যবেক্ষণ।

চতুর্থত, বিরলের মধ্যে বিরলতম অপরাধ কি না, তা নিয়ে বিতর্ক। যেখানে রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও জনসাধারণের একাংশ অভিযোগের আঙুল তুলছে। এও এক ধরনের অবিশ্বাস। সন্দেহ বিচার প্রক্রিয়াতে, বিচার ব্যবস্থার ওপর। যদিও কে না জানে বিচারের হাত বাঁধা থাকে আইনের ধারায়। বিচার নির্ধারিত হয় তথ্য, প্রমাণ ও সওয়াল জবাবের ওপর ভিত্তি করে। পঞ্চমত, শেষে এসে শুধু অবিশ্বাস নয়, খানিকটা বিস্ময়, এমনকি বিরক্তি বাসা বাঁধছে নির্যাতিতার পরিবারের বিভিন্ন মন্তব্য ও পদক্ষেপে।

পরিবারটি পুলিশের ওপর অনাস্থা প্রকাশ করল। রাজ্য সরকারের ওপর ভরসা হারাল। যা অস্বাভাবিক ছিল না। তখন চারপাশে সিবিআই, সিবিআই রব। কিন্তু সেই সিবিআই এখন চোখের বিষ। মৃত্যুদণ্ড না হওয়ায় বিচারকের রায়ে তাদের তাৎক্ষণিক অসন্তোষ বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু এখন যখন সিবিআই, রাজ্য সরকার নতুন করে মৃত্যুদণ্ড চেয়ে উচ্চ আদালতের দরজায় দাঁড়িয়ে, তখন সেই পরিবারের একেবারে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়া আরেক অবিশ্বাসের কারণ।

সন্তানের মর্মান্তিক পরিণতি যে পরিবারের হয়, তার প্রতি সর্বস্তরের সহানুভূতি, সমর্থন থাকবেই। আরজি করের ঘটনা নিরাপত্তার সাধারণ অভাববোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন মহল পরিবারটির দুঃখে কাতর ছিল। কিন্তু এখন পরিবারটি সম্পর্কে একরাশ প্রশ্ন এসে উপস্থিত হচ্ছে। হাইকোর্টে নতুন করে তদন্তের আবেদন জানিয়েছে পরিবারটি। কিন্তু সেই তদন্ত করবে কে?

আমাদের দেশের আইনে এই ধরনের তদন্ত পুলিশ না পারলে সিবিআইকে দেওয়া হয়। তাহলে বিকল্প কোন সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত চাইছে পরিবারটি? ভারতীয় আইনে কি অন্য কোনও সংস্থান আছে? এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় ওই ধর্ষণ-খুনে দোষী সাব্যস্ত। হতেই পারে যে, আরও অনেকে এতে জড়িত ছিল। যা প্রমাণ করা যায়নি। কিন্তু সেই সঞ্জয়ের সাজা থেকে পিছিয়ে যাওয়ার যুক্তি কী, তা এখন সন্দেহের জাল ছড়াচ্ছে।

এ কথা ঠিক, সঞ্জয় না থাকলে আর কারও জড়িত থাকা প্রমাণ করা কঠিন। সঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ড কিন্তু এখনও হয়নি। রাজ্য সরকার ও সিবিআইয়ের আর্জি মেনে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় উলটে দিয়ে যদি মৃত্যুদণ্ড দেয়ও, তা কার্যকর করা দীর্ঘ প্রক্রিয়াসাপেক্ষ। যাতে দীর্ঘ সময় লাগবে। শেষপর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে কি না, সেটা অনিশ্চিত। কিন্তু হঠাৎ পরিবারটি স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে শুরু করায় সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে।

পিছনে অন্য উদ্দেশ্য থেকে থাকলেও আরজি করের ঘটনাটি নিছক অপরাধ। কিন্তু প্রথম থেকে এই অপরাধকে নিয়ে রাজনৈতিক ডামাডোল চলেছে একেবারে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে। যে ডামাডোলের বিরাম হয়নি সঞ্জয়ের আমৃত্যু কারাবাসের সাজাতেও। মনে হতেই পারে যে, সেই ডামাডোল প্রভাবিত করে ফেলেছে নির্যাতিতার পরিবারকে। এমনকি, কোনও স্বার্থান্বেষী মহল পরিবারটিকে ভুল পথে চালিত করছে, মনে হতেই পারে।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

প্রতিযোগিতা বাড়ছে মহাকাশে, বিপদও

বহু বহুজাতিক সংস্থা নেমেছে মহাকাশ অভিযানে। পিছিয়ে নেই জাপান, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, ইরান।

শুভঙ্কর ঘোষ

কেমন আছেন মহাকাশ স্টেশনে আটকে পড়া মহাকাশচারীরা? খাদ্য, পোশাক ও অন্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সত্যি আছে তো সেখানে?

না, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তাঁরা দিব্যি খাওয়াদাওয়া করছেন এবং আনন্দেই আছেন। আইএসএস মহাকাশচারীদের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে নাসা প্রধান সেনেটর বিল নেলসন আশ্বস্ত করেছেন মিডিয়া এবং সাধারণ মানুষকে। এমনকি সম্প্রতি মহাকাশে হাঁটতেও দেখা গিয়েছে তাঁদের কাউকে।

কিছুদিন আগে বছর শেষে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ক্রিসমাস পালনের ছবি নিয়ে বেশ হইচই হয়ে গিয়েছিল। এবারও সংবাদ শিরোনামে মহাকাশ তারা হিসেবে বহু পরিচিত মুখ সুনীতা উইলিয়ামস। জন্মসূত্রে ভারতীয় বাবা দীপক পান্ডিয়া ও স্লোভাক মা উরসুলিনের কনিষ্ঠ কন্যা একবার নয়, সাত সাতবার মহাকাশ ভ্রমণ সেরে ফেলেছেন। মহিলা নভশ্চারী হিসাবে মহাকাশে হেঁটে কাটিয়েছেন রেকর্ড ৫০ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।

২০২৪-এ অগাস্ট মাসে বুচ উইলমোরকে সঙ্গী করে সুনীতা আবার গিয়েছিলেন আইএসএসে। নতুনত্ব ছিল বোয়িং কোম্পানির তৈরি মহাকাশযানে চড়ে সফলভাবে পৌঁছে যাওয়া। কিন্তু আটকে গেলেন সেখানে। নাসার বিজ্ঞানীরা দেখলেন, হিলিয়াম গ্যাস নির্গমন সমস্যাজনিত কারণে ওই বোয়িং যানে মহাকাশচারীদের ফেরানো ঝুঁকিপূর্ণ। তাই শুরু হল দীর্ঘ প্রতীক্ষা। এবছর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রত্যাবর্তনের কথা - যদি সব ঠিক থাকে, বোয়িং প্রতিদ্বন্দ্বী এলন মাস্কের স্পেস এক্স মহাকাশযানে।

একুশ শতকের মহাকাশ দৌড়ে এবার শুধু বহু দেশ নয়, প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। অগ্রগণ্য দেশ আমেরিকা ও রাশিয়ার সঙ্গে সমানভাবে উচ্চারিত হচ্ছে আজ চিন ও ভারতের নাম। পিছিয়ে নেই জাপান, ইউরোপের বহু দেশ, অস্ট্রেলিয়া এমনকি এশিয়া মহাদেশের সৌদি আরব, ইরান সহ অনেক রাষ্ট্র।

মহাকাশ দৌড়ে নানা ক্ষেত্রে কে প্রথম সফল হবে এই নিয়ে টানটান উত্তেজনায় কেটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী তিনটি দশক। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮। মহাকাশ ঘিরে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে আমেরিকা ও রাশিয়া। মহাকাশে স্পুটনিক পাঠিয়ে রাশিয়া প্রথমে টেক্কা দিলেও দ্বিতীয় দফায় চাঁদের বুকে মানুষ পাঠিয়ে কেল্লা ফতে আমেরিকার। পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশকে প্রতিযোগিতা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল তৎকালীন বিশ্বের এই দুই শক্তিধর দেশের মধ্যে। ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ে আবার মহাকাশ যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে।

আশির দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের মধ্যে তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি চিনের মহাকাশে অভিযান ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড শুরু হয়। পিছিয়ে থাকে না প্রতিবেশী ভারত। চন্দ্রযান নিয়ে সাফল্যের ইতিহাসে আমেরিকা, রাশিয়া ও চিনের পরে ভারত চতুর্থ দেশ হিসেবে আজ গর্ব করতে পারে। শুধুমাত্র উপগ্রহ নয়, চন্দ্রযান, মঙ্গলযান, গগনযান সবকিছু নিয়ে ভারতের সাফল্য আজ সমগ্র বিশ্বের সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছে। মহাকাশ প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ইসরোর শুক্র গ্রহে অভিযানে সম্মতিও দিয়েছে। সম্প্রতি স্পাডেক্স প্রোগ্রামে মহাকাশে সফলভাবে ডকিং করে ভারত ধরে ফেলল তিন অগ্রণী দেশকে– রাশিয়া, আমেরিকা ও চিন।

অন্যদিকে, বহুজাতিক কোম্পানিগুলিও পিছিয়ে নেই মহাকাশ ব্যবসার উজ্জ্বল সম্ভাবনায় লগ্নিতে। আমেরিকাতে বোয়িং এবং স্পেস এক্স তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ। নাসার থেকে অর্থবরাদ্দ হয়েছে সর্বাধিক ৪.২ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ভারতীয় টাকায় প্রায় ৪০ হাজার কোটি, বোয়িং স্টারলাইনার প্রোগ্রামে। সঙ্গে এলন মাস্কের স্পেস এক্সকে দেওয়া হয়েছে ২.৬ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা। ইঁদুর প্রতিযোগিতায় এই মুহূর্তে মাস্কের স্পেস এক্স একটু হলেও এগিয়ে গিয়েছে। আইএসএস অভিযানে যাওয়া সফল হলেও সুনীতাদের নিয়ে ফেরার ঝুঁকি নেয়নি নাসা। কারণ হিলিয়াম গ্যাসের সমস্যা। যদিও বাস্তবে দেখা গেল, বোয়িং যানটি ঠিক সময়েই সফলভাবে পৃথিবীর বুকে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতবর্ষে দুই শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে আদানিরা একটু হলেও এগিয়ে আছে। মিসাইল ও অন্য প্রতিরক্ষা সামগ্রী ব্যবসায় ইতিমধ্যে তাদের উপস্থিতি সকলের নজর কাড়ছে। পিক্সেল বা অন্য কয়েকটি স্টার্ট আপ কোম্পানিও বেশ প্রতিশ্রুতিময়।

মহাকাশ বলতে কী বোঝায়? মহাকাশ ঠিক কোথা থেকে শুরু? মাটির উপর আকাশের সীমানা কী? বিতর্ক এড়িয়ে বলা যায়, ভূমি থেকে ষাট মাইল বা একশো কিলোমিটার পার করে কারমান রেখা টানা হয়। এর উপর গেলে মহাকাশ। এই বিশাল মহাকাশে অভিযান চিরদিন ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, আছে এবং থাকবে। ১৯৬০ সালে গ্যাগারিনের সফল মহাকাশ বিচরণের আগে পরে ঘটে গিয়েছে অনেক দুর্ঘটনা। ১৯৬৭ সালে ২৪ এপ্রিল রাশিয়ার সয়ুজ ১ মহাকাশযান পৃথিবীতে অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ইতিহাসের পাতায় উঠে আসেন মহাকাশযানের প্রথম শহিদ ভ্লাদিমির কোমারভ। ১৯৭৫ সালে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানে সম্প্রীতি ও সৌজন্যের অসাধারণ নিদর্শন ছিল অ্যাপোলো-সয়ুজ যৌথ টেস্ট প্রোজেক্ট। পৃথিবীতে ফেরার সময় বিষাক্ত নাইট্রোজেন টেট্রক্সাইড ঢুকে পড়ে অ্যাপোলো নভোযাত্রীদের কক্ষে। অল্পের জন্য রক্ষা পান তাঁরা। স্পেস শাটল বা মহাকাশযানের ইতিহাস সাফল্যের পাশাপাশি আজও আমাদের মনে করায় দুটি দুর্ঘটনার কথা। ১৯৮৬ সালে জানুয়ারি মাসে উৎক্ষেপণের অব্যবহিত পরে ও রিং কাজ না করায় চ্যালেঞ্জার দুর্ঘটনায় পড়ে। আগুন ধরে টুকরো টুকরো হয়ে যায় সেটি- মারা যান সব অভিযাত্রী। আবার ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলাম্বিয়া পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সময় বিপদে পড়ে। নাসা ভাবতেও পারেনি, উঠে আসা সামান্য ফোমের টুকরো আকাশযানের বাঁদিকের ডানায় পড়ে কি সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। মৃত সাতজন নভশ্চারীর মধ্যে ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মহাকাশ বিজ্ঞানী- নাম কল্পনা চাওলা। এরপর বন্ধ হয়ে যায় স্পেস শাটল অভিযান। মহাকাশ স্টেশনেও ছোটখাটো দুর্ঘটনার খবর বিরল নয়। ২০১৩ সালে এক ইতালীয় নভশ্চারী মহাকাশে হাঁটতে বেরোলে দেখা গেল মাথার হেলমেটে তরল জাতীয় কিছু বেরিয়ে আসছে। কালক্ষেপ না করে স্টেশনে ফিরে রক্ষা পান তিনি।

মহাকাশ অভিযানে ও দীর্ঘ সময় মহাকাশে থাকলে কয়েকটি সমস্যার দিকে নজর দিতে হবে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। প্রথমত, অভিকর্ষহীন অবস্থা মানব শারীরতত্ত্বের পক্ষে একটি জটিল ও চ্যালেঞ্জের বিষয়। এই অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকলে মানুষের দেহের হাড়ের ওজন কমতে থাকে। দেখা গিয়েছে, রক্তে লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনও কমে যায়। দ্বিতীয়ত, মহাকাশে বিকিরণ জনিত স্বাস্থ্য সমস্যা। কানসার সহ রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তৃতীয়ত, দীর্ঘদিন সামান্য জায়গায় আবদ্ধ থাকার জন্য ব্যবহারিক ও মানসিক নানা সমস্যা মোকাবিলা করা। চতুর্থত, পৃথিবী থেকে বিশাল দূরত্বের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। পঞ্চমত, মহাকাশযান এবং স্টেশনের মধ্যে ঠিকঠাক তাপমাত্রা, পারিপার্শ্বিক চাপ ও আলো বজায় রাখা এবং সর্বোপরি অণুজীব সংক্রমণ ও সেই সংক্রান্ত প্রতিরোধ অণুক্ষণ মনিটর করা ভীষণ কঠিন কাজ বর্তমানে লভ্য প্রযুক্তির জন্য। পরিশেষে আসে মহাকাশ আবর্জনার ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি। সেই সংক্রান্ত নানা আশঙ্কা দিনে দিনে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। কয়েকদিন আগে আফ্রিকাতে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামে বিশাল আকৃতির জ্বলন্ত ধাতব কুণ্ড পড়ে। প্রায় পাঁচশো কিলোগ্রাম এবং আট ফুট ব্যাসের এই বস্তুটি কোনও পরিত্যক্ত উপগ্রহের অংশবিশেষ মনে করা হচ্ছে। গত সত্তর বছরে প্রায় ছয় হাজার রকেট উৎক্ষেপণের দ্বারা কমবেশি ছাপ্পান্ন হাজার উপগ্রহ বা সমতুল্য বস্তু পৃথিবীর চারদিকে নানা কক্ষপথে ঘুরছে।

এ যাবৎ উল্লিখিত নানা বিপদ ও আশঙ্কার কারণে মহাকাশ দৌড়ে প্রতিযোগিতা শেষপর্যন্ত মানবসভ্যতাকে কোনদিকে পরিচালিত করছে তা নিয়ে ধন্দ বাড়ছে। সুতরাং আইএসএসে সুনীতাদের আটকে পড়া কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তৈরি থাকতে হবে জানা-অজানা নানা সম্ভাবনার জন্য, ভালোমন্দ মিশিয়ে।

(লেখক কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক)

আজ

১৮৪৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সমাজসংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রী।

১৯৩৫

নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বিমানটি ঠিক পথেই এগোচ্ছিল বিমানবন্দরের দিকে। রাতের আকাশ যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল। বিমানে আলোও তো জ্বলছিল। কেন মিলিটারি হেলিকপ্টার উপরে বা নীচে নামল না? কেন বাঁক নিল না? কন্ট্রোল টাওয়ারই ব্যাপারটা দেখল না কেন? এই দুর্ঘটনা এড়ানোই যেত।

-ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

চিনের ডিপসিক নিয়ে সম্প্রতি হইচই পড়ে বিশ্বে। এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবট ব্যবহার করে তাদের উৎসব গালা-তে দেখিয়েছে ১৬টি রোবটের ইয়াংকো নৃত্য। মানুষ শিল্পীদের সঙ্গে তারা নাচছে, দু'হাতে রুমাল নিয়ে ঘোরাচ্ছে, কখনও সেগুলো ওপরে ছুড়ে আবার ধরছে।

ভাইরাল/২

টেক্সাসের একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি অনেকটাই তুষারে ঢাকা পড়েছে। মোটা জ্যাকেট পরা তিন মাসের একটি বাচ্চাকে ডাস্টারের মতো করে ধরে একজন বরফ পরিষ্কার করেছেন। ক্ষুব্ধ নেট মহল। তদন্তে পুলিশ।

জনমন
জনমত

টাউন ক্লাবের অনুষ্ঠানে ব্রাত্য পুরোনোরা

জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের ১২৫তম বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান নানা আড়ম্বরের মধ্যে ১৫ জানুয়ারি মাঠেই অনুষ্ঠিত হল। ফুটবলের জন্য এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খ্যাতনামা চা শিল্পপতি প্রয়াত সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় এবং তাঁর ছেলে প্রয়াত অশোকপ্রসাদ রায়। এই ক্লাব থেকে যেমন ভারতের হয়ে অলিম্পিকে খেলেছেন মণিলাল ঘটক, রুনু গুহঠাকুরতা, তেমনি এই ক্লাব থেকে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও অন্য জনপ্রিয় ক্লাবে খেলেছেন আরও অনেকে। যেখানে অবদান রয়েছে এই রায় পরিবারের।

আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় এই অনুষ্ঠানের ঘোষণা মঞ্চ থেকে একেবারের জন্যও প্রতিষ্ঠাতাদের নাম উচ্চারণ করা হল না। এমনকি অতীত দিনের কোনও কথাও বলা হয়নি। ক্লাবের বর্তমান হাতেগোনা কয়েকজন কর্মকর্তা নিজেদের পছন্দমতো অনুষ্ঠান সাজিয়ে তুলেছিলেন। অথচ জলপাইগুড়ি জেলায় অনেক দুঃস্থ, কৃতী খেলোয়াড় আছে, যাদের ফুটবল, ক্রিকেট ও অ্যাথেলেটিক্সে আর্থিক সাহায্য করা হলে মনে হয় ক্লাবের সুনাম অনেক বাড়ত। সেসব দিকে না তাকিয়ে ক্লাবের জমানো টাকা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কলকাতা থেকে দুজন গানের শিল্পীকে এনে, শিলিগুড়ি থেকে সাউন্ড সিস্টেম ও ঝলকানি আলোর ব্যবস্থা সহ মাঠের মাঝে সুদৃশ্য মঞ্চ বানিয়ে অনুষ্ঠান হল। সেইসঙ্গে নিজেদের পছন্দমতো কয়েকজনকে দামি উপহার সহ রাজকীয় সংবর্ধনা দেওয়া হল। বাদ গেলেন অনেক কৃতী খেলোয়াড় এবং ক্লাবের একজন দিকপাল বরিষ্ঠ খেলোয়াড় ও সংগঠক। সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলে গেল। এই অনুষ্ঠানের জন্য মুষ্টিমেয় ৪-৫ জন হয়তো বা বাহবা কুড়োতে পারেন, কিন্তু এতে তাঁদের স্বার্থসিদ্ধি হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার নয়। তবে এহেন ঘটনা টাউন ক্লাবের অধঃপতন শুরুরই ইঙ্গিত।

ক্লাবকে রক্ষা করার দায়িত্ব সকলের। প্রাক্তন, বর্তমান সদস্য ও খেলোয়াড় সহ ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের কাছে আবেদন, সবুজ মাঠকে খেলার জন্যই রক্ষা করুন। দুঃস্থ খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়ান। এ ব্যাপারে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

অরবিন্দ সেনগুপ্ত, ৩ নম্বর গুমটি, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ভালোবেসে তুমি নদীর কাছে যাও?

পিকনিকের মরশুমে নদীকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেরে মানুষ। আবার ক্ষতিগ্রস্ত জীবনে মুক্তি পেতে নদীর কাছে ফেরে।

মৃড়নাথ চক্রবর্তী

শীতকাল শেষের পথে। প্রতিদিনের নানান খুঁটিনাটি অভ্যাস হারিয়ে যাওয়ার মতো বাংলার শীতও প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু শীতের পিকনিকে যাতায়াত বেড়েছে অনেক বেশি। আমার ছোটবেলাতেও দেখেছি, এ পাড়ায় সে পাড়ায় সবার বাড়ি থেকে চাল আলু তেল পেঁয়াজ আর সামান্য কিছু টাকা দিয়ে খিচুড়ি, ডিমের কারি, আলু ভাজার পিকনিক। খুব বড় করে হলে মাংসভাত।

বাইরে পিকনিকে যাওয়া ছিল একটা বিশাল ব্যাপার। আজকের মতো টুক করে চার-পাঁচজন মিলে চলে যাওয়া হত না। প্রধান কারণ ছিল অবশ্যই আর্থিক অবস্থা। বড় দলে পিকনিকে গেলে মাথাপিছু খরচটা কমে যেত। আরেকটা কারণ ছিল আনন্দ। বড় দলে খোশগল্প, বিভিন্ন খেলা, একত্রিত হয়ে রান্নার আয়োজন- আরও অনেককিছুই। মানুষের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের চাহিদাও পালটেছে অনেকটা। এখন বছরে পাঁচ-ছ'বার বাইরে গিয়ে পিকনিক করে আসে সবাই আর আনন্দের মাধ্যম হিসেবে ডিজে ও কয়েক বোতল দামি মদেই সন্তুষ্ট।

একটা পিকনিক মানে দীর্ঘদিনের ক্লান্তি, ক্ষোভ, হতাশো থেকে সাময়িক এক সংক্ষিপ্ত বিরতি। অফিসে বসের গালাগাল, বাড়িতে সাংসারিক একঘেয়ে স্থবিরতা, সন্তানের স্কুলের বর্ধিষ্ণু বেতন, বেকারত্ব, সাংবিধানিক ল্যাং, রাজনৈতিক অসারতা, প্রেমের ব্যর্থতা, যৌন অবসাদ- সমস্ত কিছু থেকে একটা 'কমিক রিলিফ' খুঁজতে আরও পাঁচজন একইরকম দুঃখ-হতাশা-অবসাদে ভোগা মানুষের সঙ্গে পিকনিকে যায়।

সেজন্যই ডিজে। মাদকের উপস্থিতিও একই কারণে। যাকে আমরা আজকাল পিকনিকের স্বাভাবিকতা বলে ধরে নিই, তা জীবনের এক স্বাভাবিক বিষণ্ণতা থেকে উৎপন্ন।

কারও আনন্দের মাধ্যম নির্বাচনে আমার অভিযোগ বা আপত্তি কোনওটাই নেই। ডিজে, মদ, বছরে প্রচুর পিকনিক - সবটাই সবার ব্যক্তিগত রুচি, ইচ্ছা। হতাশ লাগে মানুষের আনন্দের স্থান-কাল-পাত্র নির্বাচনে। যদি অবসাদ দূরীকরণে ডিজে ও মদকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নেবার হয়, তাহলে শহরের বিভিন্ন বার ও পাবে যাওয়া যায়। কিন্তু তার বদলে আমরা স্থান নির্বাচনে ভুল করছি। শেষ ক'বছরে এমন একবারও ঘটেনি যেখানে ডিজে ও লাউডস্পিকারে গান শুনিনি। এমনকি যাঁদের সঙ্গে গিয়েছি, তাঁরাও এই সংস্কৃতির বাইরে নন।

ভাঙা কাচে পা কেটে যাবার ভয়ে নগ্ন পায়ে নদীর জলে যাবার সাহস হয় না। তিস্তা, তোর্ষা, কালজানি, ডিমা- কেউই মদের বোতলের ভাঙা কাচ থেকে নিজেদের অক্ষত রাখতে পারেনি। সামাজিক মাধ্যমে আবৃত এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে ভেবে লাভও নেই। কিন্তু পৃথিবীতে যে জায়গাগুলো এখনও শুধুই পৃথিবীর, সেই জায়গাগুলোতে মানুষের অবসাদে সাময়িক 'কমিক রিলিফ' জোগাতে প্রাকৃতিক অবক্ষয় ভীষণভাবে হতাশ করে।

পিকনিকের গাড়ি চিলাপাতার মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ও জোরে গান বাজিয়ে যেতে দেখেছি অনেক। একটা ন্যূনতম স্থূলবোধ ও বুদ্ধি কি মানুষের কাছে আশা করা যায় না?

মানুষ বড় বিচিত্র প্রাণী। নিজের দৈনন্দিন অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে যে নদীর কাছে যায়, মাত্র কয়েক ঘণ্টার উপস্থিতিতেই সেই নদীকে ক্ষতবিক্ষত করে ফিরে আসে এবং এসে ক্ষতিগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তি পেতে আবার নদীর কাছে ফিরে যেতে চায়। এরা যদি ভালোবেসে নদীর কাছে না যায়, তবে কি আদৌ ভালোবেসে নারীর কাছে যায়!

(লেখক খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৫৩

পাশাপাশি : ১। রাধাকৃষ্ণের লীলাকে বিষয় হিসাবে নিয়ে বিশেষ পদ্ধতির বাংলা গান ৩। শিকারি, পশু শিকারি ৫। কোলজাতির দেবতা বা আত্মা ৬। কুবেরের রাজধানী, কুবেরেরপুরী ৮। নয় সংখ্যক ১০। চাঁপা ফুল বা তার গাছ, চম্পা ১২। লৌকিক দেবী ১৪। এক ধরনের ঝাঁঝালো স্বাদের শিকড় বা কন্দ ১৫। আফিম থেকে তৈরি নেশার বস্তু ১৬। মহামারি।

উপর-নীচ : ১। যশস্বী ২। নতুন উৎসাহ ৪। সাদা ৭। নির্মাণশিল্পী, শিল্পী, প্রস্তুতকারক ৯। সাপের বিষদাঁত ১০। ছানা ও ক্ষীরের তৈরি অল্প রসের মিঠাইবিশেষ ১১। কড়ি, অর্থ ১৩। তবুও, তা হলেও, তা সত্ত্বেও।

সমাধান ■ ৪০৫২

পাশাপাশি : ১। শরম ৩। মজ্জাগত ৪। নুন্নড়ি ৫। ঘনঘোর ৭। তুরি ১০। কভু ১২। দরদর ১৪। বাহবা ১৫। হরিহর ১৬। বখিল।

উপর-নীচ : ১। শতক্রতু ২। মনুজ ৩। মড়িঘর ৬। ঘোটক ৮। রিডার ৯। দরবার ১১। ভুসিমাল ১৩। রবাব।

বিন্দুবিসর্গ

সেনাকে কাঠগড়ায় তুললেন ট্রাম্প

চপার-বিমান সংঘর্ষে মৃত ৬৭

পোটোম্যাক নদীতে বিমানযাত্রীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ওয়াশিংটনে। বৃহস্পতিবার।

ওয়াশিংটন, ৩০ জানুয়ারি : গভীর রাতে মাঝআকাশে ওয়াশিংটন ডিসির রোনাল্ড রেগন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কাছে একটি যাত্রীবাহী বিমান ও মার্কিন সেনাবাহিনীর ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৬৭ জনের। ইতিমধ্যে ২৮টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিগুলিকেও উদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে।

ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ (স্থানীয় সময় বুধবার রাত ন'টা) মার্কিন বিমান (ফ্লাইট নম্বর ৫৩৪২) ও হেলিকপ্টারের সংঘর্ষ হয়। বিমানটিতে ৬০ জন যাত্রী ও ৪ জন বিমানকর্মী ছিলেন। আর হেলিকপ্টারে ছিলেন ৩ সেনাসদস্য। তাঁদের তখন প্রশিক্ষণ চলছিল। সংঘর্ষের পর বিমান ও হেলিকপ্টার দুটিই পোটোম্যাক নদীতে পড়ে বিধ্বস্ত হয়। বিমান ও চপারের কোনও যাত্রীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়ে ওয়াশিংটন ডিসির দমকল বাহিনীর প্রধান জন ডনেলি বলেন, 'যাত্রীবাহী বিমানটি নদীর গভীরে পড়ে উলটে গিয়েছে। এই অবস্থায় আর কারও বেঁচে থাকার আশা করছি না। যাত্রী উদ্ধার অভিযান কার্যত দেহ উদ্ধার অভিযানে পর্যবসিত হয়েছে।'

কানসাস থেকে ওয়াশিংটনে আসছিল বিমানটি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটির রেগন বিমানবন্দরে নামার কথা ছিল। ঠিক সেই সময়েই মার্কিন সেনার কপ্টার বিমানের সামনে চলে আসে ডান দিক থেকে। চপার এবং বিমান দু'টিই তখন পোটোম্যাক নদীর ওপর। তারপরই সংঘর্ষ। ধাক্কা লাগতেই যাত্রীবাহী বিমানটি নদীতে আছড়ে পড়ে এবং তাতে আগুন ধরে যায়। মাঝআকাশে আগুনের গোলা দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। নিকটবর্তী কেনেডি সেন্টারের একটি ক্যামেরায় ধরা পড়ে সংঘর্ষের মুহূর্তের ভিডিও। ওয়াশিংটনের মেয়র মুরিয়েল বাউসার তখন বলেছিলেন, 'বিমান এবং কপ্টার দুটিই জলে পড়েছে। এখন আমাদের প্রথম লক্ষ্য দুই যানের সওয়ারিদের উদ্ধার করা।'

মাঝআকাশে ভেঙে পড়া আমেরিকান এয়ারলাইনসের বিমানে ছিলেন কিছু ফিগার স্কেটার, তাঁদের কোচ এবং পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা ইউএস ফিগার স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপের পর শিবির থেকে ফিরছিলেন।

দুর্ঘটনার পরই পোটোম্যাক নদীতে উদ্ধার অভিযানে পুলিশ ও দমকল বাহিনীর হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়। জর্জ ওয়াশিংটন পার্কওয়ে থেকে উদ্ধারকারীরা রাবার নৌকা নামিয়ে চলে জোরকদমে তল্লাশি। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯ জনের দেহ উদ্ধার হলেও তিন সেনা সহ বাকি যাত্রীদের কোনও খোঁজ ছিল না।

দুর্ঘটনার পর আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটন বিমানবন্দরের সমস্ত উড়ান বাতিল করা হয়। ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অথরিটি (এফএএ) এবং জাতীয় পরিবহণ সুরক্ষা বোর্ড (এনটিএসবি) ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। বিমানটির রেডিও ট্রান্সপন্ডার থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনার সময় এটি ৪০০ ফুট উচ্চতায় ছিল এবং গতি ছিল ঘণ্টায় ১৪০ মাইল।

বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি মনে করেন, সতর্ক থাকলে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। মার্কিন সেনাবাহিনীকে কাঠগড়ায় তুলে তাঁর প্রশ্ন, 'আবহাওয়া পরিষ্কার ছিল এবং শুধু তা-ই নয়, বিমানটির সমস্ত আলোও জ্বলছিল। তাহলে কেন হেলিকপ্টার ওপরে ওঠেনি বা সরে যায়নি বিমানের গতিপথ থেকে? কেন কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়নি?'

একনজরে

- মার্কিন বিমান ও সেনা কপ্টারের সংঘর্ষ
- দুর্ঘটনার সময় বিমানটি ৪০০ ফুট উচ্চতায় এবং গতি ছিল ঘণ্টায় ১৪০ মাইল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেটির অবতরণ করার কথা ছিল
- বিমানে ৬০ জন যাত্রী, ৪ জন বিমানকর্মী এবং কপ্টারে ৩ জন সেনাকর্মী ছিলেন
- ২৮ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। বাকিদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। মার্কিন দমকল বাহিনীর প্রধান জন ডনেলি বলেন, 'যাত্রীবাহী বিমানটি নদীর গভীরে পড়ে উলটে গিয়েছে। এই অবস্থায় আর কারও বেঁচে থাকার আশা করছি না। যাত্রী উদ্ধার অভিযান কার্যত দেহ উদ্ধার অভিযানে পর্যবসিত হয়েছে।'

কুম্ভে পরপর দুটি পদপিষ্টের ঘটনা!

হাতে হাত। মহাকুম্ভ মেলায় যাতে হারিয়ে না যান, সেজন্য একে অন্যের হাত ধরে তাঁরা। (নীচে) পরিবারের সদস্যকে হারিয়ে কান্না মহিলার।

প্রয়াগরাজ, ৩০ জানুয়ারি : মহাকুম্ভে মঙ্গলবার মৌনী অমাবস্যায় রাত দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে ত্রিবেণি সংগমের কাছে অমৃতস্নান করতে গিয়ে হুড়োহুড়ির জেরে পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সরকারি মতে মৃতের সংখ্যা অন্তত ৩০। ওই পদপিষ্টের ঘটনা নিয়ে সরকার-বিরোধীদের মধ্যে চাপানউতোরের মধ্যেই মহাকুম্ভে আরও একটি পদপিষ্টের ঘটনা সামনে এসেছে। যদিও সেই ঘটনাটি ঘিরে সরকারি তরফে কিছু বলা হচ্ছে না। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সহযোগী সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, প্রয়াগরাজের সংগম-নোজের ঝুসি নামে যে এলাকা রয়েছে সেখানে বুধবার ভোর ৫টা ৫৫ মিনিটে দ্বিতীয় পদপিষ্টের ঘটনাটি ঘটে। ধাক্কাধাক্কি, হুড়োহুড়িতে অনেকে রাস্তায় পড়ে যান। সেখানেই ঘটে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা।

রাত ২টোয় যেখানে প্রথম পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছিল তার থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে দ্বিতীয় পদপিষ্টের ঘটনাটি ঘটে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। ঝুসিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর বেশ কয়েকজনের দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। যদিও সরকারি তরফে দ্বিতীয় ঘটনা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। ঘটনাস্থল ঘুরে দেখা গিয়েছে, সেখানে জামাকাপড়, জলের বোতল, জুতোর স্তূপ পড়ে রয়েছে। ট্রাক্টরের মাধ্যমে সেগুলি সরিয়ে ফেলা হয়। নেহা ওঝা নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'এখানে অনেক দেহ পড়েছিল। সেগুলি নিয়ে কেউ কোনও কথা বলছেন না। দম আটকে যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের লাশ দুপুর দেড়টা নাগাদ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই জায়গার ভিডিও করতেও দেওয়া হচ্ছে না।' অপর এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'পদপিষ্টে অনেকগুলি শিশুরও মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সাহায্যের জন্য কেউ এখানে আসেননি। কোনও অ্যাম্বুল্যান্সও ছিল না।'

ভেঙে পড়ার আগে স্বামীকে বার্তা স্ত্রীর

ওয়াশিংটন, ৩০ জানুয়ারি : রিগ্যান ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে স্ত্রীকে নিতে এসেছিলেন বছর তিরিশের তরুণ হামাদ রাজা। দুর্ঘটনার কয়েক মুহূর্ত আগে তাঁর স্ত্রী তাঁকে মোবাইল ফোনে বার্তা পাঠান, যাতে লেখা ছিল, '২০ মিনিটের মধ্যেই ল্যান্ডিং হবে।' রাজা তাঁকে উত্তর দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু মেসেজ পাঠানো সম্ভব হয়নি। তখনই তাঁর মনে হয় কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। তিনি বিপদের আঁচ পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

বুধবার স্থানীয় সময় রাত নটা নাগাদ আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান ও একটি ব্ল্যাক হক সামরিক হেলিকপ্টারের সংঘর্ষের পর দুটি যানই পটোম্যাক নদীতে পড়ে যায়। বিমানটি ওয়াশিংটনে আসছিল কানসাসের উইচিটা থেকে।

রাত নটা নাগাদই বিমানবন্দরে নামার কথা ছিল ৫৩৪২ বিমানটির। তাতে কর্মী সহ ৬৪ জন যাত্রী ছিলেন। সেই যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন হামাদের স্ত্রীও। দু'চোখ ভরা জল নিয়ে এক সংবাদমাধ্যমকে হামাদ বলেন, 'আমি এখন প্রাণপণে প্রার্থনা করছি, কেউ যেন ওকে নদী থেকে উদ্ধার করে এই মুহূর্তে।' তখনও হামাদ জানেন না, বিমানের কোনও যাত্রীই আর বেঁচে নেই।

সর্বদলে ছাপ ফেলল মহাকুম্ভের দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তৃতীয় বার কেন্দ্রের ক্ষমতা দখলের পর শনিবার প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাধারণ বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তার আগে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের ডাকা সর্বদল বৈঠকে মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা নিয়ে সরব হল তৃণমূল, সপার মতো বিরোধী দলগুলি। তার পাশাপাশি বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে রাজ্যপালের ভূমিকা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, ইউজিসির খসড়া বিধি ও অর্থনীতি সংক্রান্ত ইস্যু নিয়েও সুর চড়ায় বিরোধী দলগুলি। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অবশ্য কুম্ভের দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

তবে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কুম্ভ মেলার ঘটনায় কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে রেয়াত করা হবে না। এদিকে বিরোধীদের পাশাপাশি এবার এক দেশ, এক ভোট নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার দাবি তুলেছে এনডিএ শরিক জেডিইউ। সূত্রের খবর, জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় ঝা বিরোধীদের সুরে সুর মিলিয়ে এই ইস্যুতে সমস্ত পক্ষের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনার দাবি তুলেছেন। সংসদীয় কমিটিগুলির কাজকর্ম নিয়েও এদিন সরব হয় বিরোধী দলগুলি। এদিন সংসদে আসন পরিবর্তনের বিষয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এনডিএ-র শরিকরা।

এদিন তৃণমূলের তরফে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। সুদীপ বলেন, 'বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করা চলবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে হবে।' বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে সংসদে বিবৃতি দিতে হবে বলেও দাবি তোলেন তিনি। তবে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন যেভাবে ভেস্তে গিয়েছে তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্য কেন্দ্রকে সতর্ক করে দিয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বিরোধীরা ইস্যু তুলে ধরে, কিন্তু সংসদ চালানোর দায়িত্ব সরকারের।'

তৃণমূলের অভিযোগ, আগের অধিবেশনেও বাংলাদেশ ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানানো হলেও কেন্দ্র কোনো বিবৃতি দেয়নি। এছাড়া, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমার ওপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহার এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে স্বস্তি দিতে আয়করের সীমা বাড়ানোর দাবিও তোলে তৃণমূল। ডিএমকে-র তরফে ইউজিসি খসড়া বিধি ছাড়াও রাজ্যগুলির আর্থিক সহায়তা, রাজ্যপালদের ভূমিকা ও শ্রীলঙ্কার মৎস্যজীবীদের ইস্যু নিয়ে আলোচনা চাওয়া হয়েছে। অপরদিকে আপের তরফে সাংসদ তহবিল বৃদ্ধির দাবি তোলা হয়েছে। আরজেডি আয়ের বৈষম্য ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানিয়েছে। এদিনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ছিলেন কিরেন রিজিজু, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, অর্জুন রাম মেঘওয়াল।

বাজেট অধিবেশনের আগে বৈঠকে শাসক-বিরোধীরা। নয়াদিল্লিতে।

সুদানে বিমান দুর্ঘটনা

এক ভারতীয় সহ মৃত ২০

জুবা, ৩০ জানুয়ারি : দক্ষিণ সুদানে যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এক ভারতীয় সহ ২০ জন। বিমানে পাইলট ও কো-পাইলট সহ ২১ জন যাত্রী ছিলেন। মৃতদের মধ্যে ১৭ জন সুদানি, ২ জন চিনা ও একজন ভারতীয়। বেঁচে গিয়েছেন সুদানি ইঞ্জিনিয়ার। তিনি স্থানীয় বেনটিউ স্টেট হাসপাতালে ভর্তি। ইউনিটি প্রদেশের তথ্য বিষয়ক মন্ত্রী গেটওয়ে বিপাল জানিয়েছেন, ভেঙে পড়া বিমানটি চিনের একটি তেল প্রস্তুতকারী সংস্থার। যাত্রীরা প্রত্যেকেই সংস্থার কর্মচারী। ইউনিটি প্রদেশ থেকে রাজধানী জুবার যাওয়ার পথে দুর্ঘনটা ঘটে।

স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী সেনা

ভোপাল, ৩০ জানুয়ারি : স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হলেন এক সিআরপিএফ জওয়ান। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার মধ্যরাতে স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হন ভোপাল রেঞ্জের জওয়ান রবিকান্ত ভার্মা (৩৫)। ভোপালের মিসরোড এলাকার একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন তাঁরা। রাত ১.৩০টা নাগাদ ভোপাল পুলিশের কন্ট্রোল রুমে ফোন করে স্ত্রীকে খুনের কথা জানান তিনি। এরপর বন্দুকের গুলিতে আত্মঘাতী হন। নিহত স্ত্রীর নাম রেণু ভার্মা (৩২)। একটি ইনসাস রাইফেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত দম্পতির একটি পুত্র ও কন্যা সন্তান রয়েছে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, রাতে উভয়ের ঝগড়ার পর গুলির আওয়াজ পান। দেহ দুটি ভোপাল এইমসে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

নিজ্জর খুনে দিল্লি যুক্ত নয়, জানাল কানাডার কমিশন

অটোয়া, ৩০ জানুয়ারি : খালিস্তানি জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনে ভারত জড়িত, পার্লামেন্টে গলা উঁচিয়ে তা বলেছিলেন কানাডার বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে প্রায় কূটনৈতিক যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলেন। নয়াদিল্লি প্রতিবাদ করেছিল। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে দু'দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়। লিবারাল পার্টির নেতা ট্রুডোর সেই বিষোদগারে কানাডার কমিশন জল ঢেলে দিল। কমিশন জানিয়েছে, নিজ্জর খুনে ভারতের জড়িত থাকার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ মেলেনি। ট্রুডোর বক্তব্যের ঠিক উলটো কথাই রিপোর্টে রয়েছে।

হরদীপ সিং নিজ্জর খুনে ভারত কোনওভাবেই জড়িত নয়। একথা প্রথম থেকেই জানিয়েছে নয়াদিল্লি। মোদি সরকার ট্রুডোর দাবিকে 'অযৌক্তিক' বলে অটোয়ার কাছ থেকে প্রমাণ পর্যন্ত চেয়েছে। কানাডা সরকার তা দিতে পারেনি।

প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাছে 'বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ' আছে বলে প্রথম থেকেই গলা চড়িয়ে গিয়েছেন লিবারাল পার্টির নেতা জাস্টিন ট্রুডো। নিজ্জর হত্যায় ভারতের যুক্ত থাকার কোনও প্রমাণ মেলেনি, একথা কানাডার তদন্ত কমিশন জানানোয় দুধ কা দুধ পানি কা পানি প্রমাণ হয়ে গেল।

২০২৩ সালের জুনে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারের এক গুরুদোয়ারা চত্বরে খুন হন নিজ্জর। খালিস্তানিদের সমর্থনে পুষ্ট ট্রুডো সরকার সেই বছর থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। একইসঙ্গে ২০২১-এর সাধারণ নির্বাচনের ফল ঘোরাতে নয়াদিল্লি হস্তক্ষেপ করেছে এই অভিযোগও করে অটোয়া। তার তদন্তে নেমে কমিশন একটি ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী কিছু অসার তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিজ্জর হত্যায় ভারতকে দুষেছে।

তদন্ত রিপোর্টের শিরোনাম 'পাবলিক এনকোয়ারি ইনটু ফরেন ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন ফেডারেল ইলেকটোরাল প্রোসেস অ্যান্ড ডেমোক্র্যাটিক ইন্সটিটিউশন'। কমিশনার মেরি জোসি হোগ জানিয়েছেন, কোনও বিদেশি দেশ নিজ্জর খুনে জড়িত নয়। তিনি এও বলেন, 'রাষ্ট্রের স্বার্থে পরিপন্থীমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রতিশোধমূলক কৌশল হিসেবে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।'

ওয়াকফ রিপোর্ট জমা দিল জেপিসি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল সংক্রান্ত জেপিসি তার চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিল। জেপিসির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে ওই রিপোর্ট তাঁর হাতে তুলে দেন। বিরোধীদের আপত্তি সত্ত্বেও বুধবার খসড়া রিপোর্টটি গ্রহণ করে জেপিসি। এদিন জগদম্বিকা পাল বলেন, 'স্পিকার আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আশা করি, সেই দায়িত্ব আমরা পূরণ করতে পেরেছি। সরকার নতুন আইন তৈরির আগে আলোচনা চেয়েছিল। সমস্ত সদস্য যেভাবে এই বিলে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন তাতে গরিব, মহিলা এবং শিশুরা অবশ্যই উপকৃত হবেন।' বাজেট অধিবেশনেই ওয়াকফ সংশোধনী বিলটি পাশ করাতে মরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার। এবার মোট ১৬টি বিল পেশ করার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করছে। কারণ, শাসকদল তৃণমূল মনে করে, এটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার খর্ব করতে পারে এবং রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এই কারণে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির প্রয়াণ দিবসে বাজছে মিলিটারি ব্যান্ড। বৃহস্পতিবার, নয়াদিল্লির রাজঘাটে।-পিটিআই

কেজরি কাঁটায় বিদ্ধ সিইসি

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : যমুনার জল বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমার। যমুনার জল নিয়ে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বক্তব্যের বিরুদ্ধে এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং হরিয়ানার বিজেপি সরকার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। সেই বিতর্কের পারদ এদিন তুঙ্গে উঠেছে নির্বাচন কমিশনের তরফে কেজরিকে একটি নোটিশ পাঠানো ঘিরে। সিইসি তাঁকে শুক্রবার সকাল ১১টার মধ্যে এই সংক্রান্ত পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পাশাপাশি নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তথ্যপ্রমাণ দিতেও বলেন। তা না হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কমিশন।

এই ঘটনায় সিইসি-কে তীব্র ভাষায় তোপ দাগেন কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন দিল্লিতে যেভাবে প্রকাশ্যে টাকা ও কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে সেটা দেখতে পায় না। তারা রাজনীতি করছে। কারণ, রাজীব কুমার অবসরের পর একটি পদ চান। রাজীব কুমার যদি চান তাহলে দিল্লির যে কোনও আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।' কেজরির তোপ, 'ইতিহাস সিইসি-কে কখনও ক্ষমা করবে না। নির্বাচন কমিশনের এতটা দুর্দশা আগে কখনও হয়নি।' এদিন সিইসি-কে যমুনার জল খাওয়ার চ্যালেঞ্জ জানান আপ সুপ্রিমো। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে ২০ বোতল জল রয়েছে। আমরা তিন বোতল নির্বাচন কমিশনে পাঠাব। রাজীব কুমার এবং তাঁর নির্বাচন কমিশনাররা সেই সাংবাদিক বৈঠকে খেয়ে দেখান।' এদিন আপ সুপ্রিমোর সঙ্গে দিল্লির ভোটপ্রচারে নামেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব।

এদিকে যমুনা বিতর্কের মধ্যেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী অভিযোগ করেন, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের দিল্লির কাপুরথালা হাউসে দিল্লি পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে। দিল্লি পুলিশ অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বরং একটি অভিযোগের তদন্তে নয়াদিল্লির জেলা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে একটি দল কাপুরথালা হাউসে গিয়েছিল।

কং-আপ যুদ্ধে লাভ পদ্মের

চণ্ডীগড়, ৩০ জানুয়ারি : বিরোধী শিবিরে খেয়োখেয়ির ফলে নেপোয় যে দই খাবেই সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল চণ্ডীগড় মেয়র পদে নির্বাচন। দিল্লি বিধানসভা ভোটে আপ-কংগ্রেসের সম্পর্কে ফাটল ধরায় তার জের পড়ল চণ্ডীগড় পুরসভাতে। যার জেরে পুরসভার মেয়র পদটি বিজেপির কাছে খোয়াল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। বৃহস্পতিবার ৩৬ সদস্যের চণ্ডীগড় পুরসভার মেয়র পদে নির্বাচন ছিল। তাতে ১৯টি ভোট পেয়ে বিজেপির হরপ্রীত কৌর বাবলা মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছেন। আপ-কংগ্রেস জোট থেকে ক্রস ভোটিংয়ের ফলে চণ্ডীগড় পুরসভার মেয়র পদে পদ্ম শিবির অনায়াসে জয় পেয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে মেয়র পদ না পেলেও ডেপুটি মেয়র পদে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী তরুণা মেহতা।

৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা ভোট। তার আগে আপ-কংগ্রেসের দ্বন্দ্বে বিজেপি মেয়র পদে জয়ী হওয়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে ইন্ডিয়া শিবিরের অন্দরে। প্রিসাইডিং অফিসার জানিয়েছেন, এদিন ৩৬টি ভোট পড়েছে। বাবলা পেয়েছেন ১৯টি ভোট। তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস সমর্থিত আপ প্রার্থী প্রেমলতা পেয়েছেন ১৭টি ভোট। বিরোধী জোটের তিন সদস্য ক্রস ভোট করে বিজেপি প্রার্থীকে জিতিয়ে দিয়েছেন। চণ্ডীগড় পুরসভায় বিজেপির কাউন্সিলারের সংখ্যা ১৬, অপরদিকে আপ-কংগ্রেস জোটের হাতে রয়েছে ১৯ জন কাউন্সিলার। চণ্ডীগড়ের কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারিকে নিয়ে মোট ২০ জনের সমর্থন ছিল জোটের হাতে। তারপরও মেয়র পদ ধরে রাখতে না পারায় ইন্ডিয়া জোট নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ডেপুটি মেয়র পদে কংগ্রেস ১৯টি ভোট পেয়েছে। অপরদিকে বিজেপি পেয়েছে ১৭টি ভোট। ভোটের আগে কংগ্রেস কাউন্সিলার গুরবক্স রাওয়াত বিজেপিতে যোগ দেন।

চণ্ডীগড়

ধর্ষণের ফাঁসে কং সাংসদ

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : সাংবাদিক বৈঠক থেকে টেনে তুলে কংগ্রেসের সীতাপুরের সাংসদ রাকেশ রাঠোরকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে এক মাঝবয়সি মহিলাকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগে এফআইআর হয়েছে। সীতাপুরের পুলিশ সুপার চক্রেশ মিশ্র জানিয়েছেন, প্রায় দু'সপ্তাহ গা-ঢাকা দিয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ।

১৭ জানুয়ারি ওই মহিলা রাঠোরের বিরুদ্ধে অভিযোগে জানান, কংগ্রেস সাংসদ তাঁকে গত চার বছর ধরে যৌন হয়রানি করেছেন। তিনি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং রাজনৈতিক কেরিয়ার তৈরির আশ্বাস দিয়ে প্রতারণা করেন তাঁকে। ওই মহিলা ফোন কলের বিস্তারিত তথ্য ও কল রেকর্ডিং জমা দিয়েছেন পুলিশের কাছে।

গত সপ্তাহে ওই মহিলার স্বামীও পৃথক একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, রাঠোর ও তাঁর ছেলে মামলা মিটমাট করার জন্য তাঁদের চাপ দিচ্ছেন। বুধবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ রাঠোরের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে তাঁকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। এর আগে ২৩ জানুয়ারি সীতাপুরের এমপি-এমএলএ আদালতও তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল।

শিলবাড়িহাট হাইস্কুল

শিক্ষা সম্মেলনে ডানা মেলে প্রতিভারা

সুভাষ বর্মন

অরূপ দাস ২০১৬ সালে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। আমন্ত্রণ পেয়ে শিলবাড়িহাট হাইস্কুলে আয়োজিত প্রাক্তনীদের পুনর্মিলনে এসেছিলেন তিনি। সেখানেই শিক্ষকের শাসনের স্মৃতিচারণ করলেন। স্কুলে একদিন দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া লেগেছিল। সেই খবর পেয়ে দুজনকে ডাকেন তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ননীগোপাল রায়। দোষ থাকায় অরূপের হাতে বেতের বাড়ি পড়ে। দাগ পড়ে গিয়েছিল। সেটা দেখে আবার প্রধান শিক্ষক তাঁর হাতে মলম লাগিয়ে দেন। অরূপের কথায়, 'সেদিন থেকে ওই সহপাঠী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হয়ে উঠেছিলাম তারপর থেকে।' তাঁর আক্ষেপ, 'শিক্ষকরা এখন আর লাঠি নিয়ে ক্লাসে ঢোকেন না। অথচ এমন শাসনের কিন্তু বিরাট গুণ।'

১৯৮৬ সালের ব্যাচের অণিমা দাসের স্মৃতিতে আজও রঙিন ভূগোল স্যরের ক্লাস। শচীন তালুকদার নামে ওই শিক্ষক ম্যাপের দিকে না তাকিয়ে বহু জায়গা সম্পর্কে গড়গড় করে তথ্য বলে দিতেন। ভৌগোলিক অবস্থান যেন তাঁর কাছে জলভাত ছিল। অণিমার কথায়, 'তখন স্কুলের পরিকাঠামো খুব বেশি ভালো ছিল না। কিন্তু স্যর, ম্যামরা পড়ানোয় খামতি রাখতেন না।'

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলে প্রতিবছর ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারি- চারদিন ধরে বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। যার পোশাকি নাম, 'শিক্ষা সম্মেলন'। এই সম্মেলনের মাধ্যমে পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়। এবছর প্রথম দিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। তারপর হয় আন্তঃশ্রেণি ফুটবল ও দাবা প্রতিযোগিতা। সেদিনই পড়ুয়াদের তৈরি মডেলের প্রদর্শনীকক্ষের উদ্বোধন হয়েছিল। সপ্তম শ্রেণির দৈবিক ভুঁইয়া বনাঞ্চলে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার, অষ্টম শ্রেণির নিশান্ত পাল কলকারখানার নোংরা জল পরিষ্কার করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার, নবম শ্রেণির সমার্পণ দাস নিউরোনের বিভিন্ন অংশের সহজ চিহ্নিতকরণ নিয়ে মডেল তৈরি করেছিল।

প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায়ের কথায়, 'শিক্ষা সম্মেলন পড়ুয়াদের অনুপ্রাণিত করে। প্রতিযোগিতার মানসিকতা তৈরি হয়। সংস্কৃতি চেতনা গড়ে ওঠে। তবে এবার পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে আমাদের বাড়তি পাওনা প্রাক্তনীদের স্মৃতিচারণা।'

দ্বিতীয় দিন হয়েছে বসে আঁকো, নাচ ও গানের বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতা। সূচিতে ছিল তাৎক্ষণিক বক্তৃতার প্রতিযোগিতাও। সবক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শ্রেণির পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সেদিন ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় দিন অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস। সেদিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। তারপর মঞ্চে একে একে পরিবেশিত হয় নানা অনুষ্ঠান। তাৎক্ষণিক অভিনয়, মূকাভিনয়, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

সেদিনই ছিল প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন। স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ননীগোপাল রায় এসেছিলেন। 'অভি' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন অতিথিরা। সেখানে স্কুল পড়ুয়াদের নানা স্বাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সন্ধ্যায় সবাই মিলে কেক কেটে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করে।

২৬ জানুয়ারি সকালে পালিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস। সম্মেলনের শেষ দিনে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে উপস্থিত ছিলেন। সেদিনই পরিবেশিত হয় পড়ুয়াদের অভিনীত নাটক। 'ফুল' চরিত্রে অভিনয় করেছিল জয় বর্মন। ফুলের বাবা আর মায়ের ভূমিকায় ছিল জগন্নাথ বর্মন ও গোপেশ রায়। কুণাল বর্মন একজন স্কুল শিক্ষকের চরিত্রে পাঠ করে। দুই ছাত্রীর চরিত্রে তৃষাণ গোস্বামী ও শুভম রায়। ভূতের চরিত্রে ছিল দীপ বর্মন ও রাজদীপ বিশ্বাস। এই নাটকটি পরিচালনা করেন শিক্ষক উজ্জ্বল বর্মন। 'স্কুলছুট ও বাল্যবিবাহ রুখতে একটি মেসেজ' নামক নাটকটি পরিবেশন করে প্রশংসিত হয় খুদেরা।

গয়েরকাটা উচ্চবিদ্যালয়

পুরোনো সেই দিনের কথা

জিষ্ণু চক্রবর্তী

একসময় গয়েরকাটার পড়ুয়াদের প্রাথমিক পাঠের ভরসা ছিল রিডিং ক্লাব প্রাঙ্গণে ভবানী মাস্টারমশাইয়ের পাঠশালা। তারপরের পড়াশোনার জন্য তাদের যেতে হত বাইরে। সেই চাহিদা থেকে ১৯৫১ সালের ২ জানুয়ারি পথ চলা শুরু গয়েরকাটা উচ্চবিদ্যালয়ের। এগিয়ে এসেছিলেন সমাজসেবী হীরালাল ঘোষ। শিক্ষকদের বেতন সহ স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে সার্বিকভাবে সাহায্য করেন নিত্যগোপাল পাল, ডাঃ ননীগোপাল চক্রবর্তী, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

কাঠ এবং টিনের সেই স্কুলটি ১৯৬৩ সালে মাধ্যমিকের অনুমোদন পায়। ১৯৮৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীতকরণ। পড়ুয়াদের অনেকে এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে কর্মরত। কিন্তু শিকড়টা ভোলেননি তাঁরা। বটবৃক্ষের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে গত এক বছর ধরে নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। মূলপর্বের অনুষ্ঠান হল ২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।

সেখানে মূল আকর্ষণ ছিল প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের পুনর্মিলন। ২৩ জানুয়ারি স্কুল প্রাঙ্গণে আসরটি বসে। পুরোনো শিক্ষকদের আশীর্বাদ নিতে ভোলেননি কেউ। কেউ সেখানে গাইলেন 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম', কারও আবার মনে পড়ে গেল 'পুরোনো সেই দিনের কথা'। পুনর্মিলন উৎসবে প্রাক্তন প্রবীণ শিক্ষক গোপালচন্দ্র সরকার শোনালেন প্রতিষ্ঠানের পুরোনো দিনের কথা। বিকাশ সরকার, কুণাল সরকারের মতো ভিনরাজ্যে কর্মরত প্রাক্তনীরা ভাগ করে নিলেন নিজেদের বাল্যজীবনের স্মৃতিকথা। সেদিন রাতে মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করেন আমন্ত্রিত শিল্পী স্নেহা ভট্টাচার্য। এর পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে বেরিয়েছিল শোভাযাত্রা। ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের মূলপর্বের সূচনা করেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদ। সেদিন স্কুলের বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয় নাটক, গান আর বসে আঁকোয়। ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং খেলাধুলোয় অংশ নেন। শেষ দিনের অনুষ্ঠান জমিয়ে তোলেন আমন্ত্রিত শিল্পী রাজ বর্মন।

প্রধান শিক্ষক তপন দে সরকারের কথায়, '১৯৫১ সালে আমাদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সারাবছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছি। বিদ্যালয়ের এই প্রয়াসে সমস্ত প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই আমরা এত সুন্দর আয়োজন করতে পারলাম।' স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি দেবার্ঘ্য চৌধুরীও সুষ্ঠুভাবে এত বড় আয়োজনের জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

তুমি, আমি আর বসন্তপঞ্চমী

বাগদেবীর প্রশ্রয়ে মিষ্টি মুহূর্তের ভিড়ে

চিরদীপা বিশ্বাস

প্রাইমারি, হাইস্কুল আর কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে এবার ইউনিভার্সিটি লাইফেরও এক্কেবারে শেষ লগ্নে। ছাত্রজীবনের সেরা উৎসব কড়া নাড়ছে, যাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য জেনারেশনের মতো আমরাও বুঝতে শিখছি 'বড় হওয়া কারে কয়'। নিজের জন্য কেনা হলুদ শাড়ি পরে বাবার হাত ধরে ঘোরাটা বদলে গিয়েছে মায়ের কালেকশনের সেরা কোনও একখানা শাড়ি পরে বন্ধু বা প্রিয়জনের সঙ্গে বেরোনোতে।

আমার মতো প্রবাসী কারও কারও তো আবার পর্যাপ্ত ছুটি অমিল। অতএব ছোট্টবেলার স্কুল-কলেজের মজা, পুরোনো বন্ধুদের রিইউনিয়ন মিস করার আফসোস। অন্যদিকে, নতুন প্রতিষ্ঠানের নতুন বন্ধুদের সঙ্গে নব অভিজ্ঞতার দরজা খোলা। এভাবেই বছর বছর বীণাপাণির আরাধনার চালচিত্রে রঙের বদল ঘটে চলেছে।

তবে এতকিছুর মাঝে স্কুলজীবনটা এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। পুজো পরিকল্পনা থেকে শুরু করে অন্য বিদ্যালয়ে কার্ড বিলি, পুজোর আগের দিন ম্যাডামদের সঙ্গে হইহই করে বাজার করা, ঠাকুরের বাসন মাজা, আলপনা আঁকা, রাতভর ডেকোরেশনের কাজ ও নাচতে নাচতে প্রতিমা আনতে যাওয়া- এরকম কত্ত কী। অদ্ভুতভাবে এইসময় সবথেকে রাগী দিদিমণিটাও যেন বন্ধু হয়ে যান। কে জানে, নিজের স্কুলবেলার স্মৃতিতে হারিয়ে যান হয়তো।

কলেজ, ইউনিভার্সিটি আবার এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। শাসনের চোখরাঙানি-টাঙানির লেশমাত্র নেই। সরস্বতীপুজোর ওই একটা দিন বালকদিগের অবাধ প্রবেশের অনুমতি থাকে বালিকা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতে। এগজিবিশনের ছবি দেখার অছিলায় সদ্য টিনএজ চোখ তখন অন্য কাউকে খুঁজতে ব্যস্ত। কিন্তু এই লুকোচুরি, ভয়ে দুরুদুরু বুক কলেজজীবনে ফুলেফেঁপে এক্কেবারে বত্রিশ ইঞ্চি। শাড়ি-পাঞ্জাবির রংমিলান্তি তখন তারা শিখে যায়। বুঝে যায় ১৪ ফেব্রুয়ারি নয়, বরং বাঙালির প্রেম দিবস তো এই দিনটাই।

স্কুলজীবনের 'আজ আড়ি, কাল ভাব' বদলে তখন গলায় 'প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া'র সুর। সেলফি, রিলের কোলাজে ভরে ওঠে ইনস্টা।

শাড়ি, পাঞ্জাবির রং মেলান্তি

শিবশংকর সূত্রধর

কাঙ্ক্ষিত সেই সময় দাঁড়িয়ে দুয়ারে। 'বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে'। নামকরণ কে করেছিলেন, জানে না কেউ। কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনায় গা ভাসাতে তৈরি সবাই। পছন্দের শাড়ি ধোয়া-ইস্ত্রির পর সযত্নে রাখা আলমারির প্রথম সারিতে, যাতে সেদিন সকালে খুঁজে পেতে ঝক্কি পোহাতে না হয়। কেউ সরাসরি, কেউ বা ঘুরিয়ে প্রিয় মানুষকে নিজের শাড়ির রং বলে দিয়েছে, যেন ম্যাচিং করে পাঞ্জাবিটা পরে সে আসে। কিন্তু... হাঁদারাম বুঝবে তো রং মেলান্তির অঙ্ক।

সরস্বতীপুজো মানে প্রেমিকা বা ক্রাশকে শাড়িতে দেখে জ্ঞান হারানোর উপক্রম। সরস্বতীপুজো মানে নিমন্ত্রণের অছিলায় গার্লস স্কুলে ঢোকার অনুমতি। সরস্বতীপুজো মানে অঞ্জলির ফাঁকে তাঁর দিকে ফুল ছুড়ে দেওয়া। সারাবছর বইয়ে মুখ গুঁজে রাখা ফার্স্ট বেঞ্চাররাও বাগদেবীর পুজোর দিন পাতা ওলটায় না। কারণ বড়রা বলে দেবীর নাকি সেটা পছন্দ নয়। দিন কাটে দেদার আড্ডা, খাওয়াদাওয়া, ঘোরাফেরা আর প্রেমে। তবে 'সদা সিঙ্গল'-দের ভরসা বন্ধুরাই।

অনেকদিন আগে থেকে এসবের প্ল্যানিং চলে। এ ব্যাপারে কথা হচ্ছিল কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজের পড়ুয়া ঋক চক্রবর্তীর সঙ্গে। কলেজের এক সহপাঠীকে সে মন দিয়ে ফেলেছে। প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে দুজনেই। বলল, 'আমাদের এবারই প্রথম সরস্বতীপুজো। তাঁকে প্রথমবার শাড়িতে দেখার এক্সাইটমেন্ট বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু এই অপেক্ষা যেন শেষ হতে চাইছে না।'

পুজোর অন্তত ১০-১২ দিন আগে থেকে স্কুল-কলেজে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। সাধারণত পড়ুয়ারাই অন্য স্কুল বা কলেজে গিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানের হয়ে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসে। সেই দায়িত্ব কে নেবে, তা নিয়ে নাকি রীতিমতো কাড়াকাড়ি লেগে যায়!

কিন্তু কেন? দিনহাটার এক বয়েজ স্কুলের ছাত্র খুলল সেই রহস্যের জট, 'এই একটা সময় গার্লস স্কুলের সীমানা পেরোতে পারি। নিমন্ত্রণের কার্ড হাতে নেওয়া মানে অনুমতিপত্র সঙ্গে থাকা। ওদের স্কুলে ঢোকার সময় বেশ একটা হিরো হিরো ভাব আসে।' এই কথা শুনে পাশে দাঁড়ানো ওর বন্ধুরা হো হো করে হেসে উঠল।

তবে শুধু 'নিজেদের স্বার্থে' নয়। অনেক পড়ুয়াই স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয় সব দায়িত্ব। তেমন একজন জলপাইগুড়ির প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের দেবশ্রী কার্জি। তাঁর কথায়, 'পুজোতে আমরা গোটা কলেজ সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলি। পুজোর বাজার থেকে আলপনা আঁকা- সবকিছুই করতে হয়।' শুধু কি তাই! নাচতে নাচতে প্রতিমা আনা, পুজোর সকালে জোগাড়, তারপর সবাইকে প্রসাদ দেওয়া। পুজো শেষে অবশ্য নিজেকে সময় দেয় দেবশ্রীর মতো দায়িত্ববানরা। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, রিলস বানানো- সব চলে সমানভাবে।

সরস্বতীপুজোয় কোন শাড়িতে সেরা লুক আসবে, তা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা চলে। শিলিগুড়ির সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী সবিতা রায়ের ব্যাখ্যায়, 'সরস্বতীপুজো মানেই শাড়ি। প্রতিবার সেটাই পরি। সঙ্গে মানানসই সাজ। এবারেও দারুণ মজা হবে পুজোয়।'

তিথি অনুযায়ী এবছর সরস্বতীপুজো দু'দিন। ২ আর ৩ ফেব্রুয়ারি। কে কোনদিন ঘুরতে বের হবে, প্ল্যানিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ পার্ট সেটা। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মিলন মাহাতো জানাল, সে কবে ঘুরতে বের হবে, এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি। তবে গার্লফ্রেন্ড স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও একদিন দুপুর শুধু তাঁর জন্য বরাদ্দ করতে হবে। অন্তত তিন ঘণ্টা সময় তো লাগবেই ঘুরতে।

স্কুলজীবনের পুজো প্রত্যেকের কাছে 'স্পেশাল'। তাই অনেকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিতে পা রাখলেও ছেড়ে আসা ক্যাম্পাসে অন্তত একবার হলেও পা রাখে। 'স্কুলজীবনে যে আনন্দ আর উত্তেজনা ছিল, তা ফের অনুভব করতে পারি। নস্টালজিয়ার গন্ধ মেখে সেই দিনগুলোকে আবার একটু ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পাই। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে মন খুলে হাসি। সেজন্যই তো প্রতিবারের মতো এবারও পুজোয় স্কুলে যাব', বলল জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ অফ কমার্সের ছাত্র অভিনয় মাহাতো।

লোকে বলে, কলেজে উঠলে নাকি 'একজোড়া ডানা গজায়।' সেই কলেজজীবনের প্রথম পুজো একটু বিশেষ তো হবেই। আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের পড়ুয়া রেশমি ভৌমিকের এবার প্রথম পুজো। জানাল, সকালেই সে কলেজে যাবে। সবাই মিলে আড্ডা দেবে।

আর বাকিটা কী লুকিয়ে গেল তরুণী? হয়তো। মনের কথা জানা কি অত সহজ!

সামনে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক। তাই ওই পরীক্ষার্থীদের পুজোর আনন্দে ভাটা পড়েছে। সেই দলে শিলিগুড়ির জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দেবস্মিতা বৈদ্য।

-কী করবে সারাদিন

-ঘোরাঘুরি অনেকটা কম হবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা এবছর আর হল না। তবে ঠাকুরের আশীর্বাদ নিতে স্কুলে যাব।

(তথ্য সহায়তা : তমালিকা দে, অভিজিৎ ঘোষ ও অনীক চৌধুরী)

২৫ বছরে হাতিঘিসা উচ্চবিদ্যালয়

মহম্মদ হাসিম

২০০১ সালে নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতে মানঝা নদীর তীরে স্থাপিত হয় হাতিঘিসা উচ্চবিদ্যালয়। ৫৬ জন পড়ুয়াকে নিয়ে পথ চলা শুরু হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাকালে নিজস্ব ভবন ছিল না। তখন সেবদোল্লাজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস চলত। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে সেবদোল্লাজোতে স্কুলের ভবন নির্মাণ শুরু হয় ২০০২ সালে। ২০০৬ সালে মাধ্যমিক স্তরের অনুমোদন মেলে। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠান উন্নীত হয় উচ্চমাধ্যমিক স্তরে। বর্তমানে পড়ুয়া সংখ্যা ৯০০। স্থায়ী শিক্ষক রয়েছেন ২৮ জন আর শিক্ষাকর্মী তিন। পরিকাঠামোগত দিক থেকে প্রতিষ্ঠানটি এখন অনেকটা উন্নত। ১৪টি সাধারণ শ্রেণিকক্ষ ছাড়াও রয়েছে তিনটি স্মার্ট ক্লাসরুম। রয়েছে মাল্টিজিম, কম্পিউটার রুম, আইসিটি ক্লাসরুম এবং লাইব্রেরি রুম।

এই বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপন উৎসবের সূচনা হল জানুয়ারিতে। তিনদিন ধরে চলল অনুষ্ঠান। এরপর সারাবছর ধরে নানা কর্মসূচি রয়েছে। সূচনাপর্বের প্রথম দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিদ্যালয়ে যোগদানকারী প্রথম শিক্ষক অশোককুমার বসাক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রধান শিক্ষক শান্তনু পাল। সেদিন একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হাতিঘিসার বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। তাতে পা মেলান পড়ুয়া থেকে শিক্ষকরা।

স্কুলে 'ওয়াটার ফিল্টার মেশিন' উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। উদ্বোধন করা হয় উই লাভ হাতিঘিসা হাইস্কুল লেখা বেদি। ২৫ বছর পূর্তির স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে স্কুল প্রাঙ্গণে চারা রোপণ করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রকাশিত হয় বিদ্যালয় পত্রিকা 'বনলতা'র বিশেষ সংস্করণ। প্রতিষ্ঠিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষমূর্তি। সেদিন পরিবেশিত নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে নজর কেড়েছে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীদের নৃত্যানুষ্ঠান 'গুরুব্রহ্মা', গুরুবিষ্ণু' ও 'সরস্বতী বন্দনা'। প্রশংসিত হয় নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের দ্বারা কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা পাঠ, নৃত্যানুষ্ঠান 'ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি'। এসবের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক রানা বর্মনের মাউথ অর্গানের সুর সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল ওইদিন।

পরবর্তীতে আমন্ত্রিত শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় জমে গিয়েছিল ক্যাম্পাসে। সংগীত পরিবেশন করেন সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায় ও গৌরী মিত্র। সূচিতে ছিল বিশিষ্ট ভাওয়াইয়াশিল্পী সবিতা রায়ের সংগীতানুষ্ঠানও। এসবের পাশাপাশি শিলিগুড়ি সৃজনসেনার নাটক মঞ্চস্থ হয় প্রথম দিন।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানসূচিও ছিল বৈচিত্র্যময়। কবিতা পাঠের বিশেষ আয়োজন 'আবোল-তাবোল', একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের নৃত্যানুষ্ঠান, নৃত্যালেখ্য 'ঋতুরঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' এবং শিক্ষক মহম্মদ ইয়াহিয়া খানের আবৃত্তি সহ নানা কিছু। মঞ্চস্থ হয় মানব পুতুল পালা 'চিকিচ্ছে সংকট'। এছাড়া পড়ুয়াদের অভিনীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক 'রোগের চিকিৎসা'-র প্রশংসা করেন অতিথিরা। সেদিন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বেতার ও দূরদর্শনের বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সুমা সাহা পালকে। এছাড়া সূচিতে ছিল রিয়েলিটি শো খ্যাত পুষ্পিতা মণ্ডলের সংগীতানুষ্ঠান ও সৌমিত বর্মনের নৃত্যানুষ্ঠান।

তৃতীয় দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছৌ নাচ পরিবেশন করেন পুরুলিয়ার 'কেশরগড় লায়াডি আদিবাসী জিতু সিং ছৌ নৃত্য পার্টি'-র শিল্পীরা। সবশেষে রিয়েলিটি শো খ্যাত দীপায়ন রায়ের গানে দর্শকদের মন মাতে।

বহু প্রাক্তনী এসেছিলেন অনুষ্ঠানে। তাঁদের মধ্যে একজন নীহার অধিকারী। বললেন, 'ভাইবোনদের পরিবেশনা সত্যিই খুব ভালো ছিল। তারা বাকিদের উৎসাহ জুগিয়েছে। এভাবে ছোটদের মধ্যে সৃজনশীলতা তৈরি হয়। পুরোনো অনেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। সবাই মিলে ভীষণ মজা করেছি।'

প্রধান শিক্ষক শান্তনু পাল অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে গিয়ে কিছু প্রয়োজনীতা সম্পর্কে জানালেন। এর মধ্যে রয়েছে ভবন ও প্রবেশদ্বারের সংস্কার, সৌন্দর্যায়ন। পরিস্রুত পানীয় জলের জন্য আরও একটি ফিল্টার মেশিন প্রয়োজন বলে দাবি তাঁর। দরকার আরও আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল এবং বেঞ্চ।

অর্ডার শুরু
ফুলের জন্য

দিনহাটার বেশ কয়েকটি ফুলের দোকানে গিয়ে জানা গেল, সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ফুলের অর্ডার দিতে দোকানে আসছেন তরুণী থেকে শুরু করে মহিলারা। বাদ পড়ছেন না তরুণরাও। সকলের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন, আলোকপাত করলেন **অমৃতা দে**।

> ফুলের অর্ডার নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। বিক্রিও হচ্ছে। ইতিমধ্যেই চাহিদা অনুযায়ী প্রচুর ফুল আমরা নিয়ে এসেছি দোকানে।
>
> **সুরজ সাহা**
> *ফুল ব্যবসায়ী*

দিনহাটা, ৩০ জানুয়ারি : ফুলের দোকানে দাঁড়িয়ে উনিশ-কুড়ি বছরের এক তরুণী তাঁর বান্ধবীকে ফোনে জানান, আজকেই ফুলের অর্ডার দিতে হবে সরস্বতীপুজোর জন্য। এরপর ফুল পাওয়া যাবে না। পেলেও চড়া দামে নিতে হবে। ফোনে বান্ধবীর কথা শুনেই তড়িঘড়ি দোকানে ছোটেন অপর বান্ধবী। এরপর সরস্বতীপুজোর জন্য তাঁদের খোঁপার ফুল সহ আর যা যা প্ল্যান রয়েছে সেই ফুলের অর্ডার দেন তাঁরা।

এক বান্ধবী অস্মিতা রায় বললেন, 'প্রতি বছর সরস্বতীপুজোর আগের দিন ফুল শেষ হয়ে যায়। আর যে কয়টি ফুল বেঁচে থাকে সেগুলো চড়া দামে বিক্রি হয়। তাই এ বছর কোনও ঝুঁকি না নিয়ে আগে থেকেই ফুলের অর্ডার দিয়ে রাখলাম।'

সরস্বতীপুজো মানে শুধু পলাশ ফুল নয়, দিনটি বাঙালির প্রেম দিবস হিসেবেও পরিচিতি পাচ্ছে। সেই সূত্রে মেয়েদের এই দিনটিকে ঘিরে আলাদা উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। বাসন্তী রঙের শাড়ির সঙ্গে খোঁপায় ফুল এবং গাজরা দিয়েই নিজেকে সাজিয়ে তোলার ঝোঁক বাড়ে। অপরদিকে প্রেমিকাকে একটি ফুল উপহার দেবার প্রবণতা দেখা যায় প্রেমিকদেরও। আর এই দু'পক্ষের ফুলের বিশেষ চাহিদায় খানিকটা বেশি রোজগারের মুখ দেখেন ফুল ব্যবসায়ীরা।

দিনহাটার বেশ কয়েকটি ফুলের দোকানে গিয়ে জানা গেল, সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ফুলের অর্ডার দিতে দোকানে আসছেন তরুণী থেকে শুরু করে মহিলারা। বাদ পড়ছেন না তরুণরাও। সকলের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন। আর চাহিদা অনুযায়ী দোকানে ফুলের সম্ভার নিয়ে হাজির ব্যবসায়ীরা।

ফুল ব্যবসায়ী সুরজ সাহার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, 'ফুলের অর্ডার নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। বিক্রিও হচ্ছে। ইতিমধ্যেই চাহিদা অনুযায়ী প্রচুর ফুল আমরা নিয়ে এসেছি দোকানে।'

দিনহাটায় চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ফুলের দামও। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এ বছর লাল রঙের গোলাপের মূল্য রয়েছে ১৫/২০ টাকা। তবে ডাচ গোলাপের মূল্য রয়েছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা। এছাড়াও চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন রঙের জারবেরা পাওয়া যাচ্ছে যার মূল্য ২০ টাকা। অনেকেই খোঁপায় গাজরার জন্য জুঁই ফুলের খোঁজ করছেন। বাজারে জুঁই ফুলের অভাব থাকায় সেই জায়গা নিয়েছে করণ ফুলের গাজরা। মূল্য রয়েছে ৮০/১০০ টাকা।

ফুল বিক্রেতাদের দাবি, পুজোর আগের দিন আরও জমে উঠবে বাজার। বাজারে ফুলের চাহিদা তুঙ্গে থাকায় খুশি ফুল ব্যবসায়ীরা।

কেমন দাম

এ বছর লাল রঙের গোলাপের মূল্য রয়েছে ১৫/২০ টাকা

ডাচ গোলাপের মূল্য রয়েছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা

বিভিন্ন রঙের জারবেরা পাওয়া যাচ্ছে যার মূল্য ২০ টাকা

জুঁই অমিল, করণ ফুলের গাজরা মিলছে ৮০/১০০টাকায়

হেরিটেজে অবৈধ দখলদারি
কেদার কুটিরে ক্লাবের থাবা

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

হেরিটেজ তালিকায় থাকা কোচবিহারের শতবর্ষপ্রাচীন কেদার কুটির।

কোচবিহার, ৩০ জানুয়ারি : হেরিটেজ তালিকায় নাম থাকলেও কোচবিহারের কেদার কুটির সহ সামনের চত্বরের গোটাটাই চলে গিয়েছে কার্যত ক্লাবের দখলে। মদনমোহনবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রয়েছে এই শতবর্ষ প্রাচীন ভবনটি। সারাবছরই এই ভবনটির চত্বরে বিভিন্ন ফাস্ট ফুডের ঠ্যালা থেকে শুরু করে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, চৌকি ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখা যায়। বছরের বিভিন্ন সময় সেখানে প্যান্ডেল করে চলে নানা ধরনের আমোদ আহ্লাদ। এছাড়া পিকনিক তো লেগেই থাকে।

এই চত্বরে বিশেষ করে ওই ভবনের মধ্যে নানা ধরনের অবৈধ কাজ চলে বলে বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, হেরিটেজ ভবনের ভেতরে বারান্দায় প্রচুর বাঁশ এবং শাটারিং-এর জিনিসপত্র, একটা কাঠের আলমারি সব গুছিয়ে রাখা। তবে কে বা কারা জিনিসপত্র রেখে সরকারি ভবন দখল করে রেখেছে তা নিয়ে মুখ খুলতে চাইলেন না সেখানকার কেউই। বারান্দাজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু চেয়ার-টেবিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ওই হেরিটেজ ভবনে একজন পাহারাদারও নাকি থাকেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন জানালেন, 'এখানে ক্লাবের অনেক জিনিস থাকে, তাই ওরাই পাহারাদার রেখেছে।' একটা সরকারি আবাসনে কী করে দিনের পর দিন ব্যক্তিগত জিনিস কেউ রাখতে পারে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

ওই চত্বরেই রয়েছে আরও দুটি ভগ্নপ্রায় সরকারি আবাসন। একসময় সেখানে এবিএন শীল কলেজের অধ্যাপকরা থাকতেন। বর্তমানে তারই একটির বারান্দায় ওই এলাকার কিছু ব্যবসায়ী মালপত্র রাখেন, এমনকি সেখানকার চাবিও তাঁদের কাছেই থাকে। একজনকে দেখা গেল অবলীলায় সেই আবাসনের গেটের তালা খুলে মালপত্র বের করতে। কেদার কুটিরের উত্তর দিকে ফাঁকা অংশ দিয়ে ওই দিককার ব্যবসায়ীরা এসে ভেতর থেকে জল নিয়ে যান। তাঁদের দোকানের সমস্ত আবর্জনা এই চত্বরের ভেতরেই জমা করে রাখা হয়।

প্রশ্ন উঠেছে

- কোচবিহারে কেদার কুটিরের সামনের চত্বর চলে গিয়েছে ক্লাবের দখলে
- ভবনের বারান্দায় বাঁশ এবং শাটারিংয়ের সামগ্রী, কাঠের আলমারি রাখা রয়েছে
- কে বা কারা জিনিসপত্র সরকারি ভবনে রেখেছে তা নিয়ে মুখ খুলতে চান না
- হেরিটেজ ভবনে এখন ক্লাব নিযুক্ত একজন পাহারাদারও নাকি থাকেন
- সরকারি আবাসনে কী করে ব্যক্তিগত জিনিস কেউ রাখতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

এই কেদার কুটিরে এক সময় থাকতেন কোচবিহার স্টেটের রাজ স্থপতি কেদারনাথ মজুমদার। পরবর্তীকালে এই বাড়িটি ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষদের সরকারি আবাস হিসাবে ব্যবহৃত হত। প্রাথমিকভাবে ভবনটি দ্বিতল থাকলেও পরবর্তীতে সংস্কার করার নামে এর ওপরের তলাটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কোচবিহারে হেরিটেজ তালিকা তৈরি হওয়ার সময় এই ভবনটির নামও তাতে আসে। শহরের বেশিরভাগ হেরিটেজ ভবনগুলি সংস্কার হলেও এখন পর্যন্ত সংস্কার করা হয়নি কেদার কুটিরকে। ওসি হেরিটেজ সৌমনা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, হেরিটেজ ভবনটি সংস্কারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এস্টিমেট করার জন্য ইতিমধ্যেই পূর্ত দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে। সেটা হাতে এলেই অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজের সরকারি সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাচ্ছে। অথচ তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই কলেজের অধ্যক্ষ নিলয় রায়ের। বললেন, 'কলেজের তরফ থেকে সেখানে কোনও নৈশপ্রহরী রাখা হয়নি।' তাঁকে এই পরিস্থিতির কথা জানানো হলে তাঁর স্পষ্ট উত্তর, 'আমার এই বিষয়ে কিছু জানা নেই। একটা টাকা আসার কথা রয়েছে, সেটা এলে ভবনটি সংস্কার করা হবে বলে শুনেছি।'

সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে স্বভাবতই অবাক কোচবিহার রয়েল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সহ সভাপতি কুমার সুপ্রিয়নারায়ণ। বললেন, 'কলেজ কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই ভবনটিকে যথাযথ মর্যাদায় রক্ষা করা।'

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

কোচবিহার, ৩০ জানুয়ারি : আগ্নেয়াস্ত্র হস্তান্তরের আগেই পুলিশের হাতে পাকড়াও হল এক দুষ্কৃতী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে পুলিশ হানা দিয়ে দুষ্কৃতীকে ধরে। পুলিশ জানায়, ধৃতের নাম সহিদুল আলি। তার হেপাজত থেকে একটি রিভলভার ও তিনটি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। সহিদুল তুফানগঞ্জের ঘোগারকুঠির বাসিন্দা। সে অন্য একজনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রটি হস্তান্তরের জন্য বিবেকানন্দ স্ট্রিট এলাকায় এসেছিল। সেই সময়ই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, যার কাছে সেটি হস্তান্তর করার চেষ্টা করা হচ্ছিল তাকেও খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

পথ দুর্ঘটনায় জখম পড়ুয়া

কোচবিহার, ৩০ জানুয়ারি : পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন কোচবিহার পলিটেকনিকের পড়ুয়া আলিমন মিয়াঁ। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গুঞ্জবাড়ি এলাকায় পলিটেকনিকের সামনেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী শিবা দাসের কথায়, 'আলিমন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি লরি এসে তাঁকে ধাক্কা মারে।' স্থানীয়রা আহত আলিমনকে উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠান। পুলিশ লরিটিকে আটক করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রূপকথার নাটক

কোচবিহার, ৩০ জানুয়ারি : 'রূপকথা' নাট্যগোষ্ঠীর ২৫ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে 'এখন ইলেকট্রা' নামক নাটক মঞ্চস্থ হল। গ্রিক ট্র্যাজেডিকে কেন্দ্র করে হওয়া এই নাট্যানুষ্ঠান দেখতে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়।

কোচবিহার পালপাড়ায় প্রতিমা হাতে শিল্পী। ছবি : জয়দেব দাস

আগাম বুকিং পুরোহিত

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৩০ জানুয়ারি : লক্ষ্মীপুজোর মতোই বাগদেবীর পুজোয় সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকে পুরোহিতের। স্কুল-কলেজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও সরস্বতীপুজোর সময় পুরোহিতের চাহিদা থাকে। হাতে আর দু'দিন বাকি। তারপরেই বাগদেবী সরস্বতীর আরাধনা। তবে সরস্বতীপুজোয় ফল ও ফুলের বাজার করার পাশাপাশি অন্যতম কঠিন কাজ হল পুরোহিত ম্যানেজ করা। তা সে বাড়ির পুজো হোক কিংবা পাড়ার পুজো। পুরোহিতকে সময়মতো হাজির করতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় সকলকে।

যদিও এবছর দু'দিন তিথি থাকায় কিছুটা হলেও স্বস্তি গৃহস্থ বাড়ি থেকে পুরোহিত সকলের মধ্যেই। প্রতি বছরই একদিনের তিথি থাকায় পুরোহিত নিয়ে রীতিমতো টানাটানি পড়ে যায়। আর তাই পুরোহিতকে ম্যানেজ করতে কখনও তাঁর সাইকেল দখল করা তো কখনও আবার পুরোহিত মশাইয়ের জুতো জোড়া বগলদাবা করতেও দেখা যায়। যদিও এ বছর দু'দিন তিথি থাকার কারণে অনেকটাই স্বস্তি পুরোহিত মহলে।

অনেকেই আবার পুরোহিত পাওয়ার ঝক্কি সামলাতে আগেভাগেই পুরোহিতকে বুক করে রেখেছেন। অন্তত এমনটাই বলছেন পুরোহিতরা। পুরোহিত কার্তিক চক্রবর্তী কথায়, 'সরস্বতীপুজোয় পুরোহিতের চাহিদা একটু বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে এক পাড়ায় ঢুকলে পাশের বাড়ি থেকেও ডাক এসে পড়ে। তখন না গেলেই বিপত্তি। কখনো-কখনো মোবাইল তো কখনও গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নিতেও পিছপা হন না গৃহিণীরা।'

> সরস্বতীপুজোয় পুরোহিতের চাহিদা একটু বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে এক পাড়ায় ঢুকলে পাশের বাড়ি থেকেও ডাক এসে পড়ে। তখন না গেলেই বিপত্তি। কখনো-কখনো মোবাইল তো কখনও গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নিতেও পিছপা হন না গৃহিণীরা।
>
> **কার্তিক চক্রবর্তী,** *পুরোহিত*

আরেক পুরোহিত উজ্জ্বল ভট্টাচার্যের কথায়, 'বছরে লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতীপুজোতেই সবচাইতে বেশি চাহিদা। নবীন প্রজন্ম নতুন করে এই পেশায় না আসায় পুরোহিতের সংখ্যা অনেকটাই কম। সেক্ষেত্রে এই সংকট থেকেই সমস্যা তৈরি হয়। তবে দেরিতে হলেও সকল বাড়িতেই পুরোহিত যান। এখন অবশ্য দিন পনেরো আগে থেকেই অনেকে পুরোহিত বুক করে রাখেন।'

গৃহবধূ অন্তরা রায়ের কথায়, 'পুজোয় বাজার করার চাইতেও পুরোহিত জোগাড় করা সবচাইতে কঠিন কাজ। তবে এবছর আগেভাগেই বুক করে রেখেছি।' অপর বাসিন্দা শম্পা দে'র কথায়, এবছর দু'দিন তিথি রয়েছে, তাই পুরোহিত জোগাড় নিয়ে টেনশন কম।

মায়ের শখে মেয়ের বাসন্তীরঙা শাড়ি

অমৃতা দে

সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে দিনহাটার বাজারে বাচ্চাদের জন্য রেডিমেড শাড়ি ও পাঞ্জাবি।

দিনহাটা, ৩০ জানুয়ারি : দিনহাটার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের রিঙ্কু সাহাকে দেখা গেল বস্ত্রালয়ে ঘুরে ঘুরে শাড়ি দেখছেন। তিনি জানালেন, 'আমার মেয়ে আছে, আর সরস্বতীপুজো সামনেই। তাই তার জন্যই শাড়ি কিনতে বেরিয়েছি।'

কথায় কথায় জানালেন তাঁর মেয়ের বয়স এক বছর। মনে হল এক বছরের বাচ্চার আবার শাড়ি হয় নাকি? নজর ঘোরাতেই চোখে পড়ল দিনহাটার প্রত্যেকটি বস্ত্রালয়ের সামনেই ঝুলছে হলুদ, সাদা, বাসন্তী রঙের বিভিন্ন ডিজাইনের বাচ্চাদের শাড়ি। শাড়ি কিনতে দোকানে উপচে পড়ছে ভিড়। সরস্বতীপুজোর জন্য আলাদা কেনাকাটা হয় সেটা দিনহাটার বাজার না দেখলে বোঝা দায়। এবার ছোট বাচ্চাদের জন্য প্রত্যেকটি বস্ত্রালয়ে আছে রেডিমেড শাড়ি। প্রায় এক বছরের বাচ্চারাও সেই শাড়ি পরতে পারবে বলে জানান ব্যবসায়ীদের একাংশ।

ব্যবসায়ী বিমল সাহার সঙ্গে কথা বলে জানা যায় ছোট বাচ্চাদের মায়েদের শখ থাকে শাড়ি পরাবে। সেই কথা মাথায় রেখেই রেডিমেড শাড়ি নিয়ে আসি শুধুমাত্র সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে। বিক্রিও হয় প্রচুর।

সরস্বতীপুজো মানেই বাঙালি মেয়েদের বাসন্তী রঙের শাড়িতে নিজেকে সাজিয়ে তোলার দিন। সরস্বতীপুজোকে ঘিরে বাঙালির ঘরের ছোট থেকে বড় প্রত্যেকটি মেয়ে নিজেকে একটু আলাদাভাবে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করে। অনেকেই রয়েছে প্রথমবারের মতো শাড়ি পরবেন তার শুরু হবে এই সরস্বতীপুজো থেকেই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শুধুমাত্র কন্যাসন্তানই নয়, সরস্বতীপুজোর ফ্যাশনে পিছিয়ে নেই ছোট ছেলেরাও। একইভাবে ছোট ছেলেদের জন্য হলুদ রংয়ের পাঞ্জাবিতে ছেয়ে গিয়েছে দোকান।

> মায়েদের শখ থাকে বাচ্চাদের শাড়ি পরানোর। সেই কথা মাথায় রেখেই রেডিমেড শাড়ি নিয়ে আসি শুধুমাত্র সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে। বিক্রিও হয় প্রচুর।
>
> **বিমল সাহা,** *ব্যবসায়ী*

শাড়ি এবং পাঞ্জাবি বিভিন্ন দামের রয়েছে। আড়াইশো-তিনশো টাকা থেকে শুরু হচ্ছে শাড়ি। বিভিন্ন ডিজাইন এবং বিভিন্ন কাপড়ের ওপর নির্ভর করছে শাড়ি এবং পাঞ্জাবির দাম। তবে দাম যাই হোক না কেন, সরস্বতীপুজোর দিন নিজেদের ছেলে ও মেয়েকে বাসন্তী রং বা হলুদ রঙের শাড়ি ও পাঞ্জাবিতে সাজিয়ে তুলতে মায়েরা মরিয়া হয়ে ছুটছেন দোকানে।

গান্ধির প্রয়াণ দিবস পালন

কোচবিহার ব্যুরো

৩০ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় মহাত্মা গান্ধির প্রয়াণ দিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কোচবিহারের ভিক্টর প্যালেসে দিনটি পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হয়েছে। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কোচবিহার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অঙ্গীরা দত্ত, কোচবিহার সদর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক প্রণব দে প্রমুখ

নিয়োগের দাবি

কোচবিহার, ৩০ জানুয়ারি : শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে কোচবিহার আদালতের কর্মীরা আন্দোলনে নামলেন। বৃহস্পতিবার তাঁরা আদালত চত্বরে বিক্ষোভ দেখান। কর্মীদের অভিযোগ, আদালতে ৩১৮ জন কর্মী থাকার কথা থাকলেও ৯২টি শূন্যপদ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ হচ্ছে না। আন্দোলনকারীদের তরফে মানিক দাস বলেন, 'শূন্যপদ থাকার জন্য একদিকে যেমন বাকি কর্মীদের উপর বাড়তি চাপ পড়ছে, তেমনই বিচার পেতে আসা মানুষেরও সমস্যা হচ্ছে। তাই সকলের সুবিধার জন্য দ্রুত শূন্যপদে নিয়োগ করা জরুরি।'

অনুষ্ঠান

তুফানগঞ্জ, ৩০ জানুয়ারি : আগামী ৩-৪ ফেব্রুয়ারি রাসমেলা ময়দানে সিপিএমের ২৩তম জেলা সম্মেলন ও প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সেই সম্মেলন ও সমাবেশকে সফল করতে বৃহস্পতিবার কোচবিহার শহর এরিয়া কমিটির সামনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়, জেলা কমিটির সদস্য শিখা আদিত্য সহ অনেকেই।

আলিপুরদুয়ারে সভা শুভেন্দুর

বারলার ড্যামেজ কন্ট্রোলে সচেষ্ট পদ্ম

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : দলের প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে উঠলেও, এখনও হাতে তুলে নেননি তৃণমূলের ঝান্ডা। কিন্তু ডুয়ার্সের চা বলয়ে শক্তি হ্রাসের আশঙ্কা চেপে বসেছে বিজেপিতে। তাই আলিপুরদুয়ার থেকে 'নতুন যাত্রা' শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল পদ্ম শিবির। এখানকার সুভাষিণী চা বাগান এলাকায় ২৩ ফেব্রুয়ারি শ্রমিক সমাবেশের ডাক দিল বিজেপি। সভার প্রস্তুতি নিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বারলা সম্পর্কে মুখ না খুললেও শুভেন্দুর দাবি, চা শ্রমিকরা বিজেপির সঙ্গে আছেন এবং থাকবেন। তাঁর অভিযোগ, 'উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগান খোলার ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ করছে না রাজ্য সরকার। বরং দক্ষিণ কলকাতার কিছু পুঁজিপতির হাতে চা বাগান তুলে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল সরকারের কার্যকলাপ দেখে পেটের টানে উত্তরবঙ্গের ১০ হাজার শ্রমিক অসমে চলে গিয়েছেন।' মহাকুম্ভ বিপর্যয় থেকে স্যালাইন কাণ্ড, নানা ইস্যুতেও এদিন তিনি বিঁধেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

এক বছর পেরিয়েই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। যার প্রস্তুতিতে জেলাওয়াড়ি সফর শুরু করে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিল্লিতে অসুস্থ স্ত্রী চিকিৎসাধীন থাকার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর আলিপুরদুয়ার সফরের সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ চা শ্রমিক নেতা জন বারলা। ফলে তাঁর তৃণমূলে যোগ শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে বিশ্বাসী রাজনৈতিক মহল। এমন পরিস্থিতিতে বারলার শূন্যস্থান পূরণ করতে সচেষ্ট হয়েছে বিজেপি। চা শ্রমিক নেতা হলেও আলিপুরদুয়ারের বর্তমান সাংসদ মনোজ টিগ্গার পক্ষে যে একা 'গড়' রক্ষা করা সম্ভব নয়, তা বুঝতে পারছে বিজেপি নেতৃত্ব। যে কারণে শুভেন্দুর নেতৃত্বে সম্মিলিতভাবে ময়দানে নামতে চাইছে গেরুয়া শিবির। এদিন শিলিগুড়ির বৈঠকে শংকর ঘোষের পাশাপাশি চা শ্রমিক নেতা মনোজ টিগ্গা, দশরথ তিরকি, মনোজ ওরাওঁ, বিশাল লামারা উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকেই ২৩

বাগোডগরা এয়ারপোর্টে শুভেন্দু অধিকরী। বৃহস্পতিবার।

> উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগান খোলার ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ করছে না রাজ্য সরকার। বরং দক্ষিণ কলকাতার কিছু পুঁজিপতির হাতে চা বাগান তুলে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল সরকারের কার্যকলাপ দেখে পেটের টানে উত্তরবঙ্গের ১০ হাজার শ্রমিক অসমে চলে গিয়েছেন।
>
> শুভেন্দু অধিকারী

ফেব্রুয়ারি আলিপুরদুয়ারে শ্রমিক সমাবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও ওই সভাকে বারবার শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা হিসেবে দেখতে নারাজ শংকর। তাঁর বক্তব্য, 'বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাংগঠনিক শক্তির পর্যালোচনাতেই এমন সভা। শুধু আলিপুরদুয়ার নয়, চা বলয়ের প্রতিটি জায়গাতেই এমন সভা হবে।'

এদিকে, মহাকুম্ভ বিপর্যয়ের জেরে সাগরমেলার নিরাপত্তা প্রসঙ্গ টেনে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে খোঁচা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'তিন বছর আগে সাগরমেলায় মৃত্যুর ঘটনা কেউ ভোলেনি। পানিহাটির হরিনাম সংকীর্তনের ঘটনাও সকলের মনে রয়েছে। দুর্ঘটনা নিয়ে রাজনীতি ঠিক নয়।' আরএল স্যালাইন কাণ্ডে তাৎপর্যপূর্ণভাবে 'কাটমানি'র অভিযোগ তুলে শুভেন্দু বলেন, 'চোপড়ার কারখানা থেকে কোন তৃণমূল নেতারা মাসে দুই লক্ষ টাকা করে নেন, খোঁজ নিন।'

৯ ডিসেম্বরের পর থেকে রাজ্যে কতজন রোগীকে ওই স্যালাইন দেওয়া হয়েছে, তার তালিকা প্রকাশের দাবিও করেছেন বিরোধী দলনেতা।

তাঁর বক্তব্য, 'যাঁদের শরীরে ওই স্যালাইন গিয়েছে, তাঁদের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যে নজর রাখতেই তালিকা প্রকাশ প্রয়োজন।' বিজেপি নেতা মানিক অরোরার মা অশোকা অরোরার শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানেও এদিন যোগ দেন শুভেন্দু।

হাওড়া পুরভোটে জবাব তলব

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : হাওড়া পুরসভায় দীর্ঘদিন কেন ভোট হয়নি, তা নিয়ে রাজ্যের কাছ থেকে আবার জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। হাওড়া পুরসভায় ২০১৩ সালে শেষ নির্বাচন হয়েছিল। ফলে ২০১৮ সালেই ওই বোর্ডের সময়সীমা শেষ হয়েছে। তারপর থেকে নিবাচিত প্রশাসকমণ্ডলী পুরসভা পরিচালনা করছে।

তা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়।

বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, রাজ্যকে আট সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে হাওড়া পুরসভায় নির্বাচনে কেন জটিলতা রয়েছে?

দ্বিতীয় রাজধানী

প্রথম পাতার পর

আমি নিশ্চিত, চা শিল্পের জন্য দ্বিতীয় রাজধানী নতুন দিশা দেখাবে। আমরা চাই রাজ্য সরকার দ্রুত শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী ঘোষণা করতে পদক্ষেপ করুক।' বিজয়গোপালের সুরেই মালদা জেলা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি উজ্জ্বল সাহা দ্বিতীয় রাজধানীর দাবি তুলেছেন। তাঁর কথা, 'দ্বিতীয় রাজধানী হলে স্থানীয় সম্পদ হিসাবে আম অনেক বেশি গুরুত্ব পাবে। আমের মতোই তুলাইপাঞ্জি বা আনারস নিয়েও বড় পরিকল্পনার অবকাশ থাকবে। সব দিক থেকেই উপকৃত হবে উত্তরবঙ্গ।'

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলে শিলিগুড়ি হয়ে উঠতে পারে পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ ইনফরমেশন ও টেকনলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হাব। শিলিগুড়ি লাগোয়া পাহাড়ের পাদদেশে ওই ধরনের হাব তৈরির জন্য যথেষ্ট জমি ও আদর্শ জলবায়ু রয়েছে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বিভাস সাহার বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি রাজধানী হলে প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে। আর পাহাড়ের পাদদেশে আইটি হাব হলে নিশ্চিতভাবেই বিনিয়োগ উপচে পড়বে। শুধু উত্তরবঙ্গই নয়, তাতে উপকৃত হবে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত। তাই দ্রুত শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করতে পদক্ষেপ দরকার।'

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, প্রযুক্তি হাব তৈরির মতো উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে পাহাড় ও সমতলকে যেমন একই গ্রন্থিতে বেঁধে ফেলা সম্ভব, তেমনি, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি যমজ নগর নির্মাণের মধ্যে দিয়ে দুই শহরের বিদ্বেষ মেটানো যাবে। সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক নীহার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হলে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ চেতনা, স্থানীয় পরিচয়সত্তা বিষয়গুলি প্রশমিত হয়ে যাবে।' পাহাড়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের নেতা হরকাবাহাদুর ছেত্রীর মতে, 'শিলিগুড়ি রাজধানী হলে সবদিক থেকে সুবিধা হবে। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কলকাতার বা পাহাড়ের সঙ্গে সমতলের বৈষম্য অনেকটাই মিটবে। পাহাড়ের প্রকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে। তাই শিলিগুড়ি গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হোক।'

উত্তরবঙ্গের স্বার্থেই শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে চাইছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। হিমায়লান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক-এর সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'সংবিধানে বাধা না থাকলে শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করা হোক। তাতে শুধু পর্যটন নয়, উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব বাড়বে। উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য দ্বিতীয় রাজধানী জরুরি।' ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের ট্রান্সপোর্ট কমিটির চেয়ারম্যান দেবাশিস মৈত্রর ব্যাখ্যা, 'শিলিগুড়ি রাজধানী হলে উত্তরবঙ্গের সম্পদে স্থানীয়দের কর্তৃত্ব বাড়বে। তাতে আট জেলার স্বার্থ অনেক বেশি রক্ষা হবে। রাজধানী শহর হলে শিলিগুড়ি স্মার্ট সিটি সহ নানা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের দৌড়েও এগিয়ে থাকবে। কেন্দ্রীয় বরাদ্দও বেশি আসার সম্ভাবনা তৈরি হবে। সবদিক থেকেই আমাদের লাভ হবে। তাই দ্রুত শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী ঘোষণা করা উচিত।'

হলুদ ট্যাক্সিতে সওয়ার মা।। কলকাতার রাস্তায় বৃহস্পতিবার রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

জিবিএস আক্রান্তের হদিস

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩০ জানুয়ারি : এর আগে কোচবিহারে চার বছর বয়সি এক শিশু গুলেন বারি সিনড্রোম (জিবিএস)-এ আক্রান্ত হয়। বুধবার ফের তুফানগঞ্জ মহকুমার দেওচড়াইয়ের ৩৯ বছরের এক ব্যক্তিকে এমজেএন মেডিকেলে ভর্তি করা হলে তাঁর শরীরে জিবিএস-এর নানা উপসর্গ ধরা পড়ে। বর্তমানে ওই ব্যক্তি এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সিসিইউয়ে চিকিৎসাধীন। জেবিএস আক্রান্ত রোগীদের স্নায়ুর বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। কিন্তু এমজেএন মেডিকেল সহ মহকুমা হাসপাতালগুলিতে স্থায়ী কোনও স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ নেই। ফলে পরিষেবা কেমন মিলবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এমজেএন মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডলের কথায়, 'অন্তর্বিভাগে স্নায়ুর চিকিৎসক না থাকলেও মেডিসিন বা অন্যান্য বিভাগে আমাদের অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা রয়েছেন। এখানে পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে।'

কোচবিহারে জিবিএস রোগীর হদিস মেলায় বাড়তি সতর্কতা নিতে শুরু করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজ সহ মহকুমা হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমগুলিতে সরকারি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। কোনও রোগীর জিবিএসের লক্ষণ দেখা গেলে দ্রুত তা স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে আনতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি সেই রোগীদের বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্নায়ুর একটি বিরল রোগ হল গুলেন বারি সিনড্রোম। মহারাষ্ট্রের পুনেতে ওই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ব্যাকটিরিয়াল বা ভাইরাল ইনফেকশনে স্নায়ুতন্ত্রে সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমে আক্রান্ত ব্যক্তি দুর্বলতা অনুভব করে। ফলে ধীরে ধীরে শরীরের বিভিন্ন অংশ অবশ হতে থাকে। শ্বাসকষ্ট, বমি বমি ভাব, ডায়ারিয়ার মতো উপসর্গও দেখা যায়। ওই রোগে আক্রান্ত কোচবিহারের শিশুটি বর্তমানে শিলিগুড়িতে একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দেওচড়াইয়ের ওই ব্যক্তি এমজেএনে এলে চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। এরপর তাঁর শরীরে জিবিএসের উপসর্গ ধরা পড়ে। যদিও উদ্বেগের কিছু নেই বলে হাসপাতালের আধিকারিকরা আশ্বস্ত করেছেন। মেডিকেলের আধিকারিকদের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরাও হাসপাতালে গিয়ে রোগীর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন।

তবে ওই রোগের চিকিৎসায় যে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন রয়েছে তা স্বীকার করে নিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

কিন্তু এমজেএন মেডিকেলের অন্তর্বিভাগ বা অন্য কোনও সরকারি হাসপাতালে ওই চিকিৎসক না থাকায় কপালে চিন্তার ভাঁজ রোগীর পরিজনদের। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাসের কথায়, 'আমরা সব হাসপাতালেই জানিয়েছি যে, এই রোগের উপসর্গ কারও থাকলে তাঁকে যেন বিশেষ দেখভাল করা হয়। জিবিএস একটি পুরোনো রোগ। উদ্বেগের কিছু নেই।'

তৎপরতা

- কোচবিহারে ফের জিবিএস রোগীর হদিস মেলায় বাড়তি সতর্কতা নিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর
- ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজ সহ মহকুমা হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমগুলিতে সরকারি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে
- কোনও রোগীর জিবিএসের লক্ষণ দেখা গেলে দ্রুত তা স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে আনতে বলা হয়েছে
- সেই রোগীদের বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

শতবর্ষে নিস্পৃহ শিলিগুড়ি

প্রথম পাতার পর

অবশ্যই টয়ট্রেন থেকে দেহ নামিয়ে শিলিগুড়ি স্টেশনেই তোলা হয় মালগাড়ির কামরায়। হাজার হাজার অশ্রুসজল মানুষের উপস্থিতিতে। এখন সেসব এতটুকু বোঝার উপায় নেই। দার্জিলিং রেলস্টেশনেও এক দশা।

টাউন স্টেশন লাগোয়া ফ্লাইওভারের নামও চিত্তরঞ্জনের নামে। শিলিগুড়িরই অনেক বাসিন্দা তথ্যটি জানেন না। জানানোর চেষ্টাও হয়নি। ২০০৭ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অশোক ভট্টাচার্য যে উড়ালপুলের উদ্বোধন করেছিলেন, তার কালো ফলকটি আছে। তাতে চিত্তরঞ্জনের নাম নেই। হাসমি চক, নানক চক, ভানুভক্ত চক, রামকৃষ্ণ মোড় যেভাবে সবুজ-সাদায় বড় করে লেখা, সেভাবে চিত্তরঞ্জন উড়ালপুলের নামও লেখা নেই। নামটা ইংরেজিতে লেখা ব্রিজে ওঠার দু'দিকে লম্বা সরু স্ট্যান্ডে। সেভাবে নজরে পড়বে না।

এখন আবার সমস্যাটা অন্য। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব মশাই অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দেন, তারপর আর করা হয় না। বেআইনি নির্মাতা, জমি মাফিয়াদের রেয়াত না করার কথা শুনেছিলাম। শুনেছিলাম, ৪৭ বছর ধরে একইভাবে পড়ে থাকা বিবর্ণ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামকে আধুনিক করার প্রতিশ্রুতি। পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর কথা। দুই যুগ ধরে শিল্পীর স্টুডিওতে পড়ে থাকা বাঘা যতীনের জোড়া মূর্তি শহরের অন্যত্র বসানোর কথা ছিল। হয়নি।

গৌতম বেঁচে যাচ্ছেন শহরের বিরোধী দলের নেতারাও ঘোর অকর্মণ্য বলে। কোনওদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের টিকিটঘরের পাশ দিয়ে হাঁটবেন। জংধরা বিবর্ণ ভাঙা কাউন্টারগুলো দেখলে আপনারও কান্না পাবে। শহরের মাথাদের এই দৃশ্য ভাবায় না।

চিত্তরঞ্জন দার্জিলিংয়ের যে বাড়িতে প্রয়াত হন, সেখানে গেলেও একইরকম শূন্য শূন্য অনুভূতি। এতবার গিয়েছি সেখানে, কোনওদিন খোলা দেখিনি। আগে ভাঙাচোরা নিঝুম হয়ে থাকত। গেটে তালাবন্ধ। মাসকয়েক আগে দেখলাম, সাদা রং করায় বাড়ির চেহারা ফিরেছে। অথচ বন্ধই। গৌতম দেব বা উদয়ন গুহরা পর্যটকদের কথা ভেবে অনীত থাপা বা অজয় এডওয়ার্ডের সঙ্গে এনিয়ে আলোচনায় বসেছেন কখনও? মনে হয় না। পাহাড়-সমতলের নেতাদের দূরত্ব থেকে গিয়েছে। দূরত্ব না থাকলে দার্জিলিং স্টেশনেও শহরে যাওয়া স্মরণীয় মনীষীদের কোনও স্মৃতিস্তম্ভ থাকত। সিস্টার নিবেদিতার শেষ কাজও শহরেই হয়েছিল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারপাশে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের ভিড়, অবাধ দাদাগিরি, অথই বাত ফারাক্কি। তবে মমতার অন্যতম গুণ, নিজে আবেগপ্রবণ এবং বাঙালির চিরকালীন সংস্কৃতিপ্রেমী। উন্নাসিকতার পাহাড়ে অভিযাত্রী নন। জনতার মধ্যে অক্লেশে মিশে যাওয়ার ক্ষেত্রে আজও সব পার্টির নেতাদের তুলনায় কয়েক যোজন এগিয়ে। দেশেও এমন নেতা মেলা কঠিন। তাঁকে কি গৌতমরা জানিয়েছেন টাউন স্টেশনের ইতিহাস? জানালে স্টেশনের এমন দুর্ভোগ এতদিন থাকত না নিশ্চিত।

শিলিগুড়িকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কী শুধু? উজ্জ্বল ইতিহাসের শহর কোচবিহারে রানিবাগানে নৃপেন্দ্রনারায়ণ সহ সব মহারাজের স্মৃতিফলক রয়েছে। সমাধিগুলো ঠিক একশো বছর আগে, ১৯২৪-'২৫ সালে রাজবাড়ি থেকে এখানে তুলে আনা হয়েছিল। শতবর্ষে তা নিয়ে বড় কোনও অনুষ্ঠান হয়েছে রাজনগরীতে? শুনিনি তো! ভুলে যাওয়া গৌড়ে পর্যটক ফেরানোর পরীক্ষাতেও ডাহা ফেল মালদা প্রশাসন। ইতিহাস ভুলে যাওয়ার পরীক্ষায় আমরা উত্তরবঙ্গের দেব, ভট্টাচার্য, ঘোষ, গুহ, চৌধুরী, মজুমদার, জৈন, প্রামাণিক, চট্টোপাধ্যায়রা একশোয় একশো।

ভিভিআইপি

প্রথম পাতার পর

ভিডিও কনফারেন্সে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াগরাজ, বারাণসী, অযোধ্যা, মির্জাপুর, জৌনপুর, চিত্রকূট, রায়বরেলি, গোরখপুর জেলার প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকরা। বৈঠকে মেলা চত্বরে ভিড় এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। ওই নির্দেশিকা অনুযায়ী মেলা প্রাঙ্গণে সব ধরনের গাড়ি চলাচল এখন নিষিদ্ধ।

প্রয়াগরাজের আশপাশের জেলা থেকে গাড়ি প্রবেশও বন্ধ। শুধু কুম্ভমেলা চত্বর নয়, ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রয়াগরাজ শহরেই চার চাকা গাড়ির প্রবেশ বন্ধ। পদপিষ্টের ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে বিচারপতি হর্ষ কুমার, প্রাক্তন ডিজি ভিকে গুপ্তা এবং অবসরপ্রাপ্ত আমলা ভিকে সিংকে নিয়ে তিন সদস্যের বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করেছে যোগী সরকার। এই সরকার দেরিতে নড়েচড়ে বসেছে ঠিকই, কিন্তু বৃহস্পতিবার যোগী সরকারের বিরুদ্ধে কর্তব্যে চরম গাফিলতির অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। যাতে বিচ্যুতি, খামতি এবং চূড়ান্ত ব্যর্থতার অভিযোগে মামলাটি করেছেন আইনজীবী বিশাল তিওয়ারি। তিনি বলেন, 'যাঁদের অবহেলা এবং গাফিলতির কারণে এই দুর্ঘটনা, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ চাই।' প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চে এই মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানিয়েছেন মামলাকারী। তিনি বলেন, 'নিজেদের রাজ্যের পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির কুম্ভমেলায় সেন্টার তৈরি করা উচিত।'

সাংগঠনিক রদবদলে উত্তরে বিশেষ নজর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গকে বিশেষ নজরে রেখে সামান্য সাংগঠনিক রদবদলে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য এখন দলের সাধারণ সভা। আলাদা করে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রদবদলের সুপারিশকে গুরুত্ব দিয়ে নয়, দলের স্বার্থে যা কিছু করার তিনিই করবেন। তৃণমূল পার্টি তিনিই চালাবেন, খোলাখুলি একথা জানিয়ে এই সিদ্ধান্তই নিয়েছেন দলনেত্রী। আর তার জন্য কলকাতা সহ জেলায় জেলায় দলের সর্বস্তরের খবর রাখতে হোমওয়ার্কও শুরু করেছেন নেত্রী। তৃণমূল সূত্রের খবর, দলনেত্রীর এই 'হোমওয়ার্ক'-এ মাঝেমধ্যেই জায়গা পাচ্ছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি প্রবীণ সুব্রত বক্সি। তাঁর পুরোনো 'প্রিয় বক্সিদার' ওপর ভরসা করেই নেত্রী এখন দলের সব কিছু নিয়ে তাঁর ভাবনা 'শেয়ার' করে নিচ্ছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্য সব শেষে তাঁরই। আপাতত তা নিজের কাছেই ধরে রাখছেন।

এক্ষেত্রে অভিষেককে নেত্রী একরকম ব্রাত্যই রেখেছেন। যা রীতিমতো তৃণমূল রাজনীতিতে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আর এতেই নেত্রীর সঙ্গে অভিষেকের দূরত্ব তৈরি হওয়া নিয়ে নানান জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে ঘরে ও বাইরে। আলাদা করে দলের সাংগঠনিক পরিবর্তন নিয়ে প্রকাশ্য ঘোষণা দলনেত্রী এখন পছন্দ করছেন না। বরং দলের সাধারণ সভা ডেকে মন্ত্রী, নেতা, সাংসদ, বিধায়ক ও পদাধিকারীদের সামনে সাংগঠনিক স্তরে রদবদলের কথা তিনিই তাঁর ভাষণে উল্লেখ করতে চাইছেন বলে জানা গিয়েছে।

এ ধরনের ভূমিকা এর আগেও

'ভরসা' সুব্রত বক্সীকে

কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের ভরা সভায় নিয়েছেন নেত্রী। তবে ঢালাও রদবদল করে ২০২৬-এ ভোটের আগে কোনও ঝুঁকি নিতে চান না মুখ্যমন্ত্রী। জেলাস্তরে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ক্ষেত্রে দলের দায়িত্বে রাজ্যস্তরের কোন কোন নেতা থাকবেন সে ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন করবেনই মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার দায়িত্বে রাজ্যস্তরের মন্ত্রী তথা নেতা অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিমের মতো ব্যক্তিরা আছেন। তাঁদের এই দায়িত্ব বদলাতে পারে বলে স্পষ্ট আভাস মিলেছে তৃণমূলের একেবারে অন্দরমহল থেকে।

দলের আগামী সাধারণসভায় প্রকাশ্যে এই দায়িত্ব বদলের কথা ঘোষণা করতে পারেন নেত্রী। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের কথা ভেবে জেলায় দলের সংগঠনে উপযুক্ত নেতৃত্ব যে দরকার দলনেত্রী তা বুঝেছেন। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদা এবং দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা সহ দু'একটি জেলায় দলের দায়িত্বে রাজ্যস্তরের নতুন কাউকে আনতে পারেন। '২৬-এর ভোটের আগে এই পরিবর্তন ভীষণ জরুরি বলে মনে করছেন তিনি। তবে সবটাই খতিয়ে দেখে দায়িত্ব বদলাতে চান তিনি। '২৬-এর ভোটে দলে এ ধরনের কিছু একটা করে আবার দলের অন্দরমহলের অস্বস্তি ও অস্থিরতা বাড়াতে চান না তিনি। পদক্ষেপ করার আগে নেত্রীকে দশবার ভাবতেই হচ্ছে বলে এদিন তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর। জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি সহ দার্জিলিঙের ক্ষেত্রে মেয়র গৌতম দেবকে সংগঠনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব দেওয়া নিয়েও ভাবছেন তিনি। ১০ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের বাজেট অধিবেশনে শুরু হচ্ছে। সম্ভবত তার আগে বা পরে সাধারণ সভা ডাকতে চলেছেন নেত্রী।

কাঁকড়ার সঙ্গে তুলনা

প্রথম পাতার পর

এদিনের সভায় উপস্থিত নেতা-কর্মীরা সকলেই দাবি করেন, ছাব্বিশের বিধানসভায় এখানে দল ৫০ হাজার ভোটে জিতবে। সেই কথার রেশ টেনে সাংসদের অভিযোগ, 'মুখে বলছেন ৫০ হাজারে জিতব। ফাঁকা মাঠে বিজেপি নেই। কিন্তু কাঁকড়াগুলো তো আছে। সেই কাঁকড়াগুলো ঠিক ঠিক কাজ করলে ৫০ হাজার ভোটে জিতবেন। আর কাঁকড়াগুলো টানাটানি করলে ৫০ হাজার ভোটে জিতবেন না। আমরা নয়ে নয় জিতব তখনই যদি আমাদের দলের কাঁকড়াগুলো ভোটের সময় টানাটানি না করে।'

এদিন সাংসদ যখন একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন সেই সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, মন্ত্রী উদয়ন গুহ, দলের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে সভায় ছিলেন না তৃণমূল নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়। সাংসদের বক্তব্যের পরে উদয়ন বলেন, 'এই জেলার কিছু নেতা আমার নামকরণ করেছে লাল তৃণমূল। আমার শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দুর রং লাল। রক্তের রং লালই থাকে।' এরপরেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, 'আমি কথা দিচ্ছি আমার মন্ত্রিত্ব যদি চলে না যায় তবে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্তত ২০ কোটি টাকার কাজ এই মেখলিগঞ্জ বিধানসভার জন্য করব।' কর্মী-নেতাদের উদ্দেশে জেলা সভাপতি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য স্থির হয়ে গিয়েছে। কোচবিহারের নয় আসনেই আমাদের জিততে হবে।'

ত্রিস্রোতা সতীপীঠে ৫১ শক্তিপীঠের দর্শন

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি : ভারতীয় উপমহাদেশের ৫১টি শক্তিপীঠের দর্শন এখন বেরুবাড়ির সাতকুড়ার ত্রিস্রোতা সতীপীঠে। পাকিস্তানের করাচির হিঙ্গুলার সতীপীঠ, ত্রিপুরার ত্রিপুরাসুন্দরী থেকে অসমের কামাখ্যা, বৃন্দাবন, কাশ্মীরের অমরনাথের সতীপীঠ, শ্রীলঙ্কার জাফনার সতীপীঠ, এমনকি কালীঘাট, কঙ্কালীতলা, নলাটেশ্বরী দেবীর মূর্তি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে সেখানে। ত্রিস্রোতা মহাপীঠ মন্দির কমিটির উদ্যোগে প্রাথমিকভাবে আগামী ২৯ মার্চ ওই ৫০ সতীপীঠের ৫০টি মাটির মূর্তি তৈরি করে স্থাপন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ধর্মীয় পর্যটন প্রসারে নতুন পালক যুক্ত হবে বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ বেরুবাড়ির পঞ্চায়েত উপপ্রধান অন্নকান্ত দাস।

জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানার দক্ষিণ বেরুবাড়ির সাতকুড়ার ত্রিস্রোতা সতীপীঠে ৫১টি শক্তিপীঠের

সাতকুড়ার নাওতারি দেবোত্তরে গর্তেশ্বরী মন্দিরের পাশে মূর্তি স্থাপন হবে।

দেবীমূর্তির প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে। রাজ্যে এধরনের উদ্যোগ এটাই প্রথম।

ত্রিস্রোতা মহাপীঠে দেবী দুর্গা অর্থাৎ দেবী গর্ভেশ্বরীর মূর্তি রয়েছে। ওই মন্দিরের পাশেই রয়েছে দেবী গর্তেশ্বরী অর্থাৎ দেবী ভ্রামরী। দেবী গর্তেশ্বরী মন্দিরের দুই পাশে ২৫টি করে ৫০টি সতীপীঠের মূর্তি বসানো হবে। ত্রিস্রোতা মহাপীঠ মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র রায় বলেন, 'আপাতত শক্তিপীঠগুলির দেবীমূর্তির ছবি সংগ্রহ করে মাটির মূর্তি তৈরির কাজ চলছে। এক বছর পর ধাপে ধাপে প্রতিমূর্তি বিভিন্ন ধাতুতে গড়ে স্থাপন করা হবে। এখন একটি শেডঘরে প্রাথমিকভাবে বসানো হবে। প্রতিটি প্রতিমূর্তি দেড় থেকে আড়াই ফুট দৈর্ঘ্যের করা হচ্ছে।'

সাতকুড়ার ত্রিস্রোতা মহাপীঠ বোদার মহাপীঠ নামেও পরিচিত। সেখানে দেবীর বাম পদ পড়েছিল। অন্য ৫০টি শক্তিপীঠে দেবী সতীর অন্যান্য দেহাংশ পড়েছিল। পাকিস্তানের করাচির হিঙ্গুলাতে সতীর মস্তিষ্ক পড়েছিল। অমরনাথে কণ্ঠ, বৃন্দাবনে চুল, বীরভূমে নলাটেশ্বরীতে গলা, মিথিলায় বাঁ কাঁধ, পুষ্করে হাতের তালু, প্রয়াগে হাতের ১০টি আঙুল, কামাখ্যায় যোনি, তাছাড়া কালীঘাট, ত্রিপুরেশ্বরী, জাফনার শক্তিপীঠের মূর্তিগুলির প্রতিমূর্তি তৈরি করে বসানো হবে। এতে মন্দির দর্শনে পুণ্যার্থীদের আকর্ষণ বাড়বে বলে মনে করছেন ত্রিস্রোতা মহাপীঠ বার্ষিক উৎসব কমিটির সভাপতি সারদাপ্রসাদ দাস। বার্ষিক উৎসব ৭ এপ্রিল শেষ হবে। মিলনমেলা, পত্রিকা প্রকাশ, আলোচনা সভা, পদাবলি কীর্তন, কুমারীপুজো, চণ্ডী মহাযজ্ঞের মতো আরও অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে।

বেরুবাড়ির জমিতে এধরনের উদ্যোগ ধর্মীয় পর্যটনের প্রসারে নতুন মাত্রা এনে দেবে বলে প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় জানান।

উত্তরবঙ্গের ছয় নিখোঁজ

প্রথম পাতার পর

গভীর রাতে অমৃতস্নানের সময় সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান তিনি।

এখনও তাঁর খোঁজ মেলেনি। বৃহস্পতিবার বাগানপাড়ার বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, পরিবারের লোকেরা উদ্বেগে। পড়শিরা ভিড় করছেন বাড়িতে।

শত উদ্বেগের মাঝে খানিকটা স্বস্তি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে। কারণ কুম্ভে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া অপর্ণা সাহার (৭০) হদিস মিলেছে শেষপর্যন্ত।

গ্রামের বয়স্কদের সঙ্গে প্রয়াগরাজে গিয়েছিলেন ভালুকা বাজারের বাসিন্দা এই বৃদ্ধা। তাঁর এক ছেলে ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

কুয়ো নষ্ট

প্রথম পাতার পর

যার ফলাফল, বর্তমানে ওই কুয়োর জল ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাওয়া। বৃহস্পতিবার সেখানে গিয়ে দেখা যায় কুয়োটির উপরে কাঠের কিছু পাটাতন রেখে তার উপর দড়ি, বিভিন্ন জিনসপত্র রাখা রয়েছে। কুয়োর গোটা ঘরটিতেই রঙের বিভিন্ন ড্রাম, কৌটো, বালতি সহ নানান জিনিস রাখা রয়েছে। সবমিলিয়ে কুয়োঘরটি এখন মন্দিরের ছোটখাট স্টোররুম হয়ে উঠেছে। এবিষয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধাড়াকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'কুয়োটি ঠিক করার জন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই কুয়োটি ঠিক করা হবে।'

প্লে-অফে রিয়াল বেঁচে সিটি

গোলের উচ্ছ্বাস রিয়াল মাদ্রিদের জুডে বেলিংহামের। বুধবার রাতে ব্রেস্টে।

সরাসরি শেষ ষোলোয় লিভারপুল, বার্সা, আর্সেনাল

একনজরে ফলাফল

ব্রেস্ট ০–৩ রিয়াল মাদ্রিদ
বার্সেলোনা ২–২ আটালান্টা
ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৩–১ ক্লাব ব্রাগা
পিএসভি ৩–২ লিভারপুল
বায়ার্ন মিউনিখ ৩–১ স্লোভান ব্রাতিস্লাভা
ভিএফবি স্টুটগার্ট ১–৪ প্যারিস সাঁ জাঁ
সলজবার্গ ১–৪ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
জিরোনা ১–২ আর্সেনাল
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ৩–১ শাখতার দোনেস্ক
জুভেন্তাস ০–২ বেনফিকা
অ্যাস্টন ভিলা ৪–২ সেলটিক
ইন্টার মিলান ৩–০ মোনাকো
ডায়নামো জাগ্রেব ২–১ এসি মিলান
বেয়ার লেভারকুসেন ২–০ স্পার্টা প্রাগ
লিল ৬–১ ফেনুর্দ
ইয়ং বয়েজ ০–১ রেড স্টার বেলগ্রেড
স্পোর্টিং লিসবন ১–১ বোলোগনা
এসকে স্ট্রম গ্রাজ ১–০ আরবি লিপজিগ

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জয় নিশ্চিত করে স্যাভিনহো।

বার্সেলোনা, ম্যাঞ্চেস্টার ও ব্রেস্টন, ৩০ জানুয়ারি : এক রাতে, একই সঙ্গে ১৮টি ম্যাচ। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে প্রথমবার। সেখানেই নির্ধারিত হয়ে গেল ৩৬টি দলের ভবিষ্যৎ। নতুন ফরম্যাটে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম পর্ব শেষ হল। প্রত্যাশিতভাবেই প্রথম তিনে জায়গা করে নিল যথাক্রমে লিভারপুল, বার্সেলোনা ও আর্সেনাল। প্রথম আট দল সরাসরি খেলবে প্রি-কোয়ার্টার্স ফাইনালে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সফলতম দল রিয়াল মাদ্রিদের জায়গা হল না সেই তালিকায়। প্লে-অফে খেলতে হবে মাদ্রিদ জায়েন্টদের। একইভাবে কোনওক্রমে শেষ ষোলোর দৌড়ে টিকে রইল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, বায়ার্ন মিউনিখ, প্যারিস সাঁ জাঁ-ও। শীর্ষস্থান নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় এদিন পিএসভির বিরুদ্ধে কার্যত দ্বিতীয় সারির দল নামায় লিভারপুল। তা সত্ত্বেও পেনাল্টি থেকে গোল করে শুরুতে দলকে এগিয়ে দেন কোডি গাকপো। যদিও মিনিট সাতেকের ব্যবধানে সমতা ফেরায় পিএসভি। ৪০ মিনিটে হার্ভে এলিয়ট আরও একবার এগিয়ে দেন লিভারপুলকে। যদিও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ দিকে জোড়া গোল করে পিএসভি। সেই সুবাদেই ৩-২ গোলে লিভারপুলকে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার্সের আশা বাঁচিয়ে রাখল তারা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বার্সেলোনা নিজেদের শেষ ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র করল আটালান্টার সঙ্গে। দুইবার গোল করে কাতালান ক্লাবটিকে এগিয়ে দেন লামিনে ইয়ামাল ও রোনাল্ড আরাউহো। তবুও শেষরক্ষা হয়নি। আর্সেনাল অবশ্য নিজেদের শেষ ম্যাচে জিতেছে। জিরোনাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে গানাররা। আর্সেনালের হয়ে গোল করেন জর্জিনহো ও এথান নোয়ানেরি।

এদিকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে এই ম্যাচটি ছিল লড়াইয়ে টিকে থাকার। জিততেই হত। ক্লাব ব্রাগার বিরুদ্ধে ম্যাচ ৩-১ গোলে জিতেও গেল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। শুরুতে যদিও এগিয়ে যায় ব্রাগাই। সিটির হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে গোল করেন মাতেও কোভাসিচ ও স্যাভিনহো। মাঝের একটি গোল আত্মঘাতী। অন্যদিকে, রিয়াল মাদ্রিদ প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচে ৩-০ গোলে হারাল ব্রেস্টকে। জোড়া গোল করেন রডরিগো। একটি গোল জুডে বেলিংহামের। যদিও সরাসরি শেষ ষোলোর ছাড়পত্র আদায় করতে ব্যর্থ কার্লো আন্সেলোত্তির দল। ১১ নম্বরে থাকায় প্লে-অফ খেলতে হবে তাদের। স্লোভান ব্রাতিস্লাভাকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। টমাস মুলার, হ্যারি কেন ও কিংসলে কোম্যান গোল করেন জামানির ক্লাবটির হয়ে। ১২ নম্বরে থেকে প্লে-অফে খেলবে তারা।

সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে ফের মাঠে সূর্য-সঞ্জুরা

প্রথম একাদশে ফিরতে পারেন অর্শদীপ-রিঙ্কু

পুনে, ৩০ জানুয়ারি : একটা হার। আর তাতেই বদলে গিয়েছে ছবিটা। সামনে এনে দিয়েছে একঝাঁক প্রশ্ন, দলের দূর্বল দিকগুলি। আগামীকাল যে ভুলত্রুটি শুধরে ফের সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামছে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া।

পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-১ এগিয়ে ভারত। বাকি দুইয়ে একটা জয় মানেই আরও একটা টি২০ সিরিজ সূর্যদের পকেটে। যদিও প্রথম দুই ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হেলায় হারানোর পর রাজকোটে পাশা উলটে দিয়েছে থ্রি লায়ন্স।

জস বাটলারদের সংঘবদ্ধ ক্রিকেট, বোলিং কপালে ভাঁজ ফেলেছে গৌতম গম্ভীরদের। প্রতিপক্ষ নয়, ভারতীয় দলের হেডস্যারের মূল চিন্তা অবশ্য তাঁর সেনানির অগোছালো ক্রিকেট। বল হাতে বরুণ চক্রবর্তীর রহস্য স্পিনটুকু সরিয়ে রাখলে 'ধারাবাহিকতার' অভাব বেশিরভাগের পারফরমেন্সে।

সূর্যকুমার যাদব, সঞ্জু স্যামসনরা তো আবার চলতি সিরিজে রান করা ভুলে গিয়েছেন! নিটফল, বাকিদের ওপর প্রবল চাপ। যা সামলাতে গিয়ে হিমশিম হাল। অভিষেক শর্মা, তিলক ভর্মারা দুটি ম্যাচ উতরে দিলেও দলের সামগ্রিক ছবি মোটেই আশাপ্রদ নয়।

হাল খুঁজতে শুক্রবারের পুনে-দ্বৈরথে সঠিক টিম কম্বিনেশন, সঠিক স্ট্র্যাটেজিও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। পুনে স্টেডিয়ামের পিচ মূলত স্লো-টার্নার হয়ে থাকে। ম্যাচ যত গড়াবে মন্থর হবে। থাকছে শিশির ফ্যাক্টর। সবকিছু মাথায় রেখে ইংল্যান্ড বধের নীলনকশা তৈরির চ্যালেঞ্জ গম্ভীরদের সামনে।

ভারতীয় একাদশে একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা। গম্ভীরের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, চোট সারিয়ে আগামীকাল মাঠে ফেরার জন্য প্রস্তুত রিঙ্কু সিং। ব্যাটিংয়ের হাল ফেরাতে রিঙ্কুর অন্তর্ভুক্তি প্রায় নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে কোপ পড়তে পারে ধ্রুব জুরেলের ওপর। এমনকী রমনদীপ সিংকে খেলানোর ভাবনাও ঘুরপাক খাচ্ছে।

বোলিংয়ে অর্শদীপ সিংও সম্ভবত এক ম্যাচের বিশ্রাম কাটিয়ে পুনের পেস ব্রিগেডের ব্যাটন সামলাবেন। প্রশ্ন সেখানে মহম্মদ সামির জায়গায় কি অর্শদীপ ফিরবেন নাকি একজন স্পিনারকে বসানো হবে? উত্তর এখনও পরিষ্কার নয়।

প্রস্তুতির মাঝে ফুটবলে মজে তিলক ভার্মা, রবি বিষ্ণোই ও মহম্মদ সামি।

গত তিন ম্যাচে গম্ভীরদের চার স্পিনারের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। প্রাক্তনদের পরামর্শ, দুই বিশেষজ্ঞ পেসার এবং তিন স্পিনারের কম্বিনেশন যথাযথ। তিলকদের হেডস্যারের কানে আদৌ সেই পরামর্শ পৌঁছোবে কিনা বলা মুশকিল। দুশখাতে অবশ্য এদিন পরিকল্পনা নিয়ে গম্ভীরের বিরুদ্ধে ওঠা সমালোচনাকে পাত্তা দিতে নারাজ। পালটা যুক্তি, পরিকল্পনা নয়, তার সঠিক বাস্তবায়নের অভাবই মূলত দায়ী।

ভারত বনাম ইংল্যান্ড
চতুর্থ টি২০ আজ

সময় : সন্ধ্যা ৭টায়
স্থান : পুনে
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস ও হটস্টারে

রাজকোটের হারের জন্য বরুণ চক্রবর্তী আবার পিচকে দায়ী করেছিলেন। বলেছিলেন, রান তাড়ার সময় পিচ মন্থর হওয়ায় বিগহিট নিতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে ভারতীয় ব্যাটাররা। পুনের মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামের পিচ-রিপোর্টেও শেষদিকে গতি-মন্থরতার পূর্বাভাস। পরিস্থিতি মোকাবিলায় গম্ভীরদের প্ল্যান 'বি' কি থাকে সেটাই দেখার। টপঅর্ডারকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু সূর্য-স্যামসনের চলতি সিরিজের ব্যর্থতায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন অনেকে।

ইংল্যান্ড সিরিজের আগে পাঁচ ম্যাচে তিনটিতেই শতরান এসেছিল সঞ্জুর ব্যাট থেকে। কিন্তু সেই মিদাস টাচ হঠাৎ করে উধাও জোফ্রা আর্চারের সামনে। ১৪০-১৪৫ কিলোমিটার গতিতে শর্টবলে বারবার টলে যাচ্ছেন। হাল খুঁজতে শর্ট বলের বিরুদ্ধে লম্বা সময় ধরে ব্যাটিং অনুশীলন করছেন। কাল পুনেতে সুফল মেলার অপেক্ষা।

সূর্যর ব্যর্থতা আরও লম্বা। অধিনায়কের গুরুভার পাওয়ার পর থেকে রানের খরা। এরজন্য সূর্যের ব্যাটিং-মানসিকতাকেই দুষছেন মাইকেল ভন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, আগ্রাসন ভালো। কিন্তু কখন, কোন বলে তা দেখাতে হবে আর কখন নয়, সেই ভারসাম্য থাকা জরুরি। সূর্যের মধ্যে যার অভাব প্রকট। শুরুতে নিজেকে ১০-১৫টা বল দিক।

সূর্য কাল কোন পথে হাঁটবেন? উত্তরের মধ্যে ম্যাচের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভর করবে। তবে জোফ্রা আর্চার, আদিল রশিদ, জেমি ওভারটনদের মধ্যে প্রতিপক্ষ ব্যাটিংকে চাপে ফেলার ক্ষমতা যে রয়েছে, তা রাজকোটে প্রমাণিত। বিশেষত, রশিদের স্পিন সামলাতে হিমসিম খেতে হয়েছে। শেষপর্যন্ত ম্যাচের ভাগ্য যা গড়ে দেয়। স্বপ্নের বোলিংয়ে পরও ম্যাচ হেরোদের দলে বরুণ চক্রবর্তী (৫/২৩)।

রশিদকে মোকাবিলার রাস্তা খুঁজতে হবে সূর্যদের। উলটোদিকে বরুণের স্পিন রহস্য ভেদের পরীক্ষা বাটলার-ব্রুকদের। পুনের দ্বৈরথ ঘিরে এরকম একঝাঁক প্রশ্ন? আগামীকাল ভারতের সিরিজ জেতা কিংবা ইংল্যান্ডের ২-২ করার লক্ষ্য পূরণ লুকিয়ে যে উত্তরের মধ্যে।

বন্ধুত্ব কোথায়? শোয়েবকে প্রশ্ন সৌরভের

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অনেকদিন আগেই তালা পড়েছে। ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ সীমাবদ্ধ এখন আইসিসি টুর্নামেন্টেই। ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মেগা আসরে সেই মহারণ। ভারত-পাক ম্যাচকে ঘিরে পারদও ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী।

তার প্রাক্কালে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেটীয় মহারণের অতীত-বর্তমান নিয়ে আলোচিত এক অনুষ্ঠানে মুখোমুখি দুই দেশের দুই তারকা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, শোয়েব আখতার। 'দ্য গ্রেটেস্ট রাইভ্যালরি-ভারত বনাম পাকিস্তান' শীর্ষক যে অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্র শেহবাগের সঙ্গে

'দাদা ছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট অসম্পূর্ণ'

ছিলেন সৌরভ, শোয়েবও।

৭ তারিখ যে শোয়ের প্রিমিয়ার। তার প্রাক্কালে ট্রেলারে ১৯৯৬-এ কানাডার টরন্টোয় হওয়া ভারত-পাকিস্তানের 'ফ্রেন্ডশিপ কাপের' স্মৃতিচারণায় সৌরভ মজা করে বলেছেন, 'নামেই ফ্রেন্ডশিপ সিরিজ বলা হয়েছিল। কিন্তু শোয়েব আখতার যখন ১৫০ কিলোমিটার গতিতে বল করে, তখন বন্ধুত্ব কোথায়?'

৫ ম্যাচের চারটিতেই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন সৌরভ। ব্যাটে-বলে চমকে দিয়েছিলেন সবাইকে। যা সৌরভের কেরিয়ারের মোড়ও ঘুরিয়ে দেয়। মহারাজের কথার জবাবে শোয়েব বলেন, 'দাদা তুমি দুর্দান্ত। তোমাকে ছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট অসম্পূর্ণ।' এর আগে শোয়েবকে বলতে শোনা গিয়েছিল তার বল যদি কেউ সাহসের সঙ্গে খেলে থাকে, সে সৌরভই। সেই সম্ভ্রমের ছোঁয়া এই ট্রেলারেও।

মহমেডানকে হারাল বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : দুইদিন পর আইএসএল ডার্বিতে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তার আগে ছোটদের বড় ম্যাচে সাদা-কালো ব্রিগেডকে ২-১ গোলে হারাল সবুজ-মেরুন।

বৃহস্পতিবার অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগের ডার্বিতে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মহমেডানকে এগিয়ে দেন শেখ কায়ুব। যদিও তা স্থায়ী হয়নি। ৫৫ মিনিটে বাগানকে সমতায় ফেরান কিপজেন। মিনিট তিনেকের ব্যবধানে তিতাস সর্দার আত্মঘাতী গোল করে সবুজ-মেরুনের জয় নিশ্চিত করে দেন। এদিকে এই জয়ের সুবাদে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রইল দেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান।

নকআউট মার্চের শেষে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : আইএসএলের নকআউট পর্যায় শুরু হবে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের পর। আগামী ২৫ মার্চ এই ম্যাচ শিলংয়ে। তারপরেই দেওয়া হচ্ছে আইএসএলের শেষপর্যায়ের ম্যাচগুলি। ফলে টুর্নামেন্ট শেষ হতে হতে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ। এখনও সরকারিভাবে ঘোষণা না হলেও অন্দরের খবর, সুপার সিক্সের নকআউট পর্যায়ের ম্যাচগুলি হবে ২৯ ও ৩০ মার্চ। সেমিফাইনালের প্রথম দফা ২ ও ৩ এপ্রিল ও দ্বিতীয় দফার দুটি ম্যাচ ৬ ও ৭ এপ্রিল। সেক্ষেত্রে ফাইনাল ১২ এপ্রিল, শনিবার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে ফাইনালের মাঠ এখনও ঠিক হয়নি।

ঘরের মাঠে ধারাবাহিক নয় মুম্বই

ভাঙাচোরা দল নিয়েও তাই আশায় ইস্টবেঙ্গল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : সময় যত খারাপই যাক না কেন, মুম্বই ফুটবল এরিনায় ভালো খেলার ঐতিহ্য রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। আর সেটা ধরে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ইস্টবেঙ্গল শিবির।

এদিন যুবভারতীতে শেষ প্রস্তুতি শেষে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দিলেন পিভি বিষ্ণু-নন্দকুমার শেখররা। চোট-আঘাতের যা পরিস্থিতি তাতে দল সাজাতে প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন অঙ্ক কষতে হচ্ছে লাল-হলুদ কোচকে। তিনি অবশ্য হাল ছাড়ার পাত্র নন। বরং ঘনিষ্ঠ মহলে বলছেন, 'আমি যদি এখন দলের পরিস্থিতি নিয়ে মন খারাপ করি বা নেগেটিভ কথাবার্তা বলি তাহলে ফুটবলাররা মানসিকভাবে ভেঙে পড়বে। তাই আমাকে সদর্থক থাকতে হবে। তারপর যা হয় দেখা যাবে।' তিনি অবশ্য খুশি তাঁর ছেলেদের লড়াই করার মানসিকতা দেখে। ঢালতরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দার হলেও ফুটবলাররা চোখে চোখ রেখে লড়ে যাচ্ছেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। ঘরের মাঠে মুম্বইয়ের কাছে হার মানতে হলেও অ্যাওয়ে ম্যাচে ফের 'দেখে নেব' গোছের মানসিকতা নিয়েই তাই যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। তার পিছনে যুক্তি হল, গত তিন-চার বছর মুম্বই সিটি এফসির যা পারফরমেন্স ছিল, এবার তার সিকি ভাগও নয়। দল ভেঙে গেছে নতুন কোচের আগমনে। ফলে নিজেদের ঘরের মাঠে যথেষ্ট এলোমেলো খেলছেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে-বিক্রমপ্রতাপ সিংরা। তবে সদ্যই তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন একসময়ে আইএসএলে সফল স্ট্রাইকার জোরগে ওর্তিজ। সেই উল্লেখ করে অস্কার ব্রুজোঁ বলেছেন, 'ওরা এবার হোম ম্যাচগুলোতে খুব ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেনি। কিন্তু সদ্যই ওর্তিজ যোগ দিয়েছে। তাছাড়া আক্রমণে বিপিন (সিং), ছাঙ্গতে, ব্র্যান্ডনরা (ফার্নান্ডেজ) আছে। ব্যাকে তিরি ফিরছে। ভারসাম্য খুবই ভালো গোটা দলটার মধ্যে। এদেশের ক্লাবগুলির মধ্যে মুম্বই অন্যতম দল যারা পজেশনাল ফুটবল খেলে। হয়তো সুযোগগুলো

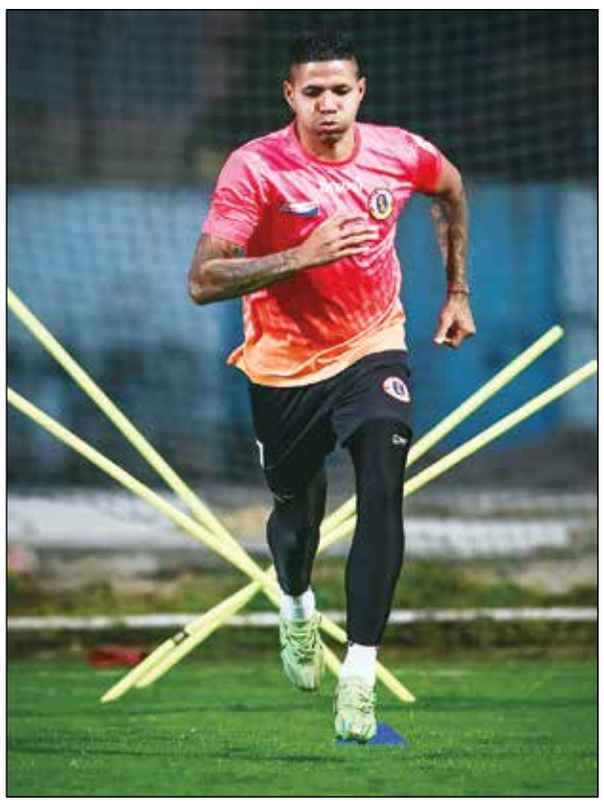

মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে রিচার্ড সেলিস। বৃহস্পতিবার।

গোলে পরিণত হচ্ছে না। তবে ওর্তিজ আসায় ও নিশ্চয় নম্বর নাইন হিসাবে খেলবে।' নিজেদের ঘরের মাঠে হেরে গেলেও সেবার দ্বিতীয়ার্ধে মুম্বইয়ের থেকে তাঁর দল অনেক বেশি ভালো খেলেছিল বলে দাবি অস্কারের। এবারও সেরকমটাই খেলতে চান।

যা পরিস্থিতি তাতে হেক্টর ইউস্তে দলে ঢোকায় স্টপারে তাঁর সঙ্গে লালচুঙ্গনুঙ্গাই খেলবেন। ডানদিকে নীশু কুমার এবং বাঁদিকে আবারও নন্দকে ফেরানো হবে। ঠিক একইভাবে জিকশন সিং না থাকায় মাঝমাঠে শৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে নাওরেম মহেশ সিং। দুই প্রান্তে পিভি বিষ্ণু ও রিচার্ড সেলিস। সামনে দিমিত্রিয়োস দিয়ামানতাকোসের সঙ্গে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। অস্কার বলেই দিচ্ছেন, 'দেখুন আমার হাতে যেহেতু পরিবর্ত কম, তাই শক্তি-দুর্বলতা দেখে অনেক বেশি স্ট্র্যাটেজিকাল হতে হবে আমাদের।' তিনি অবশ্য নিজেও বুঝতে পারছেন, সমস্যা শুধু প্রথম একাদশই নয়। পরিবর্ত না থাকায় ৬০ মিনিটের পর যখন গোটা দলটাই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে তখনই সমস্যাটা হচ্ছে। তাই আপাতত অবশ্য আর আইএসএলের সুপার সিক্স নিয়ে বাড়তি ভাবনা না ভেবে এএফসিই প্রধাণ লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের।

আইএসএলে আজ
মুম্বই সিটি এফসি বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মুম্বই ফুটবল এরিনা
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

পাকিস্তান যাচ্ছেন না রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : জল্পনার অবসান। একইসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে স্বস্তি। আর ওয়াঘা সীমান্তের ওপারে অস্বস্তি। সৌজন্যে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আজ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি ও আয়োজক দেশ পাকিস্তানের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফির আসরে থাকছে না কোনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান না থাকার কারণে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে ওয়াঘা সীমান্তের ওপারেও যেতে হচ্ছে না।

দুই প্রতিবেশীর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনই খারাপ। সীমান্ত সন্ত্রাসের কারণে ভারত-পাক সম্পর্কের অবনতি। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারত-পাক ক্রিকেটেও রয়েছে দীর্ঘসময় ধরে। এমন অবস্থার মধ্যে শোনা গিয়েছিল, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশ হিসেবে পাকিস্তান প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতে চলেছে। যেখানে অংশগ্রহণকারী দলের অধিনায়করাও হাজির থাকবেন। আজ আয়োজক পাকিস্তান ও আইসিসি-র তরফে পুরো বিষয়টাই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আগে কখনও কোথাও জানানো হয়নি যে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কোনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হতে চলেছে বলে। ফলে ভারত অধিনায়ক রোহিতকে আর পাকিস্তান যেতে হচ্ছে না।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে একাই প্রস্তুতিতে রোহিত শর্মা। মুম্বইয়ে।

ব্যাট হাতে অফফর্ম চিন্তায় রেখেছে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে। পুনেতে।

রিঙ্কু ফিট, ঘোষণা রায়ান টেনের

পুনে, ৩০ জানুয়ারি : ইডেনে প্রথম ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন। সেই চোটের কারণে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি টি২০ সিরিজের পরের দুটি ম্যাচে খেলা হয়নি তাঁর। কিন্তু আপাতত পিঠের চোট সারিয়ে রিঙ্কু সিং ফিট। সম্ভবত শুক্রবার পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামে সিরিজের চার নম্বর টি২০ ম্যাচে ধ্রুব জুরেলের বদলি হিসেবে মাঠে ফিরতে চলেছেন তিনি।

আজ বিকেলে পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন ছিল। সেখানেই ভারতীয় দলের নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং চর্চা করতে দেখা গিয়েছে রিঙ্কুকে। কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গেও আলাদাভাবে কথা বলেছেন রিঙ্কু। ভারতীয় অনুশীলনের মাঝেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, রিঙ্কু ফিট। টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের পর সন্ধ্যার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে সেই ধারণাতেই সিলমোহর দিয়েছেন ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের যাবতীয় জল্পনার অবসান করে তিনি বলেছেন, 'রিঙ্কু ফিট। আজ ও দলের সঙ্গে অনুশীলনও করেছে। আগামীকালের চতুর্থ টি২০ ম্যাচের জন্য ওকে পাওয়া যাবে। তবে রিঙ্কু প্রথম একাদশে থাকবে কিনা, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।'

রিঙ্কুর অনুপস্থিতিতে শিবম দুবে ও রামনদীপ সিংকে টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে যুক্ত করা হয়েছিল। তাদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার জন্য ভারতীয় স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। সহকারী কোচ রায়ান টেনও এই ব্যাপারে কোনও দিশা দিতে পারেননি। তবে ফিট রিঙ্কু ইডেন গার্ডেন্স ম্যাচের পর টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ফিরলে নিশ্চিতভাবেই সাজঘরে বসতে হবে উইকেটকিপার ব্যাটার ধ্রুব জুরেলকে। গম্ভীরের সহকারীর কথায়, 'দলের কম্বিনেশন কেমন হবে, কাল খেলা শুরুর আগেই চূড়ান্ত হবে।' এদিকে, রাজকোটে শেষ ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া হারলেও সেদিন ১৪ মাস পর ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন মহম্মদ সামি। তিন ওভারে ২৫ রান দিয়ে রাজকোটের টি২০ ম্যাচে কোনও উইকেট পাননি সামি। কাল সিরিজের চার নম্বর ম্যাচেও সামির খেলার সম্ভাবনা রয়েছে বলে খবর। যদিও গম্ভীরের সহকারী কোচ এব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি।

শুভেচ্ছা

শুভ অন্নপ্রাশন

☺ **জিয়া মণ্ডল** : এতদিন দুধ খেয়েছি এবার খাব ভাত, আমার মাথায় চাই তোমাদের আশীর্বাদের হাত। **বাবা- জয়ন্ত মণ্ডল, মা- রিম্পা মণ্ডল, ঠাকুরদা- নেপাল মণ্ডল, ঠাম্মি- গৌরী মণ্ডল।**

বিবাহবার্ষিকী

☺ **সুনীল ও অনিতা** : আজ তোমাদের বিবাহের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। শুভ এই দিনে তোমাদের সুখ ও সুস্থ জীবন কামনা করি। এই দিনটি তোমাদের জীবনে বারবার ফিরে আসুক। শুভ এই দিনে আমাদের আশীর্বাদ রইল। **প্রতিভা ভৌমিক (বড়দি)** ঝংকার মোড়, মাথাভাঙ্গা। **মীরা বিশ্বাস (মেজদি)** বড় আটিয়াবাড়ি, দিনহাটা।

ব্যাটার ঋদ্ধির দিকে তাকিয়ে আজ বাংলা

অভিষেকে চার উইকেট সুমিতের

পাঞ্জাব-১৯১ বাংলা-১১৯/৪

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : কাল সকালে খুব তাড়াতাড়ি মাঠে আসতে হবে। দেখি কত দ্রুত পৌঁছাতে পারি!

সন্ধ্যার দিকে ক্রিকেটের নন্দনকাননের মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলে গেলেন ঋদ্ধিমান সাহার স্ত্রী রোমি। সম্ভব হলে পুত্র-কন্যাদেরও শুক্রবার মাঠে নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে পাপালির স্ত্রীর।

এমন পরিকল্পনা তো থাকবেই। জীবনের শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলছেন শিলিগুড়ির ঋদ্ধি। তাঁকে নিয়ে বাংলার ক্রিকেট সংসারে যেমন আবেগ কাজ করছে, তেমনই তাঁর পরিবারের মধ্যেও রয়েছে আবেগের পাশে টেনশন। আজ সকালে টসের পর সিএবি-র তরফে মাঠেই ঋদ্ধিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। খেলা শুরুর সময় যখন কিপিং গ্লাভস হাতে পাপালি মাঠে নামছেন, সতীর্থরা 'গার্ড অফ অনারও' দিয়েছেন। আজ ফিল্ডার হিসেবে মাঠে ছিলেন। আগামীকাল ব্যাট হাতে বাংলার সম্মান বাঁচাতে তাঁকে নামতেই হবে। এখন কি একটু টেনশন হচ্ছে? সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ স্ত্রী রোমিকে সঙ্গে নিয়ে ইডেন গার্ডেন্স থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন। দ্রুত পাপালি বলে দিলেন, 'কীসের টেনশন? পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ যখন শেষ হবে, তখনও কিন্তু আমার চোখে জল দেখতে পাবেন না। আসলে আমি এমনই।'

ঋদ্ধিমান ঠিক কেমন, ভারতের পাশে বাংলার ক্রিকেট সংসারেও কারও অজানা নয়। তাঁর শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে আজই। টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়ে বালুরঘাটের সুমিত মোহান্ত (৫৮/৪) ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের (৬৮/৪) পেস ও সুইংয়ের দাপটে ১৯১ রানে শেষ পাঞ্জাব ইনিংস। জবাবে প্রথম দিনের শেষে বাংলার সংগ্রহ ১১৯/৪। দিনের খেলা শেষের তিন ওভার আগে অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার (৩২) উইকেটে জমে যাওয়ার পরও আউট না হলে বাংলা আরও ভালো জায়গায় থাকত। যদিও দলকে ভরসা দেওয়ার জন্য সুমন্ত গুপ্ত (অপরাজিত ৩৯) রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন নৈশপ্রহরী সুরজ (অপরাজিত ৫)। আর রয়েছে আগামীকাল ঋদ্ধিকে ইডেনে ব্যাটিং করতে দেখার অপেক্ষা। দিনের খেলার শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'বোলাররা দারুণ শুরু করেছিল। পাঞ্জাবকে আরও কম রানে শেষ করতে পারলে ভালো হত। যাই হোক, কাল দলের ব্যাটারদের দায়িত্ব নিতে হবে। আর ঋদ্ধির ব্যাটিং দেখার জন্য আমরা সবাই মুখিয়ে রয়েছি।' ৭৩/৬ থেকে আনমোল মালহোত্রার অপরাজিত শতরানে পাঞ্জাবের স্কোর ১৯১ রানে পৌঁছে যাওয়া বাংলার জন্য মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়।

ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, জীবনের শেষ ম্যাচে বহু তাবড় ব্যাটারই আবেগে ভেসে রান করতে পারেননি। পাপালি কি উলটো পথে হাঁটবেন? আগামীকালই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার আগে আজ ঋদ্ধির বিদায়ি মঞ্চে অভিষেক হল উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটের সুমিতের। অভিষেকেই পেলেন চার উইকেট। উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট। কথায় পরিণতিবোধের ছাপ। যদিও জোরে বোলার হিসেবে বলের গতি একটু কম। কিন্তু লাইন, লেংথ দুর্দান্ত। সঙ্গে রয়েছে সুইংও। রনজি অভিষেকে বল হাতে নজর কেড়েছেন সুমিত। সুরজও বল হাতে দলকে ভরসা দিয়েছেন। বাংলার বোলিং কোচ শিবশংকর পালের পরামর্শেই তাঁর উত্থান। সুমিতের বোলিংয়ে উচ্ছ্বসিত ম্যাকো দিনের খেলার শেষে বলছিলেন, 'ছেলেটার লাইন, লেংথ দুর্দান্ত। লম্বা স্পেল করতে পারে। একটু গতি বাড়াতে পারলে অনেকদিন বাংলার হয়ে খেলবে ও।'

শেষ ম্যাচ খেলতে নামা ঋদ্ধিমান সাহাকে সংবর্ধনা সিএবি-র তরফে।

বৃহস্পতিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি-রেলওয়েজ ম্যাচ দেখতে ঢোকার জন্য হুড়োহুড়ি দর্শকদের। যা নিয়ে আশঙ্কা ছড়ায়।

বিরাটের পা ছুঁয়ে প্রণাম ভক্তের

কোহলি-দর্শনে 'কুম্ভ' হওয়ার অবস্থা দিল্লির

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : অনুমান করা হয়েছিল। বিরাট কোহলির রনজি ট্রফি প্রত্যাবর্তনের সাক্ষী হতে ক্রিকেটপ্রেমীদের ঢল নামবে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। দিল্লি-রেলওয়েজ ম্যাচের প্রথম দিনে ঠিক সেটাই ঘটল। কোহলি-দর্শনের হুড়োহুড়িতে কার্যত 'কুম্ভ' হওয়ার জোগাড় দিল্লিতে।

পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলেও ভিড়ের চাপ সামলানো যায়নি। সকালে স্টেডিয়ামের গেট খোলার অনেক আগে থেকে কার্যত জনজোয়ার। রনজি ম্যাচ ঘিরে শেষ কবে এত সংখ্যক মানুষ উৎসাহ দেখিয়েছেন, তা মনে করতে পারলেন না কেউ। থিকথিকে ভিড় সামলাতে রীতিমতো হিমসিম হাল দিল্লি পুলিশের।

মাঠে ঢোকার লাইনে হুড়োহুড়িতে বহু দর্শক পদপিষ্টও হলেন। আহতও হলেন অনেকে। সৌভাগ্যক্রমে প্রাণহানির মতো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। দর্শকদের বিরাট-পুজোর এখানেই শেষ নয়। খেলা চলাকালীন মাঠেও ঢুকে পড়েন একজন দর্শক। নিরাপত্তারক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে সোজা বিরাট-প্রণাম।

মাঠে প্রবেশের জন্য কোনও টিকিট রাখা হয়নি। আধার কার্ড নিয়ে গেলেও মাঠে ঢোকার অনুমতি মেলেনি। স্টেডিয়ামের তিনটি গেট খোলা হয় দর্শকদের প্রবেশের জন্য। ফলে প্রতিটি গেটে প্রবল ভিড়ের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ৯টা নাগাদ গেট খোলার পর ধাক্কাধাক্কিতে পদপিষ্টের ঘটনা।

ঘটনার জেরে পুলিশের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন দর্শকদের একাংশ। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের বেশ কয়েকটা বাইক। শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে আরও গেট খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আহতদের চিকিৎসার পর বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রেলওয়েজ প্রথমে ব্যাটিং করে ২৪১ রান করে। ৬৬ রানে একসময় তারা ৫ উইকেট হারিয়ে বসেছিল। সেখান থেকে রেলকে লাইনে ফেরান উপেন্দ্র যাদব (৯৫) ও করণ শর্মার (৫০) ১০৪ রানের জুটি। নভদীপ সাইনি ও সুমিত মাথুর তিনটি করে উইকেট নেন। জবাবে প্রথম দিনের শেষে দিল্লি ৪১/১।

বিরাট এখনও ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। চার নম্বরে নামবেন। অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনি চারে খেললেও বিরাটের জন্য নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। শুক্রবার আরও একটা উইকেট পড়া মানে ব্যাট-হাতে ক্রিজে বিরাট। আর কোহলিয়ানায় উন্মাদনা আরও চরমে।

এদিন ফিল্ডিংয়ের সময় বিরাটকে ঘিরে তারই ঝলক সারাক্ষণ। জায়েন্ট স্ক্রিনে যতবার বিরাটকে দেখা গিয়েছে, 'কোহলি কোহলি' আওয়াজে মুখরিত হয়েছে জেটলি স্টেডিয়াম। বিরাটের প্রতিটি বল ধরা, থ্রোতেও একই হাল। আগামীকাল ব্যাট করলে কী পরিস্থিতি হবে, সহজেই অনুমেয়।

বিরাটও খোশমেজাজে। তরুণ সতীর্থদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সারাদিন ফিল্ডিং করলেন। তারকা-ইমেজ সরিয়ে সবার সঙ্গে স্টেডিয়ামের ক্যান্টিন থেকে আনা খাবারেই মধ্যাহ্নভোজ সারলেন। সতীর্থদের জন্য ভোকাল টনিকও বাদ ছিল না।

দিল্লির অধিনায়ক বাদোনি বলেছেন, 'প্রত্যেকের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে বিরাটের কথা। জিততে হবে, সেই লক্ষ্যটা নিয়েই আমরা মাঠে নামতে চাই। বিরাটের উপস্থিতি বাড়তি উৎসাহ জোগাচ্ছে দলকে। গত ম্যাচে ঋষভ পন্থ খেলেছিল। এই ম্যাচে বিরাট। দুইজনকে দলে পাওয়া সবার কাছে বাড়তি অনুপ্রেরণা।'

ম্যাচের মাঝে দিল্লি অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনিকে পরামর্শ বিরাট কোহলির।

শার্দূলের হ্যাটট্রিকে বেলাইন মেঘালয়

মুম্বই, ৩০ জানুয়ারি : জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর থেকে রীতিমতো বিধ্বংসী ফর্মে শার্দূল ঠাকুর। জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির গত ম্যাচে শতরান করে মুম্বইকে লড়াইয়ের অক্সিজেন জুগিয়েছিলেন। আজ মেঘালয়ের বিরুদ্ধে বল হাতে শার্দূলের দাপট। ম্যাচের তৃতীয় ওভারেই হ্যাটট্রিক। মুম্বইয়ের পঞ্চম বোলার হিসেবে এই কীর্তি গড়েন।

শতরানের পথে পূজারা

দুরন্ত ছন্দে শার্দূল ঠাকুর।

শার্দূলের (৪৩/৪) ধাক্কায় শুরুতেই বেলাইন মেঘালয় মাত্র ৮৬ রানে গুটিয়ে যায়। মোহিত অবস্তি নেন ৩ উইকেট। দুইজনের দাপটের সামনে মেঘালয়ের টপ-সিক্স ব্যাটারদের মধ্যে ৫ জনই শূন্য! একজন (২ রান করেন) শুধু খাতা খুলতে সমর্থ হন। ম্যাচের ১৯ বলের মধ্যেই ৬ জন ব্যাটার সাজঘরে। মেঘালয়ের স্কোর তখন ২! টেল এন্ডাররা যে স্কোরটাকে শেষপর্যন্ত ৮৬-তে নিয়ে যান।

জবাবে খেলতে নেমে মুম্বই প্রথম দিনের শেষে ২১৩/২। শতরানের মুখে সিদেশ লাড (৮৯) ও অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে (৮৩)। তৃতীয় উইকেটের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে দুইজনে ১৭০ রান যোগ করেছেন দুইজনে।

অপর এক ম্যাচে অসমের বিরুদ্ধে শতরানের পথে চেতেশ্বর পূজারা। জাতীয় দলের দরজা বন্ধ হলেও রান করার অভ্যাস জারি ভারতীয় ক্রিকেটের একদা 'ক্রাইসিসম্যানের'। দিনের শেষে ৯৫ রানে ব্যাট করছেন। দুই ওপেনার হার্ভিক দেশাই (১৩০) ও চিরাগ জানিও (৮০) বড় রান পাওয়ায় শুরু থেকে ম্যাচের রাশ সৌরাষ্ট্রের হাতে। যা দিনের শেষে আরও বাড়িয়েছে পূজারা-স্পেশালে সৌরাষ্ট্র পৌঁছে গিয়েছে ৩৬১/৩-এ।

কামিন্সকে আদর্শ করে এগোতে চান বালুরঘাটের পেসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : গলি থেকে রাজপথ!

উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটের আর পাঁচজনের মতোই বড় হচ্ছিলেন তিনি। ছোটবেলায় অল্পবিস্তর ফুটবলও খেলতেন। আর খেলতেন টেনিস বলে পাড়া ক্রিকেট। সেখান থেকেই আচমকা ডিউস বলে খেলার সুযোগ। সময়ের সঙ্গে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বালুরঘাট থেকে কলকাতায় হাজির হওয়া। দীর্ঘসময়ের সেই যাত্রাপথ আজ পূর্ণতা পেল রনজি ট্রফি অভিষেকের মাধ্যমে। আর অভিষেক ম্যাচেই চার উইকেট নিয়ে চমক দিলেন সুমিত মোহান্ত। প্রথম দিনের খেলার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুমিত বলে দিলেন, 'স্বপ্নপূরণের ঘোরের মধ্যে রয়েছি এখনও। গতকাল অনুশীলনের পর জানতে পারি আজ রনজি অভিষেক হবে। তখন থেকেই মানসিক প্রস্তুতি শুরু করেছিলাম। একটু টেনশন ছিল। কিন্তু কোচ লক্ষ্মীদা (লক্ষ্মীরতন শুক্লা) ও বোলিং কোচ ম্যাকোদা যেভাবে ভরসা দিয়েছিল, তারপর টেনশন অনেকটাই কমে যায়।'

প্রিয় বোলার ব্রেট লি। ক্রিকেটার হিসেবে যখন পথ চলা শুরু করেছিলেন সুমিত, তখন লি-কে অনুসরণ করতেন। সময়ের সঙ্গে পছন্দ বদলেছে। এখন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে আদর্শ করে এগিয়ে যেতে চাইছেন তিনি। সুমিতের কথায়, 'ব্রেট লি-কে একসময় দারুণ লাগত। এখন কামিন্সকে ভালো লাগে। ওকে আদর্শ করেই সামনে তাকাতে চাইছি আমি।' রনজি অভিষেকেই চার উইকেট। হতে পারত পাঁচও। কিন্তু হয়নি। সুমিতের কথায়, 'পাঁচ উইকেট হলে হয়তো আরও ভালো হত। কিন্তু যা হয়নি, সেটা নিয়ে পড়ে থাকতে চাই না।' চার উইকেটের মধ্যে সেরা কোনটা? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র দ্রুত জবাব এল, 'প্রভসিমরন সিংয়ের উইকেটটা। রনজির আসরে আমার প্রথম উইকেট। চিরকাল মনে থাকবে।'

উইকেট শিকারের পর সুমিত মোহান্তকে অভিনন্দন ঋদ্ধির।

চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : খেলোয়াড় হিসেব দুই দলের হয়ে খেলেছেন একসময়। একাধিক ডার্বিও খেলেন। এবার কোচ হিসেবে প্রথমবার ডার্বি ম্যাচে দেখা যাবে তাঁকে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের স্টপগ্যাপ কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু তৈরি চাপ নিতে।

আন্দ্রেই চেরনিশভ দেশে ফিরে যাওয়া মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে সাদা-কালো শিবিরের দায়িত্বে থাকবেন এই কাশ্মীরি ডিফেন্ডার। ডার্বিতে হেড কোচের না থাকাটা যে কোনও দলের পক্ষেই চাপের। তার ওপর প্রতিপক্ষ মোহনবাগান লিগশীর্ষে রয়েছে। তাই কাজটা কঠিন নিজেও মানছেন তিনি। বৃহস্পতিবার অনুশীলন শেষে তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন, 'মোহনবাগান ভালো দল। ওরা লিগ তালিকার শীর্ষে রয়েছে। ম্যাচটা কঠিন হতে চলেছে। নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।' তিনি আরও যোগ করেন, 'মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-মহমেডানে সব ম্যাচই কঠিন হয়। তবে এই ম্যাচটা মর্যাদার ম্যাচ। সেই কথা মাথায় রেখে নামব।'

চেরনিশভের অনুপস্থিতি নিয়েও কি বাড়তি চাপের? উত্তরে মেহরাজ বলেছেন, 'আমার কাজ খেলোয়াড়দের সাহায্য করা। আমি সেটাই করব।' শুধু মুখে নয়, বৃহস্পতিবার অনুশীলনে খেলোয়াড়দের একইভাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে গেলেন মেহরাজ। অ্যালেক্সিস গোমেজ, মিরাজালোল কাশিমভরা কোনও ভুল করলে বারংবার সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলন থামিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা গেল তাঁকে। মূলত বেশিরভাগ সময় দলকে ম্যাচ প্রাকটিস করালেন মেহরাজ।

বৃহস্পতিবার প্রথম অনুশীলনে নামলেন নয়া বিদেশি মার্ক আন্দ্রে শমারবাক। তাঁকেও বেশ চনমনে লেগেছে। তবে মার্ককে নিয়ে কোনও তাড়াহুড়ো করতে চান না মেহরাজ। শুক্রবার ডার্বির শেষ প্রস্তুতির পরেই মার্ককে ডার্বিতে খেলানো নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি।

অনুশীলনের পর মার্ক নিজেও জানিয়েছেন ডার্বি খেলতে তৈরি। প্রথমবার ভারতে খেলতে এসেছেন তিনি। একদা হায়দরাবাদে খেলে যাওয়া মার্ক স্টোভানোভিচের কাছ থেকে ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে শুনেছেন শমারবাক। অনুশীলন শেষে এই অস্ট্রিয়ান স্ট্রাইকার বলে গেলেন, 'প্রথমবার ভারতে খেলতে এসেছি। এই দেশে খেলে যাওয়া মার্ক স্টোভানোভিচ আমার বন্ধু। ওর থেকেই এখানকার ফুটবল সম্পর্কে জেনেছি।' পরে ডার্বি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ডার্বি ম্যাচের কথা শুনেছি। এই ম্যাচে মাঠে নামার জন্য তৈরি রয়েছি।'

চেরনিশভ ফিরছেন, জানাল মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : ২৪ ঘণ্টায় একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল ছবিটা। বরফ অনেকটাই গলেছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এই মরশুমেই আন্দ্রেই চেরনিশভ ফিরছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। বুধবার সন্ধ্যায় নিউটাউনে টিম হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েই ক্লাবের প্রতি অভিমান ঝরে পড়ছিল রুশ কোচের গলায়। বারবার বলছিলেন, 'যা করেছি, ক্লাবের প্রতি ভালোবাসা থেকেই।' সেই ভালোবাসাই বোধহয় সাদা-কালোয় বেঁধে রাখল চেরনিশভকে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে মহমেডানের তরফে জানানো হল, 'চেরনিশভ কোচ থাকছেন। ছুটি কাটিয়ে কলকাতায় ফিরবেন।' বাঙ্কারহিল কর্তা দীপককুমার সিং বলেন, 'দুই মাসের বেশি বেতন বাকি থাকলে নিয়মমাফিক চুক্তি ভঙ্গের পথে হাঁটতে পারেন কোচ। সেই নিয়ম মেনেই ফিফার কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন চেরনিশভ। তবে তিনি তা প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন।' তবে তিনি যখন ফিরবেনই তবে ডার্বির মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে কেন গেলেন? ম্যানেজমেন্টই বা কেন ছুটি দিল? ক্লাবকর্তারা আঙুল তুলছেন কোচের দিকেই। প্রশ্ন তুলছেন চেরনিশভের দায়বদ্ধতা নিয়ে। দীপক সিং যদিও বললেন, 'সেটা একান্তই কর্তাদের ব্যক্তিগত মতামত।' এরপর সতর্কভাবেই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন।

এদিকে আন্দ্রেই বৃহস্পতিবারই রাশিয়ার মাটি ছুঁয়েছেন। সেখান থেকেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানান, 'এখন মস্কোয় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছি। ফেরা নিয়ে কিছু ভাবিনি।' সরাসরি প্রত্যাবর্তনের কথা তিনি যেমন নাকচ করে দিলেন না, তেমন ফিরবেন একথাও স্বীকার করলেন না। ফলে অনেক যদি, কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

প্রকাশ্যে বাদানুবাদ ক্লাবকর্তাদের

এদিকে দশদিনের মধ্যেই বিনিয়োগকারী দুই সংস্থার হাতে মহমেডানের শেয়ার হস্তান্তর হয়ে যাবে বলে জানানো হয় এদিন। বলা হয়, 'শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত সমস্ত জটিলতা মিটে গিয়েছে। দিন সাতেকের মধ্যে বেতন সমস্যাও মিটে যাবে।' তবে সাংবাদিক বৈঠকের শেষ পর্বে বাঙ্কারহিল কর্তা ও ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববির সঙ্গে প্রকাশ্যেই বাদানুবাদে জড়ান সাদা-কালো ব্রিগেডের সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ রাজু। দীপক সিং ঘোষণা করেন, এবার থেকে ফুটবল দলের মুখপাত্র হিসাবে ক্লাবের তরফে কথা বলতে পারবেন শুধুমাত্র মহম্মদ কামারুদ্দিন। এতে তীব্র আপত্তি জানান সাদা-কালো সচিব। এক্ষেত্রে ক্লাব সভাপতির যুক্তি, বিনিয়োগকারী সংস্থার দাবিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ম্যাচের সেরা সায়ন্তন দাস।

সায়ন্তনের দাপট

বালুরঘাট, ৩০ জানুয়ারি : বালুরঘাট টাউন ক্লাবের ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার বিকাশ চৌধুরী ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ১৬৩ রানের দিলীপ দাস মেমোরিয়াল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে প্রথমে বিকাশ ৪০ ওভারে ৫ উইকেটে ২০৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সায়ন্তন দাস ৪৮ রান করেন। শ্রেয়স ব্রহ্মের অবদান ৪৭। দেবজিৎ সাহার শিকার ৩১ রানে ২ উইকেট। জবাবে দিলীপ ১৯.২ ওভারে ৪০ রানে গুটিয়ে যায়। সায়ন্তনের শিকার ৯ রানে ৪ উইকেট।

ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

জয়ী গঙ্গারামপুর

বালুরঘাট, ৩০ জানুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর স্টেডিয়াম একাদশ ১৩৩ রানে বুনিয়াদপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রথমে গঙ্গারামপুর ৩৯.৪ ওভারে ২০৯ রান তোলে। শিবা সরকারের অবদান ৩৭ রান। ফইজল মাহফিজ আলম ২৫ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে বুনিয়াদপুর ২১.১ ওভারে ৭৬ রানে গুটিয়ে যায়। শুভজিৎ পাল ২৩ রান করেন। ২৩ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন ঋক কর্মকার।

ম্যাচের সেরা ঋক কর্মকার।

চ্যাম্পিয়ন মৈত্রী

কোচবিহার, ৩০ জানুয়ারি : কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার দুই দিনের আন্তঃক্লাব বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২৯৭ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হল মৈত্রী সংঘ। খাগড়াবাড়ি ক্লাব ৮২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়েছে। সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত জানিয়েছেন বুধ ও বৃহস্পতিবার কোচবিহার স্টেডিয়ামে ১০৩টি ইভেন্টে ৩০০-র বেশি প্রতিযোগী অংশ নেন।

লক্ষ্মীর ব্রোঞ্জ

কোচবিহার, ৩০ জানুয়ারি : উত্তরাখণ্ডে ৩৮তম ন্যাশনাল গেমসে দাওসু বিভাগে ব্রোঞ্জ পেল কোচবিহারের লক্ষ্মী রায়। জেলা উশু সংস্থার সভাপতি সত্যেন বর্মন বলেছেন, 'কোচবিহার জেলা থেকে তিনজন প্রতিযোগী এখানে অংশ নিচ্ছে। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী পদক জিতেছে। শুক্রবার ওর যমজ বোন সরস্বতী রায় খেলতে নামবে।'

লাস্ট বয়কেও বাড়তি সমীহ মোহনবাগান কোচ মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি : 'তোমার চোটের অবস্থা কেমন? পরের ম্যাচের জন্য তৈরি তো?'

প্রশ্নকর্তা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অজি বিশ্বকাপার জেসন কামিংস। প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন পরিচিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে।

তখন মোহনবাগানের অনুশীলন সবে শেষ হয়েছে। জেসন কামিংস তাঁর দুই সতীর্থ গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও আলবার্তো রডরিগেজের সঙ্গে গল্প করতে করতে বেরিয়ে এলেন। সামনে পরিচিত সাংবাদিকদের দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। তারপরই নিজের মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে সাংবাদিকদের অনুকরণ করে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিলেন তিনি।

আসলে দল শিল্ডের দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে। তাই খেলোয়াড়রা বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন। অনুশীলনেও বেশ হাসিমুখে দেখা গেল। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে চনমনে বাগান শিবির। তবে কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা কিন্তু মহমেডানকে নিয়ে বেশ সিরিয়াস। আসলে চলতি আইএসএলে সবার শেষে থাকা মহমেডান হেরেছে হায়দরাবাদ এফসি-র মতো দুর্বল দলের কাছেও। তেমনই বেঙ্গালুরু এফসি-চেন্নাইয়ান এফসি-র মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়েছে। তাই লিগ তালিকায় শেষে থাকলেও তিনি কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।

আসলে নতুন বছরের শুরু থেকে মহমেডান বেশ ভালোই ফুটবল খেলছে। বিশেষ করে ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের নেতৃত্বে তাদের রক্ষণ নজর কেড়েছে। এদিকে শেষ কয়েকটি ম্যাচে মোহনবাগান যেভাবে গোলের সুযোগ নষ্ট করেছে, তাতে চিন্তার ভাঁজ বেড়েছে মোলিনার কপালে। বৃহস্পতিবার ম্যাচ প্র্যাকটিস করানোর সময় দলের প্রথম সারির ডিফেন্ডারদের বিরুদ্ধে জেমি ম্যাকলারেন, মনবীর সিংদের খেলালেন। দুই প্রান্ত দিয়ে দ্রুত আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি ফিনিশিংয়ের দিকে বাড়তি নজর ছিল বাগান কোচের। হালকা চোট থাকায় আলবার্তোকে সাইডলাইনে দেখা গেল। তবে তিনি খেলতে পারবেন বলেই আশাবাদী টিম ম্যানেজমেন্ট। একান্তই খেলতে না পারলে বিকল্প হিসেবে দীপেন্দু বিশ্বাসকে তৈরি রাখছেন কোচ মোলিনা। এছাড়াও এদিন রিহ্যাব করলেন অনিরুদ্ধ থাপা। তিনি এখনও পুরোপুরো সুস্থ হয়ে ওঠেননি। বুধবার ডেভেলপমেন্ট লিগের ডার্বিতে খেলেছিলেন সুহেল আহমদ ভাট। তাই তাঁকেও বিশ্রাম দিয়েছিলেন বাগান কোচ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা সোমনাথ দে - কে 01.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 60J 36795 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমার জীবনকে আরও সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য আমায় আশা প্রদান করেছে। আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতবো। এই সুযোগটি প্রদান এবং আমার জীবনকে আরও সহজ করে তোলার জন্য আমি চিরকাল ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।